উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৬ আশ্বিন ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 24 September 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 128

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender (on line) vide Tender ID:- 2026_DTET_1042661_1 is invited by the Director of Industrial Training, Technical Education, Training & Skill Development Department, Govt. of West Bengal, Karigori Bhawan, 2nd floor, B/7, Action Area –III, New Town, Rajarhat, Kolkata-700160 for Request for Proposal (RFP) for Selection of an Anchor Industry Partner (AIP) for Upgradation of ITI Siliguri Cluster under PM-SETU in the State of West Bengal. • Date of Publication of Tender: 22.09.2026 at 09:00 Hrs. • Online Bid Submission Start Date: 22.09.2026 at 10:00 Hrs. • Online Bid Submission Closing Date: 14.11.2026 at 17:00 Hrs. The details of the e-Tender are available on the Website https://www.wbtenders.gov.in
Sd/- Director of Industrial Training.
ICA-T18105(3)/2026

Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited vide N.I.E.T No.- 04(e)/PO/K-I of 2026-27 Dated- 21.09.2026 by the PO & B.D.O. Kaliachak-I B.D.O, Malda on behalf of P&RD Dept., Govt. of West Bengal, Intending bidders are requested to visit the Block office for details. Last date of application for receiving of Tender bid at 29.09.2026 up to 18.55 hours.
Sd/-
Programme Officer & B.D.O
Kaliachak-I Dev. Block, Malda

সিসিবি ব্রেক সিস্টেমের ব্যাপক মেরামত/নবীকরণ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: TRS-MLDT-03A-26-27, তারিখ: 19-09-2026 নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম ও স্থান: ডিএলএস/মালদা টাউন-এ ... সিসিবি ব্রেক সিস্টেমের ব্যাপক মেরামত/নবীকরণ। কাজের আনুমানিক মূল্য: ৪৩,৫১,১৮৭.৯১ টাকা। বায়নার ধন: ৮৬,৮০০.০০ টাকা। টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়: ১২-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।
সিনি. ডিইই/টিআরএস/মালদা টাউন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer/Alipurduar Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate invites online e tender for the work of Urgent installation of Bituminous Hump and other allied work at Buxa Jayanti Road inside the Buxa Tiger Reserve forest and Kalchini Patkapara Road under Alipurduar Highway Division in the District of Alipurduar during the 2026-27 & Other one no work. N.I.(e)T. No.-06 of 2026-27/AE/APD HWSUBDIVN. Tender Id- 2026_WBPWD_5074209_1, & 2026_WBPWD_5074209_2. Bid submission start date (Online) : **23.09.2026 from 11:00 a.m.** Bid submission closing date (Online) : **29.09.2026 upto 11:00 a.m.** Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.(e)T. and Tender documents may be downloaded from: **http://etender.gov.in**
Sd/- Assistant Engineer, Alipurduar Highway Sub Division, P.W.(Roads) Dte.
ICA-T18131(1)/2026

কাটিহার ডিভিশনে ইলেকট্রিক্যাল টিআরডি কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: EL_TRD_15_26-27; তারিখ: 16-09-2026; (বিড নং.: EL_TRD_15_26-27)। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ... বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
সিনি. ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: 76/W-2/APDJ, তারিখ: 21-09-2026। ... বিস্তারিত তথ্যের জন্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

ডিজেল/মালদা টাউনে ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভের ১৭৫০ এলপিএম কম্প্রেসারের জন্যে বিস্তৃত মেরামত, অবস্থার নিরীক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. টিআরএস-এমএলডিটি-০৫-২৬-২৭ তারিখঃ ১৭-০৯-২০২৬।
কাজের নাম সহিত ইহার স্থানঃ ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তরফ থেকে "ডিএলএস/মালদা টাউনে ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভের ১৭৫০ এলপিএম কম্প্রেসারের জন্যে বিস্তৃত মেরামত, অবস্থার নিরীক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ" এর ঠিকা প্রদানের জন্যে যোগ্য ঠিকাদারগণ থেকে মোহরবন্ধ টেন্ডার আমন্ত্রণ করা হয়েছে। এলওএ তে প্রাপ্তির এক (০১) বৎসরের ভেতরে কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ ৭১,৭২,০৪৭.৭৫ টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৪৩,৬০০/- টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-১০-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরএস/মালদা টাউন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE
(Corrigendum Date Extension)
A corrigendum (date extension) has been made in the following E-Tenderts :- 1. NIeT NO- CMOH/CBR/2025-2026/NTEP/25(2nd Call) (ID-2026_HFW_5023508_1) for supply AIC Kit. 2. E.NIT NO- CMOH/CBR/2025-2026/NVBDCP/24(2nd Call) (ID-2026_HFW_5022963_1) for supply various printing items. under DH&FW Samiti, CoB for details please visit www.tenders.wb.gov.in, www.coochbehar.gov.in & www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti, CoB.
ICA-T18109(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Last date of Bid submission has been extended for NIT no. 07 (Sl no: 01 to 03) of 2026-2027 of Sr. SE/NHC having following Tender ID : 2026_WBPWD_5019741_1, 2026_WBPWD_5019741_2 & 2026_WBPWD_5019741_3 Last date of bid submission extended upto 30.09.2026 up to 1.00 P.M. Intending bidders are requested to visit the website: https://tenders.wb.gov.in and this office notice board. Sd/- (SANJEEV KUMAR MEHTA) Sr. Superintending Engineer, Northern Highway Circle P.W. (Roads) Directorate
ICA-T18137(1)/2026

কাটিহার ডিভিশনে ইলেকট্রিক্যাল টিআরডি কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল_টিআরডি_১৪_২৬-২৭; তারিখ: ১৬-০৯-২০২৬। (বিড নং - ইএল_টিআরডি_১৪_২৬-২৭); নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, কাজের নাম: "মালদা টাউন- ডিজেল শেড মালদা টাউনে ইলেকট্রিক্যাল লোকোমোটিভের হোমিং এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিকাঠামোগত সুবিধার বৃদ্ধি/উন্নয়ন" -এর সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল টিআরডি কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৫০,৭৮,৮৫৭.৭৪/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,০১,৬০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়: ০৯-১০-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। উপরে উল্লিখিত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৯-১০-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ।
সিনিয়র ডিইই/টিআরডি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এসঅ্যান্ডটি সংশ্লিষ্ট কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এসঅ্যান্ডটি/এপিডিজে/১৬ আগস্ট ২৬, তারিখ: ২১-০৯-২০২৬, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ... বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), আলিপুরদুয়ার ডিভিশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কাটিহার মণ্ডলে টেলিকম কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এস-এন্ড-টি-২০২৬-কে-৩০ তারিখঃ ১৮-০৯-২০২৬। ... সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১২-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসএন্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE, Malda Division, SS, P.W. Dte. invites Online e-Tender WBPWD/EE/MD/SS/NI(e)T-05/2026-27 ID:- 2026_WBPWD_5074550_1 for Construction of Toilet Zone attached to Language Block in Kaliachak College, Malda (Civil Work). Bid Submission Closing Date on 08.10.2026 at 02:00 PM. Intending bidders are requested to visit the website https://wbtenders.gov.in and this office notice board. Sd/- Executive Engineer, Malda Division, Social Sector, P.W. Dte.
ICA-T18143(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W.(Roads) Directorate invites Electronic Quotation No. 03 of 2026-27 of Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division. Name of Work : Supply of ready to use potholes repair material for all weather resilience for rapid maintenance using steel slag road Technology for sustainable road maintenance approved by CSIR-CRRI, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W.(Roads)Dte. Tender ID: 2026_WBPWD_5073989_1. Bid Submission start date (online) on 23.09.2026 from 02.00.00 PM Closing date of Bid Submission on 01.10.2026 up to 02.00 PM. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details may be seen from the following website- http://etender.wb.nic.in Sd/- Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W.(Roads) Directorate
ICA-T18122(3)/2026

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল শ্রী পদু মোহন বড়াইক, পিতা মৃত ধিরীজ বড়াইক, সাকিন উত্তর কামসিং, পোঃ নাওথোয়াতারী, থানা ও জেলা আলিপুরদুয়ার, পিন নং-৭৩৬২০৪, বিগত ইং ১৯/০২/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার রেজিস্ট্রী অফিসে ১৩১৯ নং আমমোক্তার দলিলে আশীষ কুমার ছেত্রী, পিতা মৃত সুব্বা কুমার ছেত্রী, সাকিন উত্তর লতাবাড়ী, পোঃ হ্যামিল্টনগঞ্জ, থানা কালচিনি, জেলা আলিপুরদুয়ার, পিন নং-৭৩৫২১৪ কে আমমোক্তার হিসাবে নিযুক্ত করেন। যাহার অপব্যবহার রুখতে আগামী ইং ২২/১০/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার A.D.S.R অফিসে সেটি বাতিল করা হবে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হচ্ছে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে আগামী ১ এক মাসের মধ্যে উক্ত মোবাইলে যোগাযোগ করিবেন, মোবাইল নং ৯৪৩৪৮ ১২৮৭৫।
স্বদীপ দাস
অ্যাডভোকেট
আলিপুরদুয়ার কোর্ট

সম্পূর্ণ ব্রীজ চ্যানেল স্লীপার নবীকরণ কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৬৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৭-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ২৬-এপি-II-২০২৬। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ফকিরাগ্রাম জংশন-দুবড়ি (এসএল) এবং গৌরীপুর-আলমগঞ্জ (এসএল)-টিবিসিএসআর (এইচ-বীম)- ৬২৬ টি। টেন্ডার রাশিঃ ১,৯৭,৪৭,৫২৩.৭৩/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ২,৩৮,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০৯-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

প্রজেক্ট কনসালট্যান্ট প্রদানের জন্য রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল (আরএফপি)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: সিপিএম-জিএস-এমএলজি-পিসি-২০২৬-০৭আরটি১, তারিখ : ১৯-০৯-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং: সিপিএম-জিএস-এমএলজি-পিসি-২০২৬-০৭আরটি১; ক্রম নং: ১; কাজের নাম: প্রজেক্ট কনসালট্যান্ট (পিসি) প্রদানের জন্য রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল (আরএফপি) "উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে প্রয়োজন অনুযায়ী আরওবি এবং/আরইউবি/এলএইচএস/অন্যান্য স্ট্রাকচার/রোড ডাইভারশন নির্মাণের মাধ্যমে লেভেল ক্রসিং গেট বিলুপ্তকরণের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি ও ডিপিআর প্রস্তুতির পর্যায় থেকে কমপ্রিহেনসিভ কনসালটেন্সি সার্ভিসেস প্রদান ..." ... সময় ১৩-১০-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলার সময় ১৫:৩০ টায়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
সিপিএম/জিএস/এমএলজি/এন.এফ. রেলওয়ে
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণয় চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED NOTICE INVITING 'e' TENDER
NO. WBIW/SE/CE(NE)/NIT-01(e)/2026-27
Tender id :- 2026_IWD_5073860_1 AND 2026_IWD_5073860_2
Tender Id : 2026_IWD_997678_1 to 2026_IWD_997678_11
The Superintending Engineer attached to Chief Engineer, North East, Irrigation & Waterways Directorate invites e-tender for 2 (Two) no of works under the jurisdiction of the Executive Engineer, Alipurduar Irrigation Division at Mech para embankment along the left bank of river Pana and Executive Engineer Coochbehar Irrigation Division at Right bank of River Nenda at Boro Kholishamari area from eligible and resourceful contractors having sufficient, necessary credential and financial capability for execution of works of similar nature. Bid Submission Start Date is on 24th September '2026 from 10:30 A.M. and Bid Submission End Date is on 27th October '2026 upto 11:00 P.M. Amount put to tenders are Rs. 111.83 lakh and Rs. 143.98 lakh respectively. Scheme head:- CSDS. For further details regarding "Scope of work" & "Opening of tenders" Please visit https://tenders.wb.gov.in (direct site) also in departmental website (https://iwd.wb.gov.in) Sd/- Superintending Engineer, Attached to Chief Engineer, North East Irrigation & Waterways Directorate, Club Road, Jalpaiguri e-Mail ID- cenortheastjal@gmail.com
ICA-T18104(3)/2026

৩ ফেজ লোকোমোটিভে ই-৭০ ব্রেক সিস্টেমের বিস্তৃত মেরামত/নবীকরণ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. টিআরএস-এমএলডিটি-০৪এ-২৬-২৭ তারিখঃ ১৯-০৯-২০২৬।
কাজের নাম সহিত ইহার স্থানঃ ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে ডিজেল লোকোমোটিভ শেড, মালদায় ৩- ফেজ ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভের ই-৭০ ব্রেক সিস্টেমের বিস্তৃত মেরামত/নবীকরণের ঠিকা প্রদানের জন্যে যোগ্য ঠিকাদারগণ থেকে টেন্ডার আমন্ত্রণ করা হয়েছে। এলওএ এ প্রাপ্তির এক (০১) বৎসরের ভেতরে কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ ১৫,৫৯,৮৮৩.৩৪ টাকা। বায়না রাশিঃ ৩১,২০০/- টাকা। টেন্ডার জমা করার অন্তিম তারিখ এবং সময়ঃ ১২-১০-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরএস/মালদা টাউন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Cooch Behar Zilla Parishad
Cooch Behar
Notice Inviting Tender (in brief)
The last date of submission of Technical and Financial Bid (Bid Close) is being extended up to 28.09.2026 (up to 18.50 hrs) for the NIT No. WBZP/06/DE-ET/COB/2026-27 (Sl. No. 1-20) except Sl. No. 1 & 3. WBZP/07/DE-ET/COB/2026-27 (Sl. No. 1-20) except Sl. No.1 & 13 and WBZP/08/ DE-ET/COB/2026-27 (Sl. No. 1-19) except Sl. No.14,17 & 19 and for NIT No. WBZP/12/DE-ET/COB/2026-27 (Sl. No. 1-20) last date of submission of Technical and Financial Bid (Bid Close) is extended up to 28.09.2026 14.50 hrs. regarding repair works of roads at various places in this district of Cooch Behar and for details the website **https://tenders.wb.gov.in** may be accessed
Corrigendum Notice vide memo no. 2106 (17)/WBZP/G/DE-ET/COB/2026 dated 14.09.2026 of this office regarding bid capacity of the tenderers for the above noted NIT(s) as well as the NIT No. WBZP/10/ DE-ET/COB/2026-27 (Sl. No. 1-20), WBZP/11/ DE-ET/COB/2026-27 (Sl. No. 1-20) & WBZP/13/ DE-ET/COB/2026-27 (Sl. No. 1-21) will be applicable.
Sd/- Additional Executive Officer
Cooch Behar Zilla Parishad
Cooch Behar

PUBLIC NOTICE: E-AUCTION OF SEIZED SILVER SAND
Memo No.: 2097/DLLRO(MLD)/2026 Dated- 23/09/2026
The District Magistrate, Malda, announces an e-auction for the sale of seized silver sand.
Auction ID: 2026_WB_5829
Auction Date: 06/10/2026
Auction Time: 11:30 PM
E-Auction Portal: https://eauction.gov.in
Location of Material: Bhangatola, Kaliachak- III
Quantity Available: 5,60,700 cft
Prospective bidders are required to register on the e-Auction Portal, submit the requisite Earnest Money Deposit (EMD), and upload valid credentials by 01/10/2026. Comprehensive terms, conditions, and eligibility criteria can be found on both the e-Auction Portal and the Malda District Website https://malda.gov.in.
Sd/-
ADM(LR) &
DL&LRO, Malda
Memo No.: 721(2)/DICO/MLD Dated- 23/09/2026

কোকরাঝাড়ে অতিরিক্ত এফওবি-র ব্যবস্থা
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ৬৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১৭-০৯-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, টেন্ডার নং: ২৫-এপি-II-২০২৬; কাজের নাম: কোকরাঝাড়ে অতিরিক্ত এফওবি-র ব্যবস্থা, কোকরাঝাড়ে (৩এম চওড়া) এবং সালাকাটিতে (১.৮এম চওড়া) বিদ্যমান এফওবি-র সম্প্রসারণ। টেন্ডার মূল্য: ৫,৩৪,০১,৬২৪.৬২/- টাকা; বায়না মূল্য: ১০,৬৮,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৯-১০-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। উপরে উল্লিখিত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৯-১০-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণয় চিত্তে মানুষের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W.(Roads) Directorate invites Electronic Tender Notice No. 08 of 2026-27 of Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division. Name of Work : **1.** Emergent repairing of potholes of Solpara - Rasakhowal Road from 7.00 kmp to 11.00 kmp (in Stretches) under Uttar Dinajpur Highway Division in the district of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5074206_1, Estimated Amount: Rs. 994538.00. **2.** Emergent Repairing of Potholes of Dhantala-Biprit Road from 0.00 km to 0.328 km, 9.10 km to 9.25 km and 12.90 km to 13.00 km (in Stretches) under Uttar Dinajpur Highway Division in the district of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5074206_2, Estimated Amount: Rs. 997486.00. **3.** Emergent Repairing of potholes of Rampur - Chakulia Road from 4.00km to 5.00 km and 7.00 km to 7.33 km (in Stretches) under Uttar Dinajpur Highway Division in the district of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5074206_3, Estimated Amount: Rs. 999926.00. **4.** Emergent Repairing of potholes of Janatahat - Bhulki Road from 3.00km to 5.00 km and 7.00 km to 9.00 km (in Stretches) under Uttar Dinajpur Highway Division in the district of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5074206_4, Estimated Amount: Rs. 998357.00. **5.** Emergent Repairing of potholes of Ramganj Udrail Daspara Road from 0.00km to 7.00 km (in Stretches) under Uttar Dinajpur Highway Division in the district of Uttar Dinajpur. Tender ID: 2026_WBPWD_5074206_5, Estimated Amount: Rs. 990659.00. Bid Submission start date (online) on 23.09.2026 from 14.00 PM, Closing date of Bid Submission on 29.09.2026 upto 14.00 PM. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details may be seen from the following website- http://etender.wb.nic.in Sd/- Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W.(Roads) Directorate
ICA-T18121(3)/2026

কাটিহার মণ্ডলে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/৪৭ অফ ২০২৬ তারিখঃ ১৬-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে ... উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলে পার্কিং স্ট্যাণ্ডের ঠিকা প্রদানের জন্যে ই-নিলাম
কাটিহার মণ্ডলে পার্কিং স্ট্যাণ্ডের ঠিকা প্রদানের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুমোদন প্রদানের শুধু। ক্লিপস/দিনঃ ৩৬৫।

	অক্শন ক্যাটালগ সংখ্যা. বিপিই-পার্কিং	
এনআইটি সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
৫৫/১	এমএলআর-১৯৯-২৬-১ (পার্কিং-মিশ্রিত)	... স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্য পার্কিং লট

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-১০-২০২৬ তারিখে ১০.০০ ঘণ্টায় এবং বন্ধ হবেঃ ১০.৩০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারেন। টেন্ডার বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ত্যাজ্য পুত্র
আমি সুদর্শন বর্মন, আমার পুত্র শ্রী অভিজিৎ বর্মন-কে গত ১৭/০৮/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে ত্যাজ্য পুত্র ঘোষণা করলাম এবং আমার স্থাবর/অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করলাম। (C/123336)

আমি মিন্টু চন্দ্র বনিক, আমার পুত্র হৃদয় বনিক-কে ০৭/০৯/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে ত্যাজ্য পুত্র ঘোষণা করলাম এবং আমার স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির অধিকার থেকেও বঞ্চিত করলাম। (C/123337)

অ্যাফিডেভিট
আমি Sanjib Roy, পিতা Sharat Roy, Resident of Vill : Domari Para, PO : Patkata, PS: Kotwali, Dist : Jalpaiguri. আমার ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড এবং প্যান কার্ডে আমার নাম Sanjib Roy আছে। কিন্তু ভুলবশত: ড্রাইভিং লাইসেন্স (DL NO : WB7620100005798) এ আমার নাম Sanjiv Barman, পিতার নাম S Barman হয়েছে। গত 07/09/2026 জলপাইগুড়ি 1st Class E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Sanjiv Barman এর স্থলে Sanjib Roy ও পিতা S Barman এর স্থলে Sharat Roy হলাম। (C/123913)

আমি Birendra Chandra Ray, পিতা : Chandeswar Ray, গ্রাম : তপসিখাতা, পো: ঘরঘরিয়া হাট, থানা ও জেলা : আলিপুরদুয়ার। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং- WB6920160928501, -এ আমার নাম Birendra Ch Roy উল্লেখ আছে। তাই ২১/০৯/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা Birendra Ch Roy এবং Birendra Chandra Ray একই ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করা হল। (C/123338)

আমি Parna Karjee, স্বামী Anirban Dalui. আমার ছেলের প্রকৃত নাম Amrityangshu Dalui. তার জন্মশংসাপত্র নং - B/2026/1177229 রেজিঃ তাং- 03/07/2026- যেখানে তার নাম Parthiban Dalui নথিবদ্ধ হওয়ায় গত 18-09-26 J.M, তুফানগঞ্জ অ্যাফিডেভিট দ্বারা Parthiban Dalui এবং Amrityangshu Dalui এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলো। গ্রাঃ ও পোঃ-শালবাড়ি, থানা-বক্সিরহাট, জেলা- কোচবিহার।

কর্মখালি
বেতন নগদ 12,000/-, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ির মধ্যে ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড লাগবে, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেসে। M- 9933119446. (C/123568)

Urgent Vacancy in Siliguri Post : Male PT Teacher for Play School Requirement: Good Communication Skill. Age : 22 to 30 years (Male). Salary: 10000/-Month (Annual Increment facility available), Interested Candidates can Contact : 7001224016.

অ্যাফিডেভিট
আমি, মহঃ কালু, পিতা-মৃত মোঃ সাজ্জাদ আলি, গ্রাম- রতনপুর, ডাকঘর-সামসী, থানা- রতুয়া, জেলা-মালদা, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ১৮/০৮/২০২৬ তারিখে চাঁচল, মালদা-র মাননীয় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে শপথপূর্বক সম্পাদিত হলফনামা অনুযায়ী মহঃ কালু এবং মোহাঃ হুসেন আলী মিঞা- এই দুই নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/123907)

আমি Adhir Mondal, S/o- Sudhir Chandra Mondal. আমার ছেলের প্যান কার্ড (No-DPQP-M 4027B)। আধার কার্ড (No-6630 9702 4971) আমার নাম Adhir Mandal থাকায় ও ছেলের জন্ম সংশাপত্রে যার Reg No- 278, Dt. 04/09/1997 ও মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডে Adhir Chandra Mandal থাকায় গত 11/09/26 এ নোটারি পাবলিক গঙ্গারামপুর বুনিয়াদপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Adhir Mandal, Adhir Chandra Mandal থেকে Adhir Mondal করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/123908)

আমি Sampa Sarkar Nag, W/o- Kamal Krishna Sarkar, Vill- Pirojpur, P.O.- Malda P.S. Englishbazar, Dist- Malda. আমার ভোটার কার্ডে (I/D No- WB/07/046/591534) আমার নাম Shampa Sarkar ও আমার স্বামীর নাম Kamal থাকায় গত 21/09/26 এ নোটারি পাবলিক মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Shampa Sarkar থেকে Sampa Sarkar Nag. ও আমার স্বামীর নাম Kamal থেকে Kamal Krishna Sarkar করা হলো যা উভয় যথাক্রমে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/123903)

ভাড়া
1500 Sqft (Approx) space for rent for Bank/Office, Location beside Gurudwara Sevoke road opposite Hotel Gateway Siliguri. M : 8860491538/ 9475131343. (C/123906)

অ্যাফিডেভিট
I Ujwal Sarkar in my son School record erroneously my name mention Ujjal Sarkar vide affidavit on 30.4.25 before Ex. Magistrate Jalpaiguri. I declared that Ujwal Sarkar and Ujjal Sarkar both name are same one identical person. (C/123171)

আমি, Amar Lama S/o Lakpa Lama আমার ছেলের মাধ্যমিক রেজিস্ট্রেশন এবং অ্যাডমিট কার্ডে আমার নাম ভুলবশত Amber Lama উল্লেখ থাকায় গত 21/9/26 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে 1st ক্লাস J.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, Amar Lama এবং Amber Lama উভয় একই ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/123910)

I Malati Rani Mondal W/o Birendra Mondal do hereby declare that my name was incorrectly recorded as Malatirani Mondal in my Pan Card which has now been corrected to Malati Rani Mondal. Both names refers to one and same person as per affidavit by LD. Executive Magistrate, Jalpaiguri on 09.09.2026, No- 28AC 257810. (S/C)

আমি Kamal Krishna Sarkar, Vill-Pirojpur P.O.- Malda, P.S.- Englishbazar, Dist- Malda আমার স্ত্রীর ভোটার কার্ড (Id No- WB/07/046/ 591534) তে আমার নাম Kamal থাকায় গত 19/09/26 এ নোটারি পাবলিক মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Kamal থেকে Kamal Krishna Sarkar করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/123909)

কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ থানার পানিশালা মৌজার J.L নং- 002, L.R. খতিয়ান নং- 981 নাম Putul Das (Roy) নথিভুক্ত আছে। 2/9/26 তুফানগঞ্জ 1st ক্লাস J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে সঠিক নাম Krishna Rani Barman। Krishna Rani Barman ও Putul Das (Roy) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। স্বামী- সঞ্জিত বর্মন, পিতা- গণেশ চন্দ্র দাস, গ্রাম ও পো- ছাট বড়চৌকি, থানা-তুফানগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার। (D/S)

CINEMA সিনেমা
Now Showing at
BISWADEEP
THE PARADISE
*ing : Nani, Sonali Thakur, Mohan Babu
Time : 1.15; 4:15 & 7.15 P.M.

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৩০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৫৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৪৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৪৬৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে
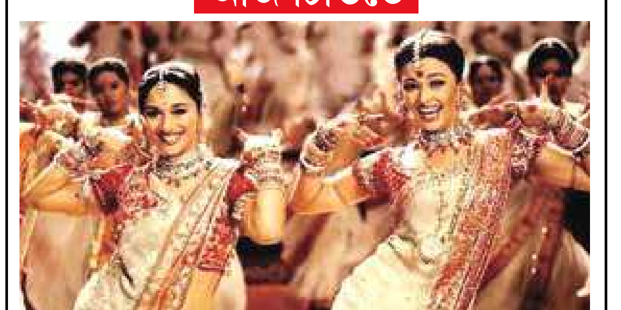
দেবদাস বিকেল ৪.০২ স্টার গোল্ড রোমান্স

সিনেমা
জলসা মুভিজ : সকাল ৮.১৫ বল্লভপুরের রূপকথা, বেলা ১১.১৫ কেলোর কীর্তি, দুপুর ২.৩০ জানেমন, বিকেল ৫.৩০ ম্যাডাম গীতারানি, রাত ৯.১৫ শ্যাডো
কালার্স বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ আপন হল পর, দুপুর ২.০০ বাদশা-দ্য ডন, বিকেল ৫.৩০ নবাব নন্দিনী, রাত ৯.৩০ টোটাল দাদাগিরি
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ মন ময়ূরী, দুপুর ১২.০০ পুত্রবধূ, ২.৩০ সুয়োরানি দুয়োরানি, বিকেল ৫.০০ বন্দি, রাত ৮.০০ অগ্নিপথ, ১০.৩০ মেমসাহেব
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আব্বাজান
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মিষ্টি মধুর
অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.২০ ব্রুস লি দ্য ফাইটার, দুপুর ১.০১ গদর এক প্রেম কথা, বিকেল ৪.৫১ কল্কি টু এইট নাইন এইট এডি, সন্ধে ৭.৩০ মাভীরন, রাত ১০.৪৪ গুড নিউজ
স্টার গোল্ড : সকাল ১০.৪৬ খট্টা মিঠা, দুপুর ১.৪৪ মেগা স্টার গড ফাদার, বিকেল ৪.৫৬ সানি সংস্কারি কি তুলসী কুমারী, সন্ধে ৭.৫০ মর্গান, রাত ১০.৩১ সন অফ সর্দার
স্টার গোল্ড রোমান্স : সকাল ৯.৪৩ মুঝসে শাদি করোগি, দুপুর ১.০২ কহিঁ পেয়ার না হো যায়ে, বিকেল ৪.০২ দেবদাস, সন্ধে ৭.৫৫ হমকো তুমসে পেয়ার হ্যায়, রাত ১০.৩৮ ধুম-টু

ওয়াইল্ড তানজানিয়া সন্ধে ৭.০৬ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

দূরদর্শন কেন্দ্র শান্তিনিকেতন নিবেদিত ঝংকার রাত ৮.৩০ ডিডি বাংলা

জানেমন দুপুর ২.৩০ জলসা মুভিজ

আজকের দিনটি
শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসার কারণে দূরবর্তী স্থানে যেতে হতে পারে। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি লাভ। বৃষ : মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। গবেষক ও চিকিৎসকের জন্য শুভ। মিথুন : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় চাকরিক্ষেত্রে উন্নতি। ক্রীড়াজগতের ব্যক্তিরা নতুন সুযোগ পাবেন। কর্কট : সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ। বাবার সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে মতানৈক্য। সিংহ : অন্যায়কারীকে সমর্থন করে সমস্যায়। প্রিয় কোনও ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। কন্যা : কর্মক্ষেত্রে কোনও কাজের কারণে আইনি পরামর্শ গ্রহণ করতে হতে পারে। শিক্ষার্থীরা সফল হবেন। তুলা : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের মীমাংসা হতে পারে। শত্রুরা পরাজিত হবে। পেটের সংক্রমণে ভোগান্তি। বৃশ্চিক : সঞ্চয়ের উপযোগিতা বুঝতে পারবেন। দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। কন্যার বিবাহ স্থির হতে পারে। ধনু : জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে আনন্দলাভ। কোনও নতুন কাজের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। মকর : কর্মসূত্রে দূরে যাত্রা। সংসারে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দলাভ। সাহিত্যিকদের শুভ দিন। কুম্ভ : হঠাৎ কোনও নতুন কাজে যোগ দিতে পারেন। একাধিক সূত্রে আয় হতে পারে। মীন : বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। ব্যবসায় মন্দাভাব থাকবে। নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকুন।

দিনপঞ্জি
শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৬ আশ্বিন, ১৪৩৩, ভাঃ ২ আশ্বিন, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ৬ আহিন, সংবৎ ১৩ ভাদ্রপদ সুদি, ১২ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।২৯, অঃ ৫।৩০। বৃহস্পতিবার, ত্রয়োদশী রাত্রি ১০।৩। ধনিষ্ঠানক্ষত্র দিবা ১০।২৭। ধৃতিযোগ অপরাহ্ণ ৪।৫৬। কৌলবকরণ দিবা ৯।৪০ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১০।৩ গতে গরকরণ। জন্মে-কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১০।২৭ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী-দক্ষিণে, রাত্রি ১০।৩ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ২।৩০ গতে ৫।৩০ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩০ গতে ১।০ মধ্যে। যাত্রা-মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ২।৩০ গতে যাত্রা নাই, রাত্রি ৭।৪৪ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১০।৩ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম-দিবা ২।৩০ মধ্যে সাধভক্ষণ নামকরণ অন্নপ্রাশন দেবতাগঠন কম্পিউটার চালন ও নির্মাণ, দিবা ১০।২৭ মধ্যে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) নববস্ত্রপরিধান, দিবা ১০।২৭ গতে ২।৩০ মধ্যে বৃক্ষাদিরোপণ, রাত্রি ৭।৪৪ গতে ১০।৩ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্বাহ্ণ ৯।৩০ মধ্যে গোস্বামীমতে শ্রবণাদ্বাদশীব্রতের পারণ ও বিজয়ামহাদ্বাদশীব্রতের পারণ। অদ্য হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত শ্রীশ্রীদেবীর ধূননযাত্রা। শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের শহীদ দিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৮ মধ্যে ও ১।১৯ গতে ২।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।০ গতে ৯।১৯ মধ্যে ও ১১।৪৮ গতে ৩।৭ মধ্যে ও ৩।৫৬ গতে ৫।২৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৪,৮২৮.২৫ (+২৯৯.১৭)
নিফটি : ২৩,৪৪৬.৮০ (+১১৭.৮০)

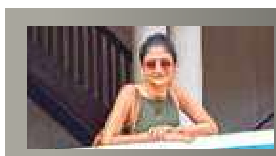

যাঁর খবরে দেশজুড়ে শোরগোল

রিতিকা চোপড়া। দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের রেসিডেন্ট এডিটর। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের একনায়কতন্ত্রের খবর প্রকাশ্যে আনার কারিগর তিনিই।

ভোট চুরি ভারতের জনগণের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ। বিজেপি, আরএসএস এবং নির্বাচন কমিশন দেশদ্রোহিতামূলক কাজ করেছে। -রাহুল গান্ধি

আমার প্রথম দাবি, জ্ঞানেশ কুমারকে গ্রেপ্তার করতে হবে। সরকারের তরফে যাঁরা মদতদাতা তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে হবে। -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

শিলিগুড়ি ৬ আশ্বিন ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 24 September 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 128

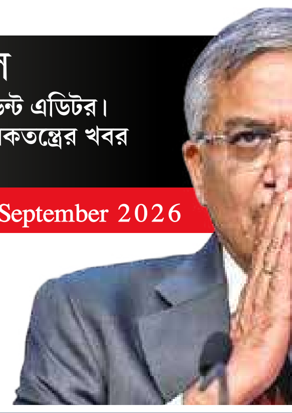

নির্বাচন কমিশনে
গৃহযুদ্ধ

১০ মাসে সান্ধু, যোশির ১৪ আপত্তি অগ্রাহ্য

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : কার্যত সদর দপ্তরে কামান দাগা। ভোটার তালিকার সংশোধনী নিয়ে শুধু প্রশ্ন নয়, অভিযোগ নির্বাচনের কমিশনের অন্দরেই। কমিশনের সেই ঘরোয়া কলহের ছবি স্পষ্ট হয়েছে সর্বভারতীয় একটি সংবাদমাধ্যমের অন্তর্তদন্তমূলক প্রতিবেদনে। যা থেকে বেআব্রু হয়েছে যে, কমিশনের সবকিছু ঠিকঠাক চলছে না। কমিশনের সব পদক্ষেপে সায় নেই দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক যোশির।

অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের আপত্তিতে কমিশন কান দেয়নি বলে ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১০ মাসে অন্তত ১৪ বার আপত্তি জানিয়েছিলেন সিন্ধু ও যোশি। এমনকি একদিনে চারবার আপত্তি জানানোর ঘটনাও আছে। তাতেও কমিশন ছিল নট নড়নচড়ন। নিজের খেয়ালখুশিমতো কমিশন চলেছে বলে অভিযোগ। মূলত মুখ্য নির্বাচনি কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের একক ইচ্ছেতেই সমস্ত কাজ হয়েছে বলে প্রতিবেদনটি স্পষ্ট করেছে।

আপত্তিগুলির মধ্যে ছিল ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিও। প্রতিবেদনটিতে দুই কমিশনারের বক্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুরো এসআইআর প্রক্রিয়ায় তাঁদের অন্ধকারে রাখা হয়েছে। ভোটার তালিকায় নতুন নাম সংযোজন বা বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়ায় তাঁদের কিছুই জানানো হয়নি। নতুন ভোটারের নাম তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে কমিশনের একটি সিদ্ধান্ত ওই দুই নির্বাচনি কমিশনারের মতে ছিল 'অবৈধ ও অননুমোদিত।'

প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর দেশজুড়ে প্রবল হইচইয়ের মুখে অস্বস্তিতে পড়ে তড়িঘড়ি কমিশনের তরফে প্রেস বিবৃতি দিয়ে সাফাই দেওয়া হয়েছে, 'যে কোনও প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মতপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। লিখিত নোট, পর্যবেক্ষণ, প্রযুক্তিগত পরামর্শ এবং অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য রক্ষা করা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।' বিবৃতিতে কমিশন দাবি করেছে, বিভিন্ন বিষয়ে নির্বাচন কমিশনারদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে।

রাতে ককরোচ জনতা পার্টির কোকনভেনার সৌরভ দাসের একটি এক্স পোস্ট ঘিরে তোলপাড় শুরু হয়েছে। সৌরভ লিখেছেন,অত্যন্ত উদ্বেগজনক তথ্য সামনে আসছে। দুই নির্বাচন কমিশনারের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর জন্য শাসকগোষ্ঠীর তরফে সিবিআই এবং ইডি- দুই সংস্থার উপরই চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করে এই প্রতিবেদনকে স্পষ্টভাবে খারিজ ও ভিত্তিহীন বলে ঘোষণা করার চাপও দেওয়া হচ্ছে।

এসআইআর-এ কোটি কোটি ভোটারের নাম বাদ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এনিয়ে এতদিন বিরোধী শিবির আপত্তি তুলেছিল। এবার জানা গেল, এসআইআর-এ এভাবে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া নিয়ে কমিশনের অন্দরেও প্রবল মতবিরোধ ছিল। প্রতিবেদন অনুযায়ী দুই কমিশনার

এরপর ছয়ের পাতায়

কমিশনের অনুমোদন নিয়ে প্রশ্ন

- কমিশনের অনুমোদন ছাড়াই চিঠি, নির্দেশ ও সরকারি যোগাযোগ জারির অভিযোগ

ফর্ম-৬ বদল নিয়ে আপত্তি

- নতুন ভোটারদের ফর্ম-৬-এ পরিবর্তনকে 'অননুমোদিত ও বেআইনি' বলে আপত্তি

ভোটার তালিকার তথ্যভাণ্ডার নিয়ে উদ্বেগ

- ভোটার তালিকার তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থার ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয়করণ এবং মাঠপর্যায়ের আধিকারিকদের প্রবেশাধিকার নিয়ে প্রশ্ন

কাজের দায়িত্ব বণ্টন নিয়েও বিরোধ

- কমিশনারদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই কাজের দায়িত্ব বদলের অভিযোগ; পরে সেই নির্দেশ প্রত্যাহার করা হয়

জ্ঞানেশকে গ্রেপ্তারের দাবি, সরব বিরোধীরা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : নির্বাচন কমিশনের অন্দরে বিদ্রোহের ঝড়কে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে মরিয়া বিরোধীরা। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে কোণঠাসা করার কৌশল স্থির করতে বুধবার সকাল থেকেই 'ইন্ডিয়া' জোটের শরিক দলগুলির আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে। নয়াদিল্লিতে জোটের শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে বড় বৈঠক আয়োজনের পরিকল্পনা চলছে। যে বৈঠকে তৃণমূলের কালীঘাট শিবিরের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতে পারেন।

সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক যোশির সঙ্গে কমিশনের বিরোধের তথ্য সামনে আসার পরপর শুরু হয়ে যায় বিরোধীদের তৎপরতা। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ভিডিও বার্তায় বলেন, 'আমি নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচনি আধিকারিকদের সাফ জানিয়ে দিতে চাই, আপনারা যা করছেন, ভুল করছেন। এটা রাজদ্রোহ। আমরা আপনাদের ধরবোই। কেউ বাঁচাতে পারবে না।'

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, 'মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়েছেন জ্ঞানেশ কুমার। আপনাকে ইমপিচমেন্ট নয়, গ্রেপ্তার করতে হবে।' ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন বাতিল করে পুনর্নির্বাচনের দাবি তুলেছেন তিনি। মমতার ভাষায়, 'বাংলার ভোট লুট করা হয়েছে। আমাদের ভোট ফিরিয়ে দিন। আমরা স্বাধীনতা পেয়েও পরাধীন।' যে যে রাজ্যে এসআইআর-এর পর ভোট হয়েছে, সেখানে পুনর্নির্বাচনের দাবি তোলেন তিনি।

এই বিতর্কে জড়িয়েছে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিক সীমা খান্নার নাম।

এরপর ছয়ের পাতায়

পুলিশেই ১৬ হাজার নিয়োগ

মার্চের মধ্যে দেড় লক্ষ শূন্যপদ পূরণ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : পুজোর মুখে সুখবর তরুণ প্রজন্মের। প্রায় দেড় লক্ষ সরকারি চাকরিতে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য মন্ত্রীসভা। পুলিশ সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে মোট ১ লক্ষ ৫১ হাজার শূন্যপদে ওই নিয়োগ হবে মার্চ মাসের মধ্যে। নবান্নে বুধবার মন্ত্রীসভার বৈঠকে ওই সিদ্ধান্ত অনুমোদনের পর উৎসবের মরশুম শুরু হওয়ার আগেই নিয়োগের রূপরেখা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে প্রতিটি দপ্তরকে দ্রুত কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

SUBHAM HOSPITAL
বুকে ব্যথা? হার্টের সমস্যা নয় তো?
এনজিওগ্রাফি • এনজিওপ্লাস্টি
পেসমেকার প্রতিস্থাপন
98005 22229 / 81700 54106

মন্ত্রীসভার বৈঠকে কর্মসংস্থান ও শিল্পায়নে জোর দিয়ে প্রশাসনিক কাজে গতি ফেরানোর বার্তা দেওয়া হয়েছে। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে অগ্রাধিকার পাচ্ছে পুলিশ। মন্ত্রীসভার ছাড়পত্র অনুযায়ী, রাজ্য পুলিশে ১২ হাজার এবং কলকাতা পুলিশে ৪ হাজার কর্মী নিয়োগ করা হবে। অন্যান্য প্রতিটি সরকারি দপ্তরে ৫ থেকে ৭ হাজার শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যমাত্রা আছে।

মন্ত্রীসভার বৈঠকে সতীর্থদের উদ্দেশে শুভেন্দু অধিকারী জানান, তৃণমূল সরকারের আমলের হতশ্রী অবস্থা বদলাতে রাজ্যে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানে সদর্থক পদক্ষেপ করা জরুরি। বেকারদের মুখে হাসি ফোটাতে এবং বিভিন্ন দপ্তরে শূন্যপদ পূরণ করে কাজের গতি ফিরিয়ে আনতে দ্রুত নিয়োগের নির্দেশ দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, সরকারি স্তরে স্বচ্ছ নিয়োগ ও রাজ্যে শিল্পস্থাপনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে পারলে সার্বিক পরিস্থিতির বদল ঘটানো সম্ভব।

সরকার স্বীকৃত আরও ২৫০টি বেসরকারি মাদ্রাসাকে পাকাপাকিভাবে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তও বুধবার সরকার নিয়েছে। তবে পড়ুয়াদের পঠনপাঠনে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে,

এরপর ছয়ের পাতায়

শারদ-সুর

মৃন্ময়ী।। রোদে শুকোতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মায়ের মুখ। নদিয়ায় বুধবার। -পিটিআই

মহাকাল মন্দিরের বদলে যোগকেন্দ্র

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : ভোটের প্রচারে বিজেপির স্লোগান ধার করে বলা যায়, শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির আউট, যোগকেন্দ্র ইন।

পরিকল্পনা ছিল দেশের অন্যতম উঁচু মহাকাল মন্দির তৈরি করার। তার শিলান্যাসও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই জমিতে আর মন্দির হচ্ছে না। মাটিগাড়ার কাছে উত্তরায়ণ উপনগরীর উলটোদিকের সেই জমিতেই এবার তৈরি হবে 'মহাকাল যোগ সেন্টার'। প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত মহাকাল মন্দির প্রকল্পের অনুমোদন বাতিল করে নতুন এই পরিকল্পনা নিয়েছে বর্তমান বিজেপি সরকার। পুজোর পরেই কাজ শুরু হতে পারে।

বুধবার রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বাকি মন্ত্রীদের সামনে মহাকাল মন্দিরের পরিবর্তে যোগকেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্তের কথা জানান। তবে মন্দির না হলেও সেখানে বিশাল শিবের মূর্তি থাকবে বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যের অর্থ এবং পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, 'মহাকাল মন্দিরের স্থানে মহাকাল যোগ সেন্টার করা হবে। উন্মুক্ত পরিবেশে যোগাসন করতে পারবেন সাধারণ মানুষ। পুজোর পরে কাজ শুরু করার চিন্তাভাবনা রয়েছে।'

প্রশাসন সূত্রে খবর, যোগকেন্দ্র তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আয়ুষমন্ত্রককে। একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা প্রকল্পটি করবে। সেই কেন্দ্রে থাকবে যোগাসনের অফিস। একসঙ্গে কয়েকশো মানুষ সেখানে যোগব্যায়াম শিখতে পারবেন। বিশাল শিবের মূর্তির সামনে যোগাসনের ব্যবস্থাও থাকবে। পাশাপাশি এলাকাটিকে গাছপালা দিয়ে সাজিয়ে শান্ত, ছায়াঘেরা পরিবেশ তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে।

শুধু যোগ নয়, আয়ুর্বেদ চিকিৎসারও পরিকল্পনা রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। যোগ সেন্টারের পাশেই আয়ুষমন্ত্রক উত্তরবঙ্গে তাদের হেড অফিস খুলতে পারে। সেখানে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে। আর তা হলে উত্তরবঙ্গে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার পরিকাঠামোয় নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

এরপর ছয়ের পাতায়

প্রস্তাবিত মহাকাল মন্দিরের নকশা ছিল এমনই।

কংগ্রেসে ঘর ওয়াপসি চান শংকর

স্বরূপ বিশ্বাস ও সাগর বাগচী

কলকাতা ও শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরালে পাজি! রাজনীতির ময়দানে এই প্রবাদ বরাবর খাটে। বিশেষ করে দলবদলের সময় এলেই পুরোনো দলকে নেতারা গালমন্দ করতে ছাড়েন না। তৃণমূলের প্রতীকে জিতে বিধায়ক হওয়ার জন্য গত বছর জুন মাসে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ শংকর মালাকার। কিন্তু বিধানসভা ভোটে হেরে এবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে শংকর ফের কংগ্রেসে ফিরতে চাইছেন। শংকরের দাবি, তিনি ইতিমধ্যে কংগ্রেসের জাতীয় ও প্রদেশ নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে যোগদানের বিষয়টি পাকাপাকি করে ফেলেছেন।

তাঁর কংগ্রেসে যোগদানের বিষয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে কিছু জানানো হয়নি বলে

- গত বছর জুন মাসে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন শংকর মালাকার
- তৃণমূলের হয়ে বিধানসভা ভোটে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি আসনে দাঁড়িয়ে তিনি হেরে যান
- শংকরের কংগ্রেসে ফেরার বিষয়ে কিছু জানেন না দলের বর্তমান জেলা সভাপতি

জানিয়েছেন দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুবীন ভৌমিক। এদিকে, শংকর মালাকারের ফের কংগ্রেসে যোগদান করার ইচ্ছেপ্রকাশ নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাক্তন কাউন্সিলার সুজয় ঘটক। সুজয়ের কথায়, 'দলে একজন ঢুকলেও আমরা খুশি। কিন্তু সেই ব্যক্তির বিশ্বাসযোগ্যতা কতটা রয়েছে, তা নিয়ে ভাবতে হবে। দেখতে হবে, সেই ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতা। দল যখন খারাপ সময়ে ছিল, তখন শংকর মালাকার কংগ্রেসকে গালাগাল করে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। ওঁর কৃতকর্ম যেন দলের মাথায় থাকে।'

উত্তরবঙ্গের পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদদের মধ্যে শংকর মালাকার অন্যতম। বিধানসভা ভোটে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি আসনে তৃণমূলের হয়ে লড়াই করে তিনি পরাজিত হন। এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কিছুটা সুস্থ হতেই শংকর ফের পুরোনো দলে ফেরার জন্য কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। এমনকি কংগ্রেস তাঁকে দলে নিলে ফের হাত শিবিরের হয়ে ভোটে দাঁড়ানোর বিষয়ে শংকর ভাবনাচিন্তা করবেন বলেও জানিয়েছেন। শংকরের কথায়, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কোনও ক্ষোভ নেই। কিন্তু তৃণমূলের কাজকর্মের প্রতি ক্ষোভ ছিল। অযোগ্যদের দলের ও সরকারি সংস্থার মাথায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেসে ফিরে মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। কংগ্রেসে যোগদানের পর ফের যদি আমাকে দল ভোটে দাঁড় করায়, তা নিয়ে ভেবে দেখব।'

এরপর ছয়ের পাতায়

তবু অনন্ত জাগে...

উমা আসছে। চারপাশে যতই থাকুক অন্ধকার, যতই জমে থাকুক উদ্বেগ আর যন্ত্রণা, তার আসার খবরেই যেন বদলে যায় উত্তরবঙ্গের বাতাস। কাশফুল দোলে, শিউলি ঝরে। সব দুঃখকে একটু পাশে সরিয়ে তাই গোটা উত্তরবঙ্গ অপেক্ষা করে উমার। সেই অপেক্ষা, সেই বদলে যাওয়া দিনগুলোর গল্পই বলবে 'পুজোর গন্ধ এসেছে'।

ধ্বংসের পলিতে কাশফুলের দোলা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

গোটানো গামছা পরনে হাঁটু গেড়ে বসে এক প্রান্তিক চাষি কাদামাখা হাতে আকুল হয়ে পচে যাওয়া পাটকাঠি থেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছেন সোনালি আঁশ। তাঁর মুখমণ্ডলের ছবি এবং আঙুলের প্রতিটি টানে ফুটে উঠছে বন্যার গ্রাস থেকে শেষ সম্বলটুকু বাঁচানোর আকুল মিনতি ও বেঁচে থাকার অদম্য লড়াই। তাঁর ঠিক পেছনেই থইথই করছে বন্যার ঘোলা জল। এক রাক্ষুসে নদী যা তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে গিলে খেতে চেয়েছিল ভূতনির চরের ঘরবাড়ি ও চাষের জমি। সেই ঘোলাটে জলের কোল ঘেঁষেই ফুটেছে কাশফুল, শরতের হাওয়ায় উদাস ভঙ্গিতে দোলা দিচ্ছে। একই ক্যানভাসে একদিকে ধ্বংসের করুণ হাহাকার এবং প্রকৃতির সঙ্গে টিকে থাকার লড়াই, অন্যদিকে আশার আলোকবর্তিকা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কাশফুলের দোলা, এটাই ভূতনির চরের আসল প্রতিচ্ছবি। পলিমাটির যন্ত্রণা যতই গভীর হোক না কেন, জীবনের জয়যাত্রাকে স্তব্ধ করা যায় না। প্রকৃতির এই নিদারুণ পরিহাস আর অপার সৌন্দর্যের অদ্ভুত বৈপরীত্যের মাঝে ধ্বংসের শেষ সীমানায় দাঁড়িয়েও সৃষ্টির গান গাইছেন ভূতনিবাসী।

ভূতনিজুড়ে এখন শুধুই ধ্বংসের নির্লিপ্ত প্রামাণ্যচিত্র। যতদূর চোখ যায়, এখনও থইথই করছে বানের জল। বহু মানুষের সাজানো সংসার এখনও জলের তলায় নিশ্চুপে কাঁদছে। যে বাড়িগুলো থেকে জল নেমেছে, নদী সেখানে অভিশাপের মতো রেখে গিয়েছে পলিমাটির পুরু আস্তরণ। খাবার নেই, পরিস্রুত পানীয় জলের হাহাকার চলছে। কোথাও আধা-ভাঙা দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে অতীতের কঙ্কাল হয়ে, তো কোথাও অন্যের বাড়ির ছাদে অস্থায়ী ত্রিপল খাটিয়ে রাত জাগছে সর্বস্বান্ত পরিবারগুলো।

মাথা তুলেছে কাশ, পাশেই পাটের আঁশ ছাড়াচ্ছেন এক চাষি। ভূতনিতে বুধবার।

নদীর বাঁধের উপর দিয়ে হাঁটলে চোখে পড়বে এক নিদারুণ দৃশ্য, মাথা গোঁজার ঠাঁই হিসেবে সারি সারি কালো প্লাস্টিকের ছাউনি। সেখানেই শয়ে-শয়ে পরিবারের মানবেতর দিনযাপন। কিন্তু প্রকৃতির অদ্ভুত নিয়মে এসবের মাঝেও প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে শরতের হাওয়া। বুকফাটা কান্নার মাঝেও তাই দেবী দুর্গার আবাহনের সানাই বেজেছে ভূতনিতে।

সাহেবরামটোলার মন্দির চাতাল এখনও জলকাদায় পরিপূর্ণ। কিন্তু তাতে কী! পুজোর প্রস্তুতির কোনও খামতি নেই। গ্রামের মানুষ একজোট হয়ে চাঁদা তোলা থেকে শুরু করে পুজোর সমস্ত পরিকল্পনা ছকে ফেলেছেন। সাহেবরামটোলার পাশেই কিষানপুর। সেখানে গেলে মনে হবে, যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুপুরীর বুকে দাঁড়িয়ে কেউ জীবনের জয়গান গাইছে। বাঁধের উপর সারিবদ্ধ প্লাস্টিকের অস্থায়ী ছাউনির ঠিক মাঝখানেই একটি জায়গায় তৈরি হচ্ছে দুর্গতিনাশিনী দেবীর মূর্তি। রতুয়ার কাহালা-হরিপুরের শিল্পী নীলকুমার মণ্ডল আপন মনে খড় আর বাঁশ দিয়ে দেবী প্রতিমার কাঠামো বাঁধছেন। আগে যিনি মূর্তি গড়তেন তিনি প্রয়াত হয়েছেন, তাই এবার দায়িত্ব নীলকুমারের কাঁধে। তাঁর কথায় মিশে আছে এক অদ্ভুত বৈরাগ্য, 'কমিটি টাকা দিতে পারবে কি না, তা জানি না। তবে পুজো যাতে বন্ধ না হয় তাই আমি মূর্তি বানাতে রাজি হয়েছি।' শিল্পের প্রতি, মায়ের প্রতি এই যে নিঃস্বার্থ ভক্তি, একেই বোধহয় আসল আবাহন বলা যায়।

কিষানপুর বাঁধপাড়ার বাসিন্দা বুধিয়া বাগদির ঘরবাড়ি সব জলে ডুবে গিয়েছে। এখন বাঁধের উপর প্লাস্টিকের নীচেই তাঁর সংসার। কিন্তু তাঁর চোখে কোনও হতাশা নেই, আছে এক অদম্য জেদ। তিনি বলেন, 'পুজোতে ওই ছাউনিতেই থাকতে হবে। তবে যত কষ্টই হোক, আমরা পুজো করবই।

এরপর ছয়ের পাতায়

জিটিএ-তে কাল উন্নয়ন-বৈঠক

রাজ্যে পালাবদলের পর প্রথমবার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : মুখ্যমন্ত্রীর পাহাড় সফরের আগেই উন্নয়নের কাজে ঝাঁপাতে চাইছে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। দীর্ঘ প্রায় এক বছর পর আগামী শুক্রবার প্রশাসকের নেতৃত্বাধীন জিটিএ-তে বৈঠক বসছে। বৈঠকে জিটিএ-র ইস্তফা না দেওয়া সভাসদরাও আমন্ত্রণ পেয়েছেন। বৈঠকে পার্বত্য ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট থেকে শুরু করে পাহাড়ের তিন বিধায়ক এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। এই বৈঠক থেকে পাহাড়ের উন্নয়নের বিভিন্ন প্রস্তাব নেওয়া হবে।

অনীত থাপার নেতৃত্বাধীন জিটিএ-তে গত বছরের অক্টোবর মাসে পূর্ণাঙ্গ বোর্ডের বৈঠক হয়েছিল। তারপর থেকেই বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিতে নেমে পড়ে সব রাজনৈতিক দল। নির্বাচনে ভরাডুবির পরে অনীত থাপা জিটিএ-র চিফ এগজিকিউটিভের পাশাপাশি সভাসদ পদ থেকেও ইস্তফা দেন। কিন্তু অনীতের পার্টির বেশকিছু সভাসদ সহ বিরোধী কোনও সভাসদ ইস্তফা দেননি। তবে রাজ্য সরকারও নতুন করে বোর্ড গঠনের দিকে এগোয়নি। ফলে পাহাড়ের উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। নতুন সরকার হওয়ার পরে মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ের উন্নয়নে আর্থিক বরাদ্দ দ্বিগুণ করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। এরই সঙ্গে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরও পাহাড়ের উন্নয়নে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা খরচ করতে রাজি হয়। কিন্তু জিটিএ-তে বোর্ড না থাকায় সেখানকার উন্নয়নের প্রস্তাব নেওয়া, সেগুলির ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি করে পাঠানোর প্রক্রিয়াই হয়নি।

গত ৭ সেপ্টেম্বর জিটিএ-র প্রধান সচিব স্মৃতিরঞ্জন মোহান্তিকে প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছে রাজ্য সরকার। ৮ সেপ্টেম্বর কালিম্পং জেলাকে নিয়ে ভার্চুয়াল প্রশাসনিক সভায় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, পাহাড়ের উন্নয়ন যাতে দ্রুততার সঙ্গে শুরু করা যায়, সেইজন্য প্রশাসক বসানো হয়েছে। পার্বত্য এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামাকে পাহাড়ের বিষয়গুলি দেখার জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানকার

- লালকুঠিতে বৈঠকে ডাক পেয়েছেন জিটিএ-র প্রায় ৩০ জন সভাসদ
- অনীতের দলের পদত্যাগ না করা সভাসদদেরও বৈঠকে ডাক
- বৈঠকে থাকবেন সাংসদ, রাজ্যের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও পাহাড়ের তিন বিধায়ক

> **দীর্ঘদিন ধরে এখানকার উন্নয়ন থমকে রয়েছে। বেশকিছু উন্নয়নমূলক কাজের প্রস্তাব রয়েছে, বৈঠকে সেগুলি জমা দেব।**
>
> **নমন রাই** বিধায়ক দার্জিলিং

সাংসদ, তিন বিধায়ক এবং জিটিএ-র সভাসদদের নিয়ে তাঁরা দ্রুত উন্নয়নের কাজ শুরু করে দেবেন।

আগামী ৭ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী দার্জিলিংয়ে আসবেন। তার আগেই জিটিএ-র বৈঠক করে কাজে নেমে পড়ার জন্য সভা ডাকার প্রস্তুতি শুরু হয়। প্রতিমন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়কদের কাছ থেকে সময় নিয়ে ২৫ সেপ্টেম্বর বৈঠকের দিন স্থির হয়েছে। জিটিএ সূত্রে খবর, শুক্রবার বেলা ১২টায় লালকুঠিতে এই বৈঠকে জিটিএ-র প্রায় ৩০ জন সভাসদ ডাক পেয়েছেন। সেই তালিকায় অনীত থাপার দলের বেশকিছু সভাসদও রয়েছেন। জিটিএ-র প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশ চৌহানের বক্তব্য, 'আমরা জিটিএ থেকে পদত্যাগ করিনি, তাই বৈঠকে ডাকা হয়েছে। পাহাড়ের উন্নয়নের স্বার্থে বৈঠকে যাব।'

ওই বৈঠক থেকে পাহাড়ের স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি বেশকিছু উন্নয়নমূলক কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এর মধ্যে দ্রুততার সঙ্গে পাহাড়ের সমস্ত রাস্তাঘাটের সংস্কার ও মজবুতিকরণ এবং যানজট সমস্যা মেটাতে মাল্টিস্টোরেজ পার্কিং লট তৈরি করার সিদ্ধান্ত হতে পারে।

দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নমন রাই বলেছেন, জিটিএ-র তরফে টেলিফোনে বৈঠকের আমন্ত্রণ পেয়েছি, সরকারি চিঠি আসেনি। হয়তো বৃহস্পতিবার পেয়ে যাব। তাঁর বক্তব্য, 'দীর্ঘদিন ধরে এখানকার উন্নয়ন থমকে রয়েছে। বেশকিছু উন্নয়নমূলক কাজের প্রস্তাব রয়েছে, বৈঠকে সেগুলি জমা দেব।'

মোষ পাচারের ছক বানচাল

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : গাড়ির ভিতর গোপন বাংকার বানিয়ে মোষ পাচারের ছক বানচাল করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ। মাদাতি টোল প্লাজায় নাকা চেকিং চলাকালীন চোপড়ার দিক থেকে আসা অসম নম্বরের যোলো চাকা লরিকে আটক করা হয়। ওই লরিতে তল্লাশি চালাতেই চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের। দেখা যায়, গাড়ির ভিতর বিশেষভাবে অস্থায়ী একটি বাংকার তৈরি করে লুকিয়ে রাখা হয়েছে ১৫টি মোষ। মোষগুলি উদ্ধার করার পাশাপাশি ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম মোশারফ হক, আমিনুল হক এবং হাফিজুর খান। প্রত্যেকে অসমের বরপেটা জেলার বাসিন্দা।

মোষগুলি খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। ধৃতদের বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

সরকারি স্কুলে প্রোজেক্টর

বাগডোগরা, ২৩ সেপ্টেম্বর : গ্রামীণ সরকারি স্কুলগুলির ছেলেমেয়েরা যাতে বঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল ক্লাসরুম তৈরির প্রচেষ্টা শুরু করল নিড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। বুধবার বাঘাজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে একটি প্রোজেক্টর দেওয়া হয়েছে। এদিন ডিজিটাল ক্লাসরুম উদ্বোধন অনুষ্ঠান পড়ুয়াদের বন্দে মাতরম গানে শুরু হয়। স্কুলের খুদেরা নাচ ও আবৃত্তি পরিবেশন করে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক দুর্গা মুর্মু। ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তথা পরিবহণ ও অর্থ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের বাবা সুরেন্দ্রনাথ বর্মন। নিডের পক্ষ থেকে সভাপতি পিন্টু ভৌমিক, সম্পাদক বিষ্ণুপদ বিশ্বাস, কোষাধ্যক্ষ কৌশিক দত্ত সহ অন্য সদস্যরাও ছিলেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জীব মণ্ডল সকলকে ধন্যবাদ জানান।

গয়না চুরি, গ্রেপ্তার ২

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : মাটিগাড়া বাজার সংলগ্ন চায়ের দোকান থেকে সোনার গয়না উধাও। অভিযোগ পাওয়া মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সোনা উদ্ধার করল মাটিগাড়া থানার অ্যান্টি ক্রাইম উইং। এ ঘটনায় দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিমলা ঝা নামের এক মহিলা মাটিগাড়া বাজার এলাকায় চায়ের দোকান চালান। প্রতিদিনের মতো গত মঙ্গলবার দোকানের কাজ শুরু করার আগে নিজের সোনার গয়নাগুলি খুলে একটি ব্যাগে রেখে দেন তিনি। এরপর সারাদিন দোকানের কাজ করে রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার সময় ওই ব্যাগটি সঙ্গে নিয়ে বাড়ি যান। বাড়িতে গিয়ে ব্যাগ খুলতেই তিনি দেখতে পান, সোনার গয়নাগুলি নেই। তড়িঘড়ি মাটিগাড়া থানায় এসে পুলিশকে বিষয়টি জানান তিনি।

গতকাল রাত ১২টা নাগাদ এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়। এফআইআর হওয়ার পর মাটিগাড়া থানার অ্যান্টি ক্রাইম উইং তদন্তে নামে। রাত আড়াইটে নাগাদ অভিযান চালিয়ে মাত্র প্রায় দু'ঘণ্টার মধ্যেই নিখোঁজ সোনার গয়না উদ্ধার করা হয়। জানা যায়, ওই মহিলার চায়ের দোকানের ঠিক পিছনেই নির্মাণকাজ চলছিল। সেখানে দুই তরুণ ও দুই মহিলা কাজ করছিলেন। সন্দেহের ভিত্তিতে চারজনকেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের পর রামকুমার বর্মন (২৬) ও শচীন মাঝিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রামকুমার গোকলাজোত পাথর কলোনির বাসিন্দা। অন্যদিকে শচীন মাঝি বর্তমানে গোকলাজোতের কাছে হলদি মিল সংলগ্ন এলাকায় ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। সোনা উদ্ধারের পরই ওই দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিন তাঁদের শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

ঘটনায় আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না এবং সোনার গয়নাগুলি কীভাবে হাতবদল হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

এনজেপি ট্রাফিক গার্ডের অফিসের বাইরে টোটোচালকদের ভিড়।

২০০ টাকা দিয়েও মেলেনি রসিদ

দুই হাজার টোটোর রেজিস্ট্রেশন

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : টোটোর রেজিস্ট্রেশনের নামে চালকদের থেকে ২০০ টাকা করে নেওয়া হলেও, ভেন্ডার সংস্থার তরফে কোনও রসিদ দেওয়া হল না। বুধবার তিনবাত্তি মোড় সংলগ্ন এনজেপি ট্রাফিক গার্ডের অফিসে প্রায় দুই হাজার টোটোর রেজিস্ট্রেশন করা হয়। তারপর চালকদের কিউআর কোড এবং রুট নম্বর লেখা স্টিকার ও পরিচয়পত্র গলায় ঝোলানোর জন্য ফিতেও দেওয়া হয়েছে। পুলিশের তরফে ভেন্ডার সংস্থাকে সেগুলি সরবরাহ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু টোটোচালকরা ২০০ টাকা করে দিলেও রসিদ পাননি। সরকারি কাজের ক্ষেত্রে যখন টাকা নেওয়া হল, তখন বৈধ নথি দেওয়া বাধ্যতামূলক। ফলে প্রশ্ন উঠছে, তা সত্ত্বেও কেন তা করা হল না?

ভেন্ডার সংস্থার এদিকে আজব দাবি। বলা হচ্ছে, টোটোচালকরা রসিদ চান না, তাই দেওয়া হয় না। এদিকে টোটোচালকরা জানাচ্ছেন, যখন টাকা নেওয়া হবে, তখন রসিদ দিতে হবে, সেটাই নিয়ম। কিন্তু ভেন্ডাররা টাকা নিলেও রসিদ দেওয়ার ব্যাপারে কোনও কথা বলা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'পাঁচটি জোনে রেজিস্ট্রেশন করে রুট ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানেও ২০০ টাকা করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু রসিদ দেওয়ার ব্যাপারে কেউ কোনও অভিযোগ করেনি। এদিন শেষ রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হল।' বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক গার্ডের কর্তারা জানামাত্র তৎপর হয়ে ওঠেন। টাকা দিয়ে চালকরা ভেন্ডার সংস্থার কাছ থেকে যেন রসিদ নেন, সেই বিষয়ে সচেতনতামূলক মাইকিং করা হয়। পাশাপাশি পুলিশকর্মীরা ভেন্ডার সংস্থাকেও রসিদ দিতে বলেন।

এনজেপি ও জলপাইগুড়ি ট্রাফিক গার্ড এলাকা মিলিয়ে প্রায় দুই হাজার টোটোকে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়েছে। এদিন এনজেপি ট্রাফিক গার্ডের অফিসে গিয়ে দেখা গেল, টোটোচালকদের লম্বা লাইন। জ্যোতির্ময় কলোনির বাসিন্দা মানিক দাস বললেন, 'টাকা নিলেও কোনও রসিদ পাইনি। ২০০ টাকা দিতে কারও কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু কত টাকা কোন খাতে নেওয়া হল, সেটি তো আমাদের জানার অধিকার রয়েছে।' এদিকে, ভেন্ডার সংস্থার কর্মীদের রসিদ না দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করতেই তাঁরা ঘাবড়ে যান। আজগর আলি নামে এক ব্যক্তি বলেন, 'কারও রসিদ প্রয়োজন হলে দেব।'

সূর্য সেন কলোনির বাসিন্দা নরেশ কুমার রেজিস্ট্রেশনের জন্য এসেছিলেন এদিন। নরেশের কথায়, 'যে তিনটি জিনিস দেওয়া হয়েছে তার দাম ২০০ টাকা হতে পারে না। অনেকে রসিদ না নিয়েও চলে গিয়েছেন। তবে তা দেওয়া উচিত।'

মাদক সহ ধৃত

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : শিমুলতলার একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২৯৭ গ্রাম মাদক সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সুমঙ্গল বালা। তাঁর কাছ থেকে ছাপ্পান্ন হাজার টাকা এবং একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরে ওই তরুণ এলাকায় মাদক কারবার চালাচ্ছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। সেই সূত্র ধরে এদিন অভিযান চালানো হয়। তরুণকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালাতেই মাদক সহ টাকা বাজেয়াপ্ত হয়। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

অন্যদিকে, ২৬৫ গ্রাম মাদক সহ আরেক তরুণকে গ্রেপ্তার করল গোয়েন্দা বিভাগ। মঙ্গলবার রাতে গোপনে খবর আসে, সন্দেহভাজন এক তরুণ শিবমন্দির এলাকায় ঘোরাঘুরি করছেন। গোয়েন্দা বিভাগের কর্তারা অভিযান চালিয়ে ওই তরুণকে আটক করেন। তল্লাশি চালাতেই ২৬৫ গ্রাম মাদক বাজেয়াপ্ত হয়। ধৃত ওই তরুণের নাম তারিকুল শেখ। তিনি কালিয়াচকের বাসিন্দা। ধৃতকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

চোর পাকড়াও

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : অভিযোগ দায়েরের ১২ ঘণ্টার মধ্যেই চুরি যাওয়া সাইকেল সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃত তরুণের নাম ভবেশ গুরুং। তিনি কালিম্পংয়ের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার রোশনা দীক্ষিত ছেত্রী নামে প্রণামী মন্দির রোডের এক বাসিন্দা একটি অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি অভিযোগ করেন, চলতি মাসের ১৯ তারিখ তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে সাইকেল পার্ক করা ছিল। সেখান থেকেই এক ব্যক্তি রাতের দিকে সাইকেলটি নিয়ে পালিয়ে যায়। তদন্তের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সাইকেলটি উদ্ধার হয়। ধৃতকে এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

আগমনী

পুজো আসার আগে গ্রাম-শহরের বাতাসে বদলে যায় গন্ধ, রং, শব্দ। নতুন জামার টান, কাশফুলের দোলা, ঢাকের অপেক্ষা- সব মিলিয়ে উৎসবের সেই চেনা ডাক। সেই ডাকের নামই 'আগমনী'

ক্লান্তি ভুলে কাজে মন

পুজো বিশ্বকর্মা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : মধ্যাহ্নভোজ বা রাতের খাবার- নেই এখন কোনও নির্দিষ্ট সময়। দম ফেলার ফুরসত না থাকলে ঘুমই বা হবে কী করে! নিয়মের ব্যাঘাতে শরীরে থাবা বসাচ্ছে ক্লান্তি। কিন্তু শরীরের তোয়াক্কা না করেই তাঁরা তৈরি করছেন প্রদীপ, ধুনুচি থেকে ঘট, সরা। ঢাকের কাঠি পড়ার আগেই সমস্ত কাজ শেষ করাই লক্ষ্য। তাই প্রতিমাশিল্পীদের পাশাপাশি পুজোর এই মাটির সামগ্রী প্রস্তুতকারক শিল্পীরাও এখন চরম ব্যস্ত।

শিলিগুড়ি থানার সামনে মাটির জিনিসের দোকান রয়েছে প্রতিমা পালের। দু'বছর আগেও নিজের হাতে প্রদীপ, থালা, ঘট, কলসি, সরা বানাতেন তিনি। কিন্তু খালপাড়া এলাকার পটপরিবর্তন ঘটায় এখন আর সেভাবে তাঁর দোকানে ভিড় জমে না। মাটির জিনিস পোড়ানোর ক্ষেত্রে সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় এমন পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে করেন প্রতিমা। প্রতিমা বলছেন, 'এখন মাটিগাড়া থেকে এই সামগ্রী কিনে এনে তারপর রং করে বিক্রি করতে হয়। আগে নিজের হাতে বানানোর জন্য যে লাভ হত, তা এখন হয় না।'

পুজোর ঘটে রং করছেন মৃৎশিল্পী আশা পাল।

পুজোর সময় এতটা চাপ থাকে যে দোকানে বসেই রঙের কাজ করতে হয় বলে জানান এই কাজের সঙ্গে ৩০ বছর ধরে যুক্ত আশা পাল। পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকায় মাটির পুজোর সামগ্রী বিক্রির ছোট ছোট দোকান গড়ে ওঠায় বর্তমান বাজার নিয়ে আশার বক্তব্য, 'এখন সমতলে যেমন দোকানের সংখ্যা বেড়েছে, তেমনই পাহাড়েও দোকান হয়েছে। ফলে আগের মতো আয় আর হয় না।' সময় বদলে যাওয়ার মাটির সামগ্রীতেও এসেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। সময়কে ধরে রাখার চেষ্টা করছেন হায়দরপাড়া পালপাড়ার বাসিন্দা অঞ্জলি পাল। স্বামীর কাছে মাটির বিভিন্ন জিনিস তৈরির কাজ শিখেছিলেন সত্তরোর্ধ্ব অঞ্জলি। তিনি বলেন, 'একসময় অনেক বেশি এই মাটির জিনিস তৈরি করতাম। বয়সের ভারে এখন তেমনটা পারি না। সামান্য কিছু তৈরি করি, দু'টো টাকার জন্য।' বাবার কাছে কাজ শেখা চয়নপাড়ার নীলম পাল দুপুরে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরে আবার মাটির জিনিস তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। নীলমের বক্তব্য, 'মাটির দাম এখন বেড়েছে। উপকরণের দাম বাড়ায় আগ্রহ হারাচ্ছেন অনেকেই। তাই নিজের লাভ কম রেখেই জিনিস বিক্রি করতে হচ্ছে।'

কেবল মজা।।

আলিপুরদুয়ারে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

দাদাভাই স্পোর্টিংয়ে 'কুপ্রথা'র প্রতিবাদ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : 'প্রথা'র নামে একসময় বিয়ের পর মহিলাদের ওপর চলত অত্যাচার। নিয়ম-নীতির ভয় দেখিয়ে ইচ্ছের বিরুদ্ধেই করিয়ে নেওয়া হত কতকিছু। ঘরে কোনও অঘটন ঘটলেই তা দাগিয়ে দেওয়া হত বাড়ির বৌয়ের কাজের 'পরিণতি' হিসেবে। সময় বদলালেও গ্রামবাংলার কোথাও নারীদের পরিস্থিতি একইরকম থেকে গিয়েছে। এবছর 'দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব'-এর পুজোর থিম সেই 'প্রথা'। গোটা মণ্ডপ ঘুরে দর্শনার্থীদের মনে হবে এ আসলে 'প্রথা' নয়, এটা 'কুপ্রথা'।

বিয়ের রীতি, মণ্ডপের আদল, বর-কনে নিয়েই তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। ৪৫তম বর্ষে এই থিমে জোরকদমে কাজ চলছে ক্লাবের মাঠে।

থিমের ভাবনায় শহরেরই বাসিন্দা দীপঙ্কর দাস। প্রথমবার দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে কাজ করছেন তিনি। দীপঙ্কর বলছিলেন, 'পুরোনো দিনে যে কোনও দোষ বা দায় চাপিয়ে দেওয়া হত বাড়ির বৌয়ের ওপর। যেন তার জন্যই সবকিছু ঘটেছে।' তাই বিয়ের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস পঞ্জিকা মণ্ডপের প্রবেশপথে সাজানো থাকবে। একটি বড়মাপের পঞ্জিকা প্রবেশমুখেই থাকবে। ভেতরে দুটি ভাগ রয়েছে। প্রথম ভাগটি নিস্তব্ধ জায়গা, মণ্ডপের মাঝে একটি পুকুর। পুকুরে বৌ-

থিম আছে থিম নেই

সাজে সিলিকনের ৬ ফুটের মূর্তি এমনভাবে শোয়ানো থাকবে যা দেখে মনে হবে এ এক 'বিসর্জন'। পুকুরপাড়ে তিনধারে ছোট ছোট কয়েক জোড়া পা থাকবে, যা দেখে মনে হবে বহু ভার বইতে বইতে তা রক্তাক্ত। পায়ে থাকবে নূপুর, সাউন্ড সিস্টেমে হালকা নূপুরের আওয়াজে নিস্তব্ধতা ভাঙবে। দুই পাশে বৌয়ের আদলে মডেল তৈরি হবে। পুরোনো প্রথা মেনে সবার মুখ ঘোমটায় ঢাকা থাকবে।

এই অংশের পরেই দুর্গাপ্রতিমা। পুকুরপাড় হয়ে সোজা তাকালে দুর্গামূর্তির মুখ দেখা যাবে। থিমমেকার বলছিলেন, 'সিলিকনের মূর্তিটির চোখ কখনও খুলবে আবার কখনও বন্ধ থাকবে, সাধারণ মানুষের কাছে মৃত হলেও মা দুর্গার কাছে যে তার মেয়ে জীবিতই থাকে সেটা বোঝানো হবে।'

পরের অংশে থাকবে দুর্গামূর্তি। পুরোনো গ্রামীণ বাড়ির আদলে বিয়ের রীতিনীতির ছবি, কলাগাছ, গাছকৌটো, ঝালর দিয়ে ওই অংশ সাজানো হবে। বিয়ের পর মেয়েদের ওপর দোষ চাপানো যে আদপে কুপ্রথা তা দর্শনার্থীরা মণ্ডপে বুঝবেন।

ক্লাবের সম্পাদক বাবুল পাল বলেন, 'দেখার মতো অনেক কিছু থাকছে মণ্ডপে। তাই জায়গাটাও বেশ বড় করা হয়েছে। জুন মাস থেকে কাজ চলছে। পুজোর বাজেট রয়েছে ৪৫ লক্ষ টাকা। শিলিগুড়ি কুমোরটুলিতে সাবেকি সাজেই মায়ের মূর্তি তৈরি হচ্ছে। পুজো উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মসূচিও রয়েছে।'

বালিগোড়ায় নবমীতে ৩০০ পাঁঠাবলি

> তৎকালীন লাধি এস্টেটের জমিদার অনাদিমোহন দাস পুজো ও প্রজাদের কল্যাণে ১২ বিঘা জমি দান করেছিলেন। একসময় খড়ের চালা বেঁধে পুজোর সূচনা হয়েছিল। উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ার বালিগোড়া গ্রামে আজ কংক্রিটের মন্দিরে দেবীর বন্দনা হয়। সেই রীতি এখনও চলছে।

বলো দুগ্গা মাইকি

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : খড়ের চালা নেই। মাটির দেওয়ালও আজ অতীত। সময়ের সঙ্গে বদলেছে মন্দিরের চেহারা, বদলেছে গ্রামের রাস্তাঘাট। কিন্তু ভাঁটা পড়েনি বালিগোড়ার দুর্গাপুজোর আবেগে। ১৮০১ সালে খড়ের চালা বেঁধে যে পুজোর সূচনা, কালের স্রোত পেরিয়ে সেই পুজোই এ বছর পা দিচ্ছে ২২৫তম বর্ষে। উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ার বালিগোড়া গ্রামে আজ কংক্রিটের মন্দিরে দেবীর বন্দনা হয়। রীতি, শাস্ত্রীয় আচার আর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা বিশ্বাসে এখনও এই পুজোর সঙ্গে মিশে রয়েছে সেই পুরোনো দিনের গন্ধ।

প্রবীণদের স্মৃতি বলছে, তৎকালীন লাধি এস্টেটের জমিদার অনাদিমোহন দাস পুজো ও প্রজাদের কল্যাণে ১২ বিঘা জমি দান করেছিলেন। সেই জমির মধ্যেই রয়েছে বর্তমান মন্দির এবং সংলগ্ন বিশাল পুকুর। জমিদারের দেওয়া জমিতে গ্রামের মানুষ খড়ের চালা তুলে শুরু করেছিলেন দেবীর আরাধনা। সময়ের সঙ্গে জমিদার পরিবারের উত্তরসূরিরা ভিনশহরে চলে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের শুরু করে যাওয়া পুজো এখনও সমান নিষ্ঠায় পালন করে চলেছেন গ্রামবাসী।

বছর ছিয়াশির চূড়ামন মণ্ডলের স্মৃতিতে এখনও স্পষ্ট বালিগোড়ার সেই পুরোনো পুজো। তাঁর কথায়, 'দাদুর মুখে জমিদারবাবুকে নিয়ে কত গল্প শুনেছি। আমার নিজের চোখে দেখা, একসময় গোটা গ্রাম ঘন জঙ্গলে

বালিগোড়ার দুর্গা মন্দির।

ঘেরা ছিল। এখন সেই গ্রামেই আলো জ্বলে, পাকা রাস্তা হয়েছে।'

মহালয়ার পরদিন প্রতিপদ থেকেই ঘটে জল ভরে শুরু হয় দেবীর আরাধনা। টানা পাঁচদিন চলে ঘটপুজো। মহাষ্টমীতে আতপ চাল, পান-সুপারি, কলার তোড়া, মরশুমি ফল ও ফুলের ডালা দিয়ে দেবীকে নিবেদন করা হয়। স্থানীয় তনুশ্রী মণ্ডলের কথায়, 'পুজোর আচারেই মহিলাদের অংশগ্রহণ রয়েছে। পুরোহিত নিজে অথবা কুমারী কন্যারা ভোগ রান্না করেন।'

১০৮টি প্রদীপ জ্বেলে শুরু হয় সন্ধিপুজো। কলস স্থাপনের পর থেকে সপ্তমী পর্যন্ত ব্রতীরা উপবাস পালন করেন। স্থানীয় শোভা মোদকের কথায়, 'এই ব্রতের নিয়ম আজও নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলেন বহু ভক্ত।'

পুজো কমিটির সম্পাদক কালু মোদক বলছেন, 'নবমীতে বালিগোড়ার মন্দিরে প্রথম পাঁঠাবলি সম্পন্ন হওয়ার পরেই পার্শ্ববর্তী অন্য মন্দিরে বলিদান শুরু হয়।' দশমীতে অস্ত্রপুজো ও ঘট বিসর্জনের পর মেতে ওঠেন গ্রামবাসীরা সিঁদুর খেলায়। সঙ্গে বসে মেলা।

মাঠে পুজো নিয়ে বিবাদ ফুলবাড়িতে

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : মাঠের একপাশে ক্লাবের পুজো। অন্যপাশে নতুন করে আরও একটি পুজোর উদ্যোগ। দুর্গাপুজোর মুখে এই জোড়া পুজোকে কেন্দ্র করেই তুঙ্গে পৌঁছাল রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপানউতোর। ফুলবাড়ি-২ পঞ্চায়েতের কাঞ্চনবাড়িতে ক্লাবের মহিলা সদস্য ও স্থানীয় এক বিজেপি নেতার অনুগামীদের মধ্যে গোলমাল উসকে দিল উৎসবের মেজাজ। বিবাদের জেরে শেষপর্যন্ত গড়াল থানা-পুলিশ পর্যন্ত।

বুধবার ক্লাবের মহিলারা মাঠের একপাশে মণ্ডপ তৈরির জন্য খুঁটিপুজো করতে গেলে গোলমালের সূত্রপাত। অভিযোগ, ঠিক সেই সময়েই মাঠের মাঝখানে প্রধানমন্ত্রীর একটি বিরাট কাটআউট বসিয়ে দেন বিজেপির বুথ সভাপতি গোপাল অধিকারী। কাটআউটটি সরানোর দাবি তুলতেই দুই পক্ষ বাকবিতণ্ডায় জড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সন্ধ্যায় দুই পক্ষকেই থানায় ডেকে আলোচনা করা হয়। ক্লাব সদস্য অর্চনা রায় বলেন, 'আমরা সবাই বিজেপি করি। আমাদের পুজোতে ব্যাঘাত ঘটাতেই বুথ সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর কাটআউট বসিয়েছেন। বাচ্চাদের খেলতেও সমস্যা হচ্ছে।' অন্যদিকে গোপালের দাবি, 'অনেক আগেই মাঠে পুজো করার কথা জানানো হয়েছিল। আমাদের পুলিশি অনুমতি রয়েছে। কিন্তু ক্লাবের পুজোর কোনও অনুমতি নেই।' ঘটনায় বিজেপির বুথ সভাপতির পাশে দাঁড়িয়েছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি রাহুল বর্মন। তাঁর বক্তব্য, 'রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর ওই পুজো বড় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী মাঠে পুজোর ব্যবস্থা। তবে প্রশাসন যেভাবে নির্দেশ দেবে, আমরা সেভাবেই চলব।'

চোপড়ায় বাড়ির সামনে দুষ্কৃতী তাণ্ডব

হামিদুলের গাড়িতে হামলা, জখম স্ত্রী

মনজুর আলম

চোপড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় বিধায়ক হামিদুল রহমানের পরিবারের গাড়িতে রড-পাথর নিয়ে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল চোপড়ায়। গাড়িতে তখন বিধায়কের স্ত্রী, ছেলে ও তিন বছরের নাতনি ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। চালক সোনু আনসারির হাতের আঙুল ভেঙে গিয়েছে। বিধায়কের স্ত্রীর পায়ে চোট লেগেছে এবং তাঁর গলার হার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় স্থানীয় বিজেপি নেতা গৌতম দাস ও তাঁর দুই ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যদিও ইসলামপুর পুলিশ জেলার এসপি রাকেশ সিংয়ের দাবি, বিধায়কের পরিবারের ওপর হামলা হয়নি, হামলা হয়েছে চালকের ওপর। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে তিনি জানান।

বিধায়ক হামিদুল অভিযোগ করেন, তাঁর পরিবারের লোকজন সোনাপুর যাচ্ছিলেন। চোপড়ায় বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই দুষ্কৃতীরা অতর্কিতে হামলা চালায়। চালককে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। হামিদুল বলেন, 'এলাকায় বিজেপির কয়েকজন সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। চোপড়ায় ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছে।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হামিদুলের চোপড়ার বাড়িতে কেউ থাকেন না। সোনাপুর যাওয়ার পথে সেখানে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন পরিবারের সদস্যরা। গাড়িটি রাস্তার দিকে এগোতেই কয়েকজন রড ও পাথর নিয়ে হামলা চালায়। পরে ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করেছে। আক্রান্ত চালক সোনু বলেন, 'গাড়ি নিয়ে বাড়ির

- হামলার সময় গাড়িতে ছিলেন বিধায়কের স্ত্রী, ছেলে ও তিন বছরের নাতনি
- চালকের হাতের আঙুল ভেঙেছে
- ঘটনায় জড়িয়েছে বিজেপি নেতার নাম

সামনে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে নামার সময় দূর থেকে কয়েকজনকে দৌড়ে আসতে দেখি। তাঁদের দেখে দ্রুত গাড়িতে উঠে পড়ি। তখনই রড-পাথর দিয়ে গাড়িতে হামলা শুরু হয়। গাড়িতে ম্যাডাম ও একটি শিশু রয়েছে বলেও জানিয়েছিলাম। তবুও হামলা থামেনি। হাতে দু-জায়গায় আঘাত লেগেছে। তৎক্ষণাৎ গাড়ি নিয়ে আমি থানায় পৌঁছে যাই।' বিধায়কের ছেলে তথা উত্তর দিনাজপুরের জেলা পরিষদ সদস্য শাহ আলম চালককে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। পরে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। বিধায়কের পরিবারের পাশাপাশি চালকও পৃথক অভিযোগ জমা দিয়েছেন।

স্থানীয় বিজেপি নেতারা হামলার ঘটনার নিন্দা করেছেন। আবার পুলিশ নির্দোষ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে বলে দাবি করেছেন। ঘটনার পর থানায় যায় বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব। পদ্ম শিবিরের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি অসীম বর্মন বলেন, 'ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। প্রকৃত দোষীদের তদন্ত করে পুলিশ খুঁজে বের করুক, আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু দলের সদস্য গৌতম দাস ঘটনাস্থলে ছিলেন না। ঘটনার কথা শুনে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। পুলিশ নিরপরাধ গৌতমকে আটক করেছে। সেই বিষয়টি জানাতেই আমরা থানায় এসেছি।'

বিধানসভা ভোটের পর হামিদুল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর অবস্থান বদল নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়। কিন্তু কয়েক দিন আগে সংবাদমাধ্যমের সামনে হামিদুল বলেন, ঋতব্রত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খোলায় তাঁরা অসন্তুষ্ট। ওই মন্তব্যের সঙ্গে হামলার কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে।

মেডিকেল টিমে নেই চিকিৎসক

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিকেল টিমে রাখা হয়নি কোনও চিকিৎসককে। রাজ্য সরকারের দেওয়া চিঠিতে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার জন্য মেডিকেল টিম হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পাঁচজনকে। তাঁদের চারজনই সহকারী শিক্ষক। বাকি একজন হেলথ ইনস্পেকটর অর্থাৎ স্বাস্থ্য পরিদর্শক। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষার্থীদের কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। তাদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য এই মেডিকেল টিমকে ডাকা হয়। অন্তত প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকেন এই টিমের সদস্যরা।

এমন টিমে চিকিৎসক থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু শিলিগুড়িতে এই মেডিকেল টিমে যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের কেউই চিকিৎসক নন। তাহলে তাঁরা চিকিৎসা পরিষেবা দেবেন কীভাবে? তাঁদের এমন দায়িত্বে কেনই বা রাখা হল- এসব প্রশ্ন উঠছে।

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক) কানাইলাল দে-র দাবি, পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে আশাকর্মীরা থাকেন। কোনও পরীক্ষার্থীর কিছু হলে তাঁরাই প্রাথমিকভাবে দেখে থাকেন। মেডিকেল টিম যাতে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছাতে পারে, সেজন্য কয়েকজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই টিমে একজন চিকিৎসক রয়েছেন বলে তিনি দাবি করেছেন। ডিআই-এর বক্তব্য, 'মেডিকেল টিমের কাজ

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ব্যবস্থাপনায় প্রশ্ন

প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া। প্রয়োজনে হাসপাতালে পৌঁছাতে সাহায্য করা। অন্যথায় প্রত্যেক স্কুলে আশাকর্মী, নার্স থাকেন।'

ডিআই যে স্বাস্থ্য পরিদর্শককে চিকিৎসক বলে চালানোর চেষ্টা করছেন, তাঁর নাম গৌতম ঘোষ। তিনি চিকিৎসক নন। তা জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফেই স্বীকার করা হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'হেলথ ইনস্পেকটররা চিকিৎসক নন। তাঁদের দিয়ে দেখাশোনা, অফিসের কাজ করানো হয়ে থাকে।'

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের শিক্ষক সংগঠন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ (এবিআরএসএম)। বর্তমানে বেশিরভাগ স্কুলে তাদের সংগঠনের সদস্যই বেশি। ঘুরপথে শিক্ষাব্যবস্থার ভালো-মন্দ তারাই তদারকি করে থাকে। ফলে এই দায়িত্ব বণ্টনে এবিআরএসএম-এর হাত থাকা অস্বাভাবিক নয় বলে দাবি। যদিও এবিআরএসএম-এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিকের দাবি, 'সেরকম হওয়ার কথা নয়। মেডিকেল টিমে তো চিকিৎসকদেরই থাকার কথা। স্কুল পরিদর্শকের অফিসে একটি টিম রাখা হয়েছে। প্রত্যেক সেন্টারের খোঁজখবর করার জন্য তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভুলবশত তাদের মেডিকেল টিম বলা হয়েছে। প্রত্যেক পরীক্ষাকেন্দ্রে মেডিকেল টিম রয়েছে।'

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু বলেন, 'পড়াশোনাকে লাটে তুলে দিয়েছিল তৃণমূল। বিজেপি তার ওপর শেষ পেরেকটা মারছে। তাদের সংগঠনের শিক্ষকদের গুরুত্ব দিতে মেডিকেল টিমে চিকিৎসকের বদলে শিক্ষকদেরই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।'

খেলার ছলে প্রতিযোগিতা...

নৌকাবাইচের আয়োজন ছোটদের। বুধবার দরিবস ফুলবাড়িতে শ্রীবাস মণ্ডলের ক্যামেরায়।

উধাও শ্বশুরবাড়ির লোকজন

বধূকে কেরোসিন খাইয়ে নির্যাতন

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : চাকরি না করতে দেওয়ার জন্য চাপ। সেই চাপের কাছেও মাথানত না করায় তরুণীকে বাথরুমে ঢুকিয়ে কেরোসিন ও কেমিক্যাল জাতীয় কিছু খাওয়ানোর অভিযোগ উঠল স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি-র ওই তরুণী বর্তমানে সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমের আইসিইউ-তে ভর্তি রয়েছেন। ওই তরুণীর লিখিত বয়ানের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই ওই তরুণীর স্বামী সহ শ্বশুর, শাশুড়ি পলাতক বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

ওই তরুণী পুলিশকে জানিয়েছেন, স্বামীর মাদকাসক্তর প্রতিবাদ করায় বিয়ের কিছুদিন থেকেই তাঁর ওপর অত্যাচার শুরু হয়। স্বামী মাদকের ব্যবসাও করে। পরিবারের সদস্যরাও সেটা জানে। এমনকি মাঝেমধ্যে বাড়িতে বহিরাগতরাও আসে। তরুণীর দাবি, ওই বহিরাগতদের সামনে অশ্লীল পোশাক পরার জন্য জোর করা হত তাঁকে। দমবন্ধ করা এই পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্যই ওই তরুণী চাকরিতে ঢোকেন। এরপর পরিস্থিতি আরও বেগতিক হয়ে দাঁড়ায়।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের ৫ মে তরুণীর সঙ্গে ওই যুবকের বিয়ে হয়। ওই তরুণীর বয়ানে রয়েছে, বিয়ের পর প্রথমদিকে সবকিছু ঠিক থাকলেও হঠাৎই তরুণীর নজরে

> **ওই রাতে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ফোন করে জানায়, দিদি বিষ খেয়ে নিয়েছে। ওরা দিদিকে নার্সিংহোম পর্যন্ত নিয়ে যায়নি। দু'ঘণ্টা ধরে ঘরেই পড়েছিল। আমরাই সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাই।**
>
> **তরুণীর এক আত্মীয়**

আসে, স্বামী রাতে প্রচুর মদ্যপান ও মাদকের নেশা করছে। ওই তরুণী প্রতিবাদ করেন। তাঁর অভিযোগ, প্রতিবাদ করলেই পালটা মারধর করা হত। এই সময়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন ওই তরুণী। চেষ্টা শুরু করেন বাড়ির বাইরে বের হওয়ার। চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা নজরদারি শুরু করেন। একদিন বেধড়ক মারধরের সময় ওই তরুণী সুযোগ বুঝে ছোট ভাইয়ের নম্বরে ফোন করেন। চিৎকার-চ্যাঁচামেচি ও মারধরের আওয়াজ শুনে পরিবারের সদস্যরা এসে শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে সতর্কও করে যান।

পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায় চলতি মাসের ১৬ তারিখ রাতে। তরুণীর অভিযোগ, ওই রাতে স্বামী এসে বেধড়ক মারধর করা শুরু করে। এর পরে পরিবারের সদস্যরা টেনে তাঁকে বাথরুমে নিয়ে যায়। সেখানে কেরোসিন খাওয়ানোর চেষ্টা করা হয়। মারধরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন ওই তরুণী। পরবর্তীতে চিকিৎসকরা জানান, রোগীর শরীরে প্রচুর কেরোসিন সহ কেমিক্যাল পাওয়া গিয়েছে। তা শরীরের ভিতরে ক্ষতিও করেছে। প্রায় তিনদিন অজ্ঞান থাকার পর সোমবার তরুণী বয়ান দিতেই পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ ওই বয়ানের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে।

তরুণীর এক আত্মীয়ের কথায়, ওই রাতে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ফোন করে জানায়, দিদি বিষ খেয়ে নিয়েছে। ওরা দিদিকে নার্সিংহোম পর্যন্ত নিয়ে যায়নি। দু'ঘণ্টা ধরে ঘরেই পড়েছিল। আমরাই সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাই। দিদির জ্ঞান ফিরতেই পুরো ঘটনা প্রকাশ্যে আসে।

দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে স্থানীয়দের জটলা। বুধবার ওদলাবাড়িতে।

প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে গতির বলি ২

সোমনাথ দত্ত

ওদলাবাড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় লাগাম পরছে না কিছুতেই। বুধবারও বেপরোয়া গতির ছোট গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল দুই মহিলার। এদিন সকালে ওদলাবাড়ির চেল সেতু সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। মৃতদের নাম সুমাদেবী প্রসাদ (৪০) ও দীপমালা থাপা ছেত্রী (৩৫)। তাঁদের বাড়ি ওদলাবাড়ি বাজার সংলগ্ন দেবীপাড়ায়। মালবাজার থানার পুলিশ দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ির জেলা সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে। গাড়িটি আটক এবং চালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা বেপরোয়া গতি নিয়ে সরব হয়েছেন। এর আগে ১৪ জুলাই ওদলাবাড়ি আরওবিতে অ্যাম্বুল্যান্সের সঙ্গে ছোট গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ১ নাবালকের মৃত্যু হয়েছিল। স্থানীয় ব্যবসায়ী মধুসূদন দাসের কথায়, 'সেতু সংলগ্ন অংশে গতি নিয়ন্ত্রণ করা খুবই জরুরি। প্রশাসনের তরফে পথনির্দেশিকা সংবলিত বোর্ড এবং রিফ্লেক্টর বসানো প্রয়োজন।' তবে ট্রাফিক পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, এ ব্যাপারে পদক্ষেপ করা হবে।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রোজকার মতো বুধবারও প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন ওদলাবাড়ির বাসিন্দা সুমাদেবী ও দীপমালা। প্রাতর্ভ্রমণ সেরে তাঁরা বাড়ি ফিরছিলেন। চেল সেতু সংলগ্ন এলাকায় সিকিম নম্বরের একটি ছোট গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পেছন থেকে তাঁদের ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলে সুমাদেবীর মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত দীপমালাকে ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

প্রত্যক্ষদর্শী অশোক বরা বললেন, 'রাস্তার পাশে একটি দোকানে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি, মালবাজার থেকে ওদলাবাড়িগামী দ্রুতগতির একটি গাড়ি দুই মহিলাকে ধাক্কা মারে। তাঁরা রাস্তায় ছিটকে পড়েন। গার্ডরেলে ধাক্কা মেরে থেমে যায় গাড়িটি। বিকট শব্দ শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন।' স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রাথমিকভাবে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। পরে ঘটনাস্থলে আসেন মালবাজার থানার পুলিশকর্মীরা।

এদিকে, দুই মহিলার মৃত্যুতে শোকের ছায়া ওদলাবাড়িতে। একইসঙ্গে সেতু সংলগ্ন অংশে বারবার দুর্ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশও করেছেন বাসিন্দারা। পুলিশের নিয়মিত নজরদারির পাশাপাশি আরওবি এলাকায় আলোর দাবি তুলেছেন তাঁরা। স্থানীয় বাসিন্দা দুলাল বিশ্বাসের স্পষ্ট কথা, 'গাড়ির গতিতে লাগাম টানুক ট্রাফিক পুলিশ। অন্যথায় ছবি বদলাবে না।' কর্তারা শুনছেন কী?

স্কুলের অনুষ্ঠানে পদ্ম নেতারা, তর্জা

তমালিকা দে ও নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের পঠনপাঠন কেমন হচ্ছে, পড়াশোনার বাইরে শিক্ষকদেরই বা ভূমিকা কেমন? তাঁরা স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের কী কী শেখাচ্ছেন? বুধবার শিলিগুড়ি শিক্ষাজেলার স্কুলগুলিতে বিকশিত ভারত কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বেশকিছু কাজ দেওয়া হয়েছিল। আর সেখানেই শিক্ষকদের এমন নানা প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়। প্রশ্নকর্তা অন্য কেউ নন, বিজেপির ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর থেকে শুরু করে স্থানীয় মণ্ডল সভাপতিরা। সরকারি কর্মসূচিতে হঠাৎ বিজেপি নেতাদের এমন উপস্থিতি ও তাঁদের করা প্রশ্ন নিয়ে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে।

এ বিষয়ে এবিটিএ'র দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু বলেন, 'পড়ুয়াদের দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নামে জয়ধ্বনি করানোর চেষ্টা হচ্ছে। স্কুলের কর্মসূচিতে নেতাদের রাজনীতি করা একদম ঠিক নয়।'

শিলিগুড়ি শিক্ষাজেলার স্কুল পরিদর্শক কানাইলাল দে-এর বক্তব্য, 'স্কুলগুলিতে অঙ্কন, নাটক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতার মতো কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেখানে শিক্ষকদের থাকার কথা। স্কুলের তরফে বাইরের কাউকে বলা হয়েছে কি না জানা নেই।' অন্যদিকে বিজেপির নেতাদের অনেকের দাবি, স্কুলের তরফেই তাঁদের আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেজন্যই তাঁরা বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে বিকশিত ভারত প্রকল্পের সরকারি কর্মসূচি কেমন হচ্ছে তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখেছেন। জানা গিয়েছে, দলের তরফেও বিভিন্ন স্কুলের দায়িত্ব ভাগ করে নেতাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল।

এদিন শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দেওয়ার কর্মসূচি চলাকালীন দেখা যায় প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর নীলম্বর পাল ও আরও দুই দলীয় নেতা। নীলম্বরের বক্তব্য, 'স্কুলের তরফে ডাকা হয়েছিল। দলের তরফ থেকেও বিকশিত ভারত কর্মসূচিগুলিতে থাকতে বলা হয়েছে।' যদিও প্রধান শিক্ষক উৎপল দত্তের দাবি, 'আমরা কাউকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করিনি, কয়েকজন নিজেই এসেছিলেন।'

তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির কোঅর্ডিনেটর সৈকত

- স্কুলে পঠনপাঠন ও শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করলেন বিজেপির ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর ও মণ্ডল সভাপতিরা
- স্কুলের অনুষ্ঠানে বিজেপি নেতাদের নাক গলানো নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ

দাস মজুমদার। সৈকতের বক্তব্য, 'আমরা পড়ুয়াদের অনুপ্রাণিত করতে গিয়েছিলাম। পড়াশোনা বাদ দিয়ে শিক্ষকদের ভূমিকা কেমন তা জানতে চাওয়া হয়েছিল।' একইভাবে শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ স্কুলেও ছিলেন ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর স্বপন বণিক। স্বপনের বক্তব্য, 'নেতাজি বয়েজ ও কবি সুকান্ত প্রাথমিক স্কুলে এদিন গিয়েছিলাম। স্কুলে অনুষ্ঠান খুব ভালো হয়েছে।'

তবে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) তরুণকুমার সরকারের প্রতিক্রিয়া, 'রাজনৈতিক দলের কেউ এই অনুষ্ঠানে যাবে— এমন কোনও নির্দেশিকা শিক্ষা দপ্তরের তরফে দেওয়া হয়নি।'

বালি পাচার

চোপড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : অবৈধভাবে বালি পাচারের অভিযোগে মঙ্গলবার রাতে চোপড়া থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুটি বালিভর্তি গাড়ি আটক করল পুলিশ। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। আটক গাড়ি দুটি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এর আগে গত শনিবার ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর ও পুলিশের যৌথ অভিযানে একটি আর্থমুভার-সহ সাতটি গাড়ি আটক করা হয়েছিল।

করম উৎসবে মেলা

চোপড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : করম উৎসবকে ঘিরে বুধবার উৎসবের আমেজে মাতল মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রমিক মহল্লা। দেবীঝোরা চা বাগানের ৭ নম্বর লাইনের মাঠে বসে করম উৎসবের মেলা। অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসব এবার ১৯তম বর্ষে পড়ল। আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ন'টি দল অংশ নেয়। উৎসব মঞ্চ থেকে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিলি করা হয়।

চোলাই বাজেয়াপ্ত

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : বুধবার কুচিয়াজোত এলাকা থেকে প্রায় ৪০০ লিটার চোলাই বাজেয়াপ্ত করল ফাঁসিদেওয়া থানার ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এলাকার বেশ কয়েকটি ঠেকে হানা দেয় পুলিশ। তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে কারবারিরা আগেই চম্পট দেয়। ঘটনাস্থল থেকে যে তাড়ি ও চোলাই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, সেসব নষ্ট করে দিয়েছে পুলিশ। কারবারে জড়িতদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ।

অতিথি।। শিলিগুড়ির অরবিন্দপল্লিতে মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন সুবীর বর্মন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ধৃত তরুণী

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : প্রতিবেশী তরুণীর সঙ্গে প্রেম। আর সেই সম্পর্কের জেরেই নিজের আত্মীয়ের রেখে যাওয়া সোনার গয়না প্রেমিকাকে দিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে প্রতিবেশী ওই তরুণীকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম খুশি অধিকারী। ঘটনার অন্যতম অভিযুক্ত আদীপ রাই নামে ওই তরুণ ফেরার। তাঁর খোঁজ করছে পুলিশ।

ঘটনার সূত্রপাত মাসখানেক আগে। অভিযোগকারিণীর বক্তব্য, 'আমার মা হংকংয়ে থাকেন। তাই আমি কড়াইবাড়িতে আত্মীয়ের ভাড়াবাড়িতে কিছুদিন ছিলাম। এরপর অগাস্ট মাসে পড়াশোনার সূত্রে বেঙ্গালুরু চলে যাই। চলতি মাসের ১৬ তারিখ আত্মীয়ের বাড়িতে ফিরে এসে আলমারি খুলে দেখি, রেখে যাওয়া সোনার গয়না নেই।' এরপরই ওই তরুণী থানায় এসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে অবশেষে মঙ্গলবার খুশিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তাঁর তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

নিখোঁজে রহস্য

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : ব্যবসার সূত্রে শিলিগুড়ি এসে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন এক তরুণ। ঘটনায় প্রায় ১৪ দিন কেটে গেলেও ওই তরুণের কোনও খোঁজ না মেলায় প্রবল উদ্বেগে রয়েছে পরিবার। এই ঘটনায় ইংরেজবাজার থানায় করা জিরো এফআইআর-এর কপি হাতে পৌঁছাতেই তদন্ত শুরু করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

হাতি-মানুষ সংঘাত রোধে নয়টি করিডরের ভাবনা

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৩ সেপ্টেম্বর : হাতি-মানুষ সংঘাত রোধে বড় উদ্যোগ। নয়টি নতুন করিডর তৈরির পরিকল্পনা বন দপ্তরের। যার মধ্যে চারটি করিডর হবে কার্সিয়াং বন বিভাগের বাগডোগরা বনাঞ্চলের মধ্যে ব্যাংডুবি সেনাছাউনি এলাকায়। বাকি পাঁচটি আন্ডারপাস তৈরি হবে এশিয়ান হাইওয়ে ২ নম্বর সড়কে (এনএইচ-৩২৭)।

কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, 'অনেকদিন থেকে হাতিদের নিরাপদে যাতায়াত করার জন্য করিডর করার পরিকল্পনা ছিল। এবার তা বাস্তবায়িত হতে চলেছে।' তিনি জানান, ব্যাংডুবি সেনাছাউনির মধ্যে ২৩০ একর এলাকায় চারটি করিডর করা হবে। মহানন্দা অভয়ারণ্য থেকে হাতিরা বামনপুকরি হয়ে বালাসন নদী পার হয়ে বাগডোগরা বনে যাতায়াত করে। বাগডোগরা বনের মধ্যে সামরিক বিভাগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছাউনি রয়েছে। হাতি চলাচলের সময় যাতে ছাউনির ক্ষতি না হয় তাই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়া সামরিক বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার পার্ক সরিয়ে নেওয়া হবে। প্রায় ৩৫ একর এলাকাজুড়ে রয়েছে ইঞ্জিনিয়ার পার্ক। মূলত করিডর হবে সামরিক বিভাগের ফাইভ এফওডি এবং সিক্সটিন এফএডি-র মাঝ বরাবর।

চিকেনস নেকের গুরুত্বপূর্ণ অংশে বাড়তি নজরদারি ও শিলিগুড়ি করিডরকে গুরুত্ব দিয়ে চার লেনের রাস্তার অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সড়ক ও ভূতল পরিবহণ দপ্তর। ইতিমধ্যে ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক এবার চার লেনের হচ্ছে। শিলিগুড়ি বাগডোগরা থেকে নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি হয়ে দার্জিলিং জেলার বিহার সীমান্তের গলগলিয়া পর্যন্ত ৩১ কিমি দীর্ঘ ওই রাস্তার অনুমোদন পেতে চলেছে। প্রায় ২০৭৭ কোটি টাকার ওই সড়কে থাকবে পাঁচটি হাতি চলাচলের আন্ডারপাস।

প্রাচীনকাল থেকে বাগডোগরা থেকে নকশালবাড়ি হয়ে পানিট্যাঙ্কি পর্যন্ত জাতীয় সড়ক দিয়ে এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে পারাপার করে হাতির দল। এর জেরে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে। জাতীয় সড়কে যে পাঁচটি আন্ডারপাস তৈরি হবে তার দৈর্ঘ্য ১৭৬৫ মিটার। ৩১৫ মিটারের প্রথম আন্ডারপাস হবে সন্ন্যাসী চা বাগান মোড়ে। দ্বিতীয় আন্ডারপাস কিরণচন্দ্র চা বাগানের সামনে। এটি ৭০০ মিটার দীর্ঘ। সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ। ৪৯০ মিটারের তৃতীয় আন্ডারপাস কিরণচন্দ্র চা বাগানের পাশে। ৬০ মিটারের চতুর্থ আন্ডারপাস অটল চা বাগান এলাকায়। পঞ্চম আন্ডারপাস পানিট্যাঙ্কিতে, যার দৈর্ঘ্য ২০০ মিটার।

কিরণচন্দ্র চা বাগানের সামনে করিডরে হাতির পারাপার।

জানা গিয়েছে, প্রতিটি আন্ডারপাস ২২ মিটার চওড়া এবং ৭ মিটার উঁচু হবে। হাতি চলাচলের গুরুত্বপূর্ণ করিডর কিরণচন্দ্র চা বাগান, যেখানে একবারে শতাধিক হাতি পারাপার করে। ওই আন্ডারপাসের ওপর একমাত্র ওয়াচটাওয়ার থাকবে। প্রতিটি আন্ডারপাসে সাউন্ড প্রুফ ব্যারিয়ার, ট্রাফিক সিগন্যাল পোস্ট, রাবার স্ট্রিপস, ইকো সেন্সিটিভ ফেন্সিং, সেন্সর বেসড মনিটরিং সিস্টেম ও সিসিটিভি ক্যামেরা থাকবে। দু'পাশে উঁচু দেয়াল দেওয়া হবে। যানবাহনের আলো করিডরে পৌঁছাতে পারবে না।

একটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক অনুজিৎ বসু বলেন, '২০১৫ সালে যখন এশিয়ান হাইওয়ে-২ সড়ক তৈরি করা শুরু হয়, তখনই আমরা করিডর তৈরির জন্য অন্তত পাঁচবার স্মারকলিপি দিয়েছিলাম। তখন কর্তৃপক্ষ বলেছিল, এখন নকশা বদল করা যাবে না। এবার জাতীয় সড়কে করিডর তৈরির সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই।' আরেকটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের তরফে অভিযান সাহা বলেন, 'আমরা কেন্দ্রীয় সড়ক ও ভূতল পরিবহণমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলাম। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে এবার করিডর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এটি ভালো উদ্যোগ।'

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১২৮ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৬ আশ্বিন ১৪৩৩

সার্বিক দায়িত্ববোধ

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে পরিচিত হলেও বর্তমান পৃথিবীতে সমাজের ভালোমন্দ নিয়ে অধিকাংশের খুব মাথাব্যথা নেই। নিজেরটুকু নিয়ে বেশিরভাগ মানুষ ব্যস্ত। কে বাঁচল, কে মরল- তা নিয়ে চায়ের কাপে সামান্য তুফান তুলেই নিজের দৈনন্দিন জীবনে ডুব দেয় আমজনতা। পাশের বাড়ির বিপদে এগিয়ে যাওয়া, অন্যের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ইত্যাদি চলতি প্রবাদে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর তাগিদ এখন কার্যত ডুমুরের ফুল।

তার মধ্যেও যে হাতেগোনা কিছু মানুষের মধ্যে এখনও মানবিকতা টিকে রয়েছে, সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন গজলডোবার শান্তি কলোনির পেশায় মৎস্যজীবী বিশ্বনাথ দাস, মিঠু দাস, অজয় দাস, বাবলু দাস ও গোপাল দাস। তিন-চারদিন বয়সের হস্তীশাবক মায়ের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিস্তা ব্যারেজের গেট পেরিয়ে ভেসে যাওয়ার সময় তাঁদের চোখে পড়ে।

ওই মৎস্যজীবীরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে নৌকায় প্রায় ৪ কিলোমিটার পথ ধাওয়া করে হস্তীশাবকটিকে উদ্ধার করেন। চতুর্দিকে যখন সংবেদনশীল মানুষ খুঁজে পেতে দূরবিন লাগে, তখন একটি অবোলা প্রাণীর জন্য পাঁচজন মানুষের এই দুঃসাহসী লড়াই নিঃসন্দেহে দৃষ্টান্তমূলক এবং প্রশংসনীয়। পরে বন দপ্তরের তৎপরতায় হস্তীশাবকটিকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া গিয়েছে।

সাধারণত মানুষের ছোঁয়া লাগলে শাবককে মা হাতি ফিরিয়ে নেয় না। তাও ভুল প্রমাণ করে ওই দলছুট শাবককে কাছে টেনে নিয়েছে মা হাতিটি। চারপাশে প্রকৃতির তাণ্ডব ও মানুষের দৈনন্দিন টানাপোড়েনের মাঝে এই ঘটনা ঘুণ ধরা সমাজকে নতুনভাবে নিশ্চয়ই ভাবতে শেখাবে। অবক্ষয়ের অন্ধকারে এই ঘটনা আশার ব্যতিক্রমী উজ্জ্বল প্রদীপ। বর্ষার মরশুমে তিস্তার মতো খরস্রোতা, উত্তাল নদীতে একটি অসহায় হস্তীশাবককে ভেসে যেতে দেখে আতঙ্কে পিছিয়ে যাওয়ারই কথা।

কিন্তু গজলডোবার ওই পাঁচ মৎস্যজীবী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে হস্তীশাবককে নতুন জীবন দিয়েছেন। এটা শুধু সাহসের কথা নয়, বরং প্রাণীকুলের প্রতি আত্মিক অনুভূতি। বুদ্ধি, ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং অসীম ধৈর্য নিয়ে তাঁরা যখন শাবকটিকে পরম মমতায় কোলে তুলে নিয়েছিলেন, তখন তা শুধু একটি জীবনকে বাঁচিয়ে রাখা নিশ্চিত করে না, বরং জয় হয় মানবিকতার।

একটি সন্তানের সঙ্গে তার মায়ের মিলন ঘটাতে পারার আনন্দ শব্দে প্রকাশ করা কঠিন। পাচারকারীদের দৌরাত্ম্যে যেখানে বন্যপ্রাণীদের জীবন হামেশাই বিপন্ন ও সংকুচিত হয়, সেখানে এমন সচেতনতা ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত অত্যন্ত প্রশংসনীয়। যখন নগরায়ণ ও আধুনিকতার নামে বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে, মানুষ-বন্যপ্রাণের সংঘাত নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন গজলডোবার এই হৃদয়স্পর্শী ঘটনা মানবসমাজকে নতুন করে পথ দেখিয়েছে।

নির্বিচারে জঙ্গল ধ্বংসের কারণে হাতির দল লোকালয়ে চলে আসে, মানুষের জীবন ও সম্পত্তির হানি করে। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ পালটা অত্যাচার করে প্রাণীদের। হাতি-মানুষের দ্বন্দ্ব যখন প্রায়ই খবরের শিরোনাম হয়, তখন এই পাঁচ মৎস্যজীবী প্রমাণ করে দিলেন, প্রকৃতি ও প্রাণীর প্রতি শত্রুতা নয়, বরং ভালোবাসাই হতে পারে স্থায়ী সেতু। নিম্নবিত্ত এই মানুষদের এখন সবথেকে বেশি করে প্রয়োজন। যাঁরা শুধু নিজেরটুকু ভাবেন না। প্রয়োজনে অবোলা জীবকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন।

জীবনের রসদ জোগাতে তাঁদের প্রতিদিন সংগ্রাম করতে হলে কী হবে, চিন্তায় ও মননে এই মহানুভবতার পরিচয় এবং তাঁদের ওই সাহস ও সহমর্মিতা বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে সরকারি প্রচারের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী বার্তা বহন করছে। হস্তীশাবক উদ্ধারের ঘটনাটি মনে করিয়ে দিয়েছে, মনুষ্যত্ব শুধু মানুষের প্রতি সীমাবদ্ধ থাকার বিষয় নয়। সমস্ত অবোলা প্রাণীর প্রতি দায়িত্ববোধই মানুষের প্রকৃত পরিচয়। ওই পাঁচজন মৎস্যজীবীর লড়াই এবং এক মায়ের কোলে তার সন্তানকে ফিরিয়ে দেওয়ার মহতী প্রয়াস চিরকাল অমলিন থাকবে।

অমৃতধারা

ঈশ্বর সব মানুষের মধ্যেই আছে, কিন্তু সব মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রভাব থাকবে, সেটার প্রয়োজনীয়তা নেই। এইজন্যই আমরা মানুষ নিজের দুঃখে পীড়িত আছি। যদি আপনি কর্ম করেন, তাহলে নিজের কর্মের প্রতি ভক্তির ভাব থাকা অতি আবশ্যক। তখন সেই কর্ম একমাত্র সার্থক হতে পারে। একজন সাংসারিক মানুষ, যিনি কিনা সৎভাবে ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত নন, তার জীবনে কোনো আশা রাখাই উচিত নয়। যদি আমাদের ঈশ্বরের দেওয়া শক্তিকে সৎ এবং ভালো কাজে ব্যবহার করতে হয় তাহলে ঈশ্বরের কৃপা পাওয়ার জন্য নিজেদের জীবনকে সমাজের ভালো কাজের জন্য ব্যয় করা উচিত। নৌকাকে সর্বদা জলের উপরেই থাকা উচিত কিন্তু জলকে নৌকার উপর থাকা উচিত নয়।

- রামকৃষ্ণ

ফোনেই পেমেন্ট, শেষ সুখের দিন?

ইউপিআইয়ের অভ্যাস বদলাবে নাকি খরচের বোঝা ঘুরপথে পৌঁছাবে ক্রেতার ঘরেই, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

অন্বেষা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতীকী

‘গাছে তুলে মই কাড়া’ আর ‘মানুষ অভ্যাসের দাস’-এর মধ্যে কি কোনও মিল আছে? না, ব্যাকরণী বিশ্লেষণে তেমন কিছু নেই। তা হলে? আসলে সেই মিলের মাহেন্দ্রযোগ আসতে চলেছে ১৫ অক্টোবর। সেদিন থেকে দেশজুড়ে ইউপিআই বা ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেসে ‘ছোট্ট’ একটা পরিষেবা মাশুল চালু হওয়ার কথা, নাম তার এমডিআর বা মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট। এটি এমন পরিষেবা মাশুল, যা কোনও ডিজিটাল লেনদেন সম্পন্ন করার জন্য ব্যবসায়ীকে দিতে হয় ব্যাংক ও সার্ভিস প্রোভাইডারকে। এতদিন সাধারণ ইউপিআই লেনদেনে কোনও এমডিআর ছিল না।

১৫ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় সরকার এমডিআর ঘোষণা করেছে। বলা হয়েছে, এ জন্য ক্রেতাকে কোনও বাড়তি অর্থ দিতে হবে না। ২০০০ টাকার বেশি মূল্যের বাণিজ্যিক লেনদেনে ০.৪ শতাংশ এমডিআর দিতে হবে ব্যবসায়ীদের, ৭৫,০০০ টাকা বা তার বেশি লেনদেনে যার সর্বোচ্চ সীমা ৩০০ টাকা। তবে ইউটিলিটি বিল যেমন বিদ্যুৎ, জল, ফোন এবং জ্বালানির লেনদেনে নির্দিষ্ট ৫ টাকা ফি প্রযোজ্য হবে। শেয়ার বা মিউচুয়াল ফান্ড লেনদেনে ০.০২ শতাংশ চার্জ রাখা হয়েছে। তাছাড়া রয়েছে কিছু ছাড়ও। যেমন, আপনি যদি কোনও আত্মীয় বা ব্যক্তিকে টাকা পাঠান, তা এমডিআর চালুর পরেও ফ্রি থাকবে। ‘মাইক্রো ট্রেডার্স’ অর্থাৎ যাঁদের ইউপিআই কিউআরের মাধ্যমে মাসে এক লাখ টাকা পর্যন্ত আসে, তাঁদেরও কোনও চার্জ দিতে হবে না।

এ তো গেল সরকারের হিসেবের কচকচি, তাতে আমার-আপনার কী? আপাতত এমডিআর কাঠামো ঘোষণা হয়েছে, তাতে ব্যবহারকারীদের আশঙ্কার বা আতঙ্কের কিছু নেই বলেই মনে হচ্ছে। তবে সিঁদুরে মেঘ তো আছে। সেখানেই ‘গাছে তুলে মই কাড়ার’ আশঙ্কা আর ‘অভ্যাসের দাস’-এর যুগপৎ আগমনী। এখনও স্পষ্টভাবে কিছু না, কিন্তু হতে কতক্ষণ?

২০১৬-র অগাস্ট থেকে সর্বসাধারণের জন্য ইউপিআই পরিষেবা চালু করা হয়েছিল। তার কয়েক মাসের মধ্যেই ৮ নভেম্বরের রাত আটটার সেই ঘোষণা, ‘আজ মধ্যরাত থেকে পাঁচশো ও এক হাজার টাকার নোট প্রত্যাহার করা হল।’ নোটবন্দির ফল কী হয়েছিল, আদৌ কাজের কাজ হয়েছিল নাকি অন্য কোনও স্বার্থচরিতার্থ করা গিয়েছিল, তা অন্য পরিসরে বিস্তারিত আলোচনা ও বিতর্কের বিষয়। কিন্তু অর্থনীতিকে স্বচ্ছ করতে সেই সময় থেকেই প্রচার শুরু হয়েছিল ‘বিনা পয়সায়’ ডিজিটাল লেনদেনের, যার নেট ফল গত ১০ বছরে ১৩ হাজারগুণ ডিজিটাল পেমেন্টের ব্যবহার বৃদ্ধি। ২০১৭ অর্থবর্ষে যেখানে ১ কোটি ৭৮ লক্ষ বার ব্যবহার হয়েছিল ইউপিআই, সেই সংখ্যাটা ৩১ মার্চ ২০২৬-এ শেষ হওয়া অর্থবর্ষে ২৪,১৬২ কোটি! টাকার অঙ্কে সাত হাজার কোটি থেকে বেড়ে ৩১৪ লক্ষ কোটি টাকা!

তা হবে না বা কেন? ভাঁড়ের গরম চায়ে চুমুক থেকে পকেটে খুচরো না থাকায় অটো-টোটোর ধমক, হঠাৎ ভালো লেগে যাওয়া পোশাক থেকে মনকাড়া বই, বা পার্স বাড়িতে ফেলে বেরিয়ে গেলে হাতে স্মার্টফোন থাকায় সে দিনের মতো টেনশন ফ্রি, সবেতেই রয়েছে ‘ত্রাতা’ ইউপিআই। যত ছোট পেমেন্টই হোক না কেন, হাতে ফোন আর পিন মনে রাখলেই কেল্লা ফতে! এর ফলে হুড়মুড়িয়ে বেড়েছে মানুষের খরচও। টুকটাক বা শখের জিনিস, যা আগে পকেটে পয়সা না থাকলে কেনা হত না, তাও হয়ে যাচ্ছে মুহূর্তে। ২০২০ থেকে ২০২২ কোভিড-১৯ অতিমারিজনিত লকডাউন থেকে আনলক ফেজে হইহই করে বেড়ে গেল জনপ্রিয়তা। নোট বা কয়েনে সংক্রমণের ভয়, কিন্তু ডিজিটাল পেমেন্ট নির্বিঘ্নে। ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডে পেমেন্ট করার জন্য যে বাড়তি টাকা গুনতে হয়, নেই সেই ঝামেলাও। ফলে সব মুশকিল-আসানের নাম ইউপিআই।

কোটি কোটি মানুষের রোজকার অভ্যাসে পরিণত হল ইউপিআই পার্স।

> **ইউপিআইয়ের হাত ধরে টাকা মেটানো আজ জীবনের অভ্যাস। খুচরো না থাকলেও, পার্স ভুলে গেলেও, হাতে স্মার্টফোন আর পিন থাকলেই কেল্লা ফতে। অথচ ১৫ অক্টোবর থেকে ২০০০ টাকার বেশি নির্দিষ্ট বাণিজ্যিক লেনদেনে বসছে ০.৪ শতাংশ এমডিআর। ক্রেতার কাছ থেকে সরাসরি নেওয়া যাবে না এই মাশুল। কিন্তু ব্যবসায়ীর খরচ শেষপর্যন্ত পণ্যের দাম, পেমেন্ট নেওয়ার পদ্ধতি বা নগদের দিকে ঝোঁকে কতটা বদলাবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। এতদিনের অভ্যাস বদলানো কি সত্যিই এত সহজ হবে? পুজোর বাজারে তার আঁচ কতটা, সেটাই দেখার।**

পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকল ব্যবহারকারীও। ভারতের বাইরে সিঙ্গাপুর, আরব আমিরশাহি সহ মোট ১১টি দেশে ভারতের এই পেমেন্ট কাঠামোকে স্বীকৃতি দিল। অন্য কোনও ক্ষেত্রে বিশ্বগুরু হওয়ার ধারপাশে পৌঁছাতে না পারলেও, ইউপিআই দুনিয়ায় স্বীকৃত হল। সরকারি হিসেব বলছে, গোটা দুনিয়ায় যত রিয়েল টাইম পেমেন্ট হয়, তার ৪৯ শতাংশ এই ইউপিআইয়ের মাধ্যমে। এমন সাফল্যের পিছনে ছিল ২০২০-তে ভারত সরকারের একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত। সেখানে জানানো হয়েছিল, ব্যবসায়ীদের জন্য ইউপিআই লেনদেন সম্পূর্ণ ফ্রি অর্থাৎ কোনও এমডিআর নেই। ফলে মানুষ যখন ইউপিআই-কে অভ্যাসে পরিণত করেছে, ফুচকাওয়ালা থেকে পানের দোকান, সব জায়গায় কিউআর কোড স্ক্যানের সুযোগ, ভারত আক্ষরিক অর্থেই ‘ডিজিটাল ভারত’, তখনই ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ভুলতে বসা আমজনতাকে জানিয়ে দেওয়া হল, বসছে এমডিআর।

পুজো ও উৎসবের মরশুমের ঠিক আগে ১৫ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা এই এমডিআর নিয়ে এখন চর্চার শেষ নেই। তার মানে কি কিউআর কোড স্ক্যান করে টাকা দিতে বা ইউপিআইয়ে পেমেন্ট করলেই বাড়তি টাকা দিতে হবে? সরকার বলছে না, কিন্তু খুচরো ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিটেইলার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া মনে করছে, ইউপিআইয়ের মাধ্যমে যাঁরা পেমেন্ট নেন তাঁদের উপরে ট্যাক্স না চাপিয়ে তাঁদের ইনসেনটিভ দেওয়া উচিত ছিল। এতে তাঁরা ডিজিটাল পেমেন্ট নিতে উৎসাহ হারাবেন।

এখানে আবার অনেকেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘চাপ’ দেখতে পেয়েছেন। তা মোদি সরকার নস্যাৎ করলেও পুরো উড়িয়ে দেওয়াও যাচ্ছে না। কারণ, আমেরিকার বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ে প্রেসিডেন্টের পরামর্শদাতা এজেন্সি ‘ইউএসটিআর’ তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ভারতের ইউপিআই ক্ষেত্রে ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ অর্থাৎ সকলকে সমান সুযোগ না দিয়ে ভারতীয় সংস্থাগুলোর স্বার্থকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে বলে তারা মনে করে। এ ক্ষেত্রে তারা জানায়, ‘রু পে’ কার্ড যা ভারতের নিজস্ব, সেটিই একমাত্র ইউপিআইয়ের সঙ্গে যুক্ত করা যায় কিন্তু মার্কিন কার্ড সংস্থাগুলি যেমন ভিসা বা মাস্টারকার্ড সে সুযোগ পায় না। তা ছাড়াও ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ডে লেনদেন ফ্রি নয়। ফলে ইউপিআই ফ্রি থাকায় গুরুতর লোকসানের মুখে পড়েছে তারা। এদিকে ভারতে যে দুটি ইউপিআই মাধ্যমে সর্বাধিক কেনাবেচা হয় সেটাও আমেরিকান, ফোন পে ও গুগল পে। তারা ৮০ শতাংশের বেশি ইউপিআই লেনদেন দখলে রেখেছে। কিন্তু লাভ কী, লেনদেনে টাকা না এলে?

একটা ছোট্ট অঙ্ক দিয়ে শেষ করা যাক। ২০০০ টাকার বেশি মূল্যের উপযুক্ত লেনদেনে যে এমডিআর ধার্য করা হয়েছে, তার বিশ্লেষণে আর্থিক মহল বলছে, বছরে ১৭,০০০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হবে। তার ৬০ শতাংশ ব্যাংক, ২৫ শতাংশ অ্যাপ প্রোভাইডার ও ১৫ শতাংশ অ্যাগ্রিগেটর পাবে। তাই সরকারের দাবি, এটা কর নয়। এটি রাজস্ব যা প্রযুক্তিগত উন্নয়নে ও সাইবার সিকিউরিটিতে ব্যবহার করা হবে।

আমজনতার কী হবে? পুজোর সময়ে কবজি ডুবিয়ে খেয়ে কি শেষে বাড়তি টাকা দিতে হবে দোকানিকে? কেনাকাটা ২০০০ ছুঁলেই কি দুরুদুরু বুক, গুরুগুরু বিষয়? সরকার বলছে, ব্যবসায়ীরা যাতে কোনওভাবেই ক্রেতাদের থেকে এই চার্জ আদায় না করেন সে জন্য ব্যাংকগুলিকে লক্ষ রাখতে বলা হয়েছে। কিন্তু লাভের গুড় যেমন পিঁপড়েকে খেতে দেওয়া যায় না, তেমনই ব্যবসায়ীরা হাসিমুখে পকেট থেকে কর দেবেন আর জিনিসের দাম ঘুরপথেও বাড়বে না, তাও কি হয়?

তাই মই কেড়ে নেওয়া যখন নিশ্চিত, তখন নিজের সাবধানতার জন্য গাছ থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু মানুষ অভ্যাসের দাস। তাই তা বদল করতে সময় তো লাগবেই। তবে, আঙুলে চাপ দিয়ে টাকা মেটানোর সুখ এখন শেষের ঘণ্টার পথে। কাজেই...

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৩২
বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার শহিদ হন আজকের দিনে।

১৯৫৮
আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী মহুয়া রায়চৌধুরী।

আলোচিত

প্রধানমন্ত্রীর পছন্দের, মনোনীত লোক ওই পদে বসলে তিনি তো প্রধানমন্ত্রী আর বিজেপির জন্যই কাজ করবেন। আজকে দ্য ক্যাট ইজ আউট অফ দ্য ব্যাগ। বাংলার অভিশাপ লেগে গিয়েছে। যাঁরা ভোট দিতে পারেননি, যাঁরা লাইনে দাঁড়িয়ে মারা গিয়েছেন, ফর্ম ফিলআপের নামে যাঁদের লম্বা লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল, তাঁদের অভিশাপ লেগেছে। কেউ বাঁচবেন না। কেউ যদি ভেবে থাকেন, যা ইচ্ছা তাই করবেন, জগৎটাকে নিজের মতো নাচাবেন আর পছন্দমতো লোক বসাবেন, বিচার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশন সব তাঁদের হয়ে কাজ করবে, তা হবে না।

- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

রাস্তা তৈরিতে সদ্য ঢালা সিমেন্ট জমাট বাঁধার আগেই বালতি, গামলায় ভরে নিয়ে যাচ্ছে একদল মানুষ। দলে শিশুদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। নির্মাণকর্মীরা যেন দর্শক। কাউকে এই লুটপাট থামাতে দেখা যায়নি। বিহারে এই রাস্তা চুরি ভাইরাল।

ভাইরাল/২

গাজিয়াবাদের ইন্দিরাপুরমের নামজাদা সোসাইটির লিফটে উঠেছিলেন এক ব্যক্তি। লিফটে উঠতেই বেগ পায়। চেপে রাখতে না পেরে আবাসনের ওই লিফটের মধ্যেই প্রস্রাব করেন তিনি। কীর্তি সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে। অসামাজিক আচরণে ক্ষোভ নেটপাড়ায়।

জনমন জনমত

‘মৌচাক’-এর সেই মিষ্টি হাসি আর কখনও ফিরবে না

যেন শেষ হল একটি অধ্যায়। ‘মৌচাক’, ‘মর্জিনা আবদাল্লা’-র সফর শেষ করে ‘স্বয়ংসিদ্ধা’ হয়ে ‘আশ্রিতা’ আশ্রয় নিলেন কল্পলোকে। আজকের জেন জেড হয়তো তাঁর নাম সেভাবে শোনেনি। কিন্তু তাঁর সিনেমার নানা গান, যেমন— ‘বেশ করেছি প্রেম করেছি করবই তো...’ বা ‘মার ঝাড়ু মার, ঝাড়ু মেরে ঝেঁটিয়ে বিদেয় কর’, ‘হায় হায় প্রাণ যায়’ ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি আজও বিনোদন জগতে স্মরণীয় ছিলেন। তিনি মিঠু মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রয়াণ বাংলা চলচ্চিত্র জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি বলিউডেও কাজ করেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘খান দোস্ত’, ‘সফেদ ঝুট’ প্রভৃতি। তবে শোনা যায়, বলিউডে নাকি তাঁর বেশিদিন ভালো লাগেনি। তাঁর কেরিয়ার নিয়ে চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মধ্যে যেমন কৌতূহল ছিল, তেমনই আজও রহস্য যে, তিনি কেন হঠাৎ অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন!

যাইহোক, বাংলা সিনেমায় মিঠু মুখোপাধ্যায়ের অবদান শুধু কয়েকটি সফল ছবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সত্তরের দশকে বাণিজ্যিক বাংলা সিনেমায় নারী চরিত্রের ধারা বদলে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি তাঁর অভিনয় দিয়ে একদিকে যেমন আধুনিক নারী চরিত্রের সূচনা করেছিলেন, তেমনই সর্বভারতীয় স্তরের সিনেমায় বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন বলা যায়। রোমান্টিক ও কমেডি উভয় ধারাতেই ছিলেন সাবলীল। তাঁর চলে যাওয়া শুধু একজন অভিনেত্রীর প্রয়াণ নয়, বরং বাংলা সিনেমার সেই চটপটে, হাসিখুশি ও প্রাণোচ্ছল একটি যুগের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি। দর্শকের হৃদয়ে তাঁর মিষ্টি হাসি ও অভিনয় চিরকাল অমলিন থাকবে।

অভিজিৎ পাল, অম্বিকানগর, জলপাইগুড়ি।

জলপাইগুড়ি পুরসভা বেসরকারি হাতে দেওয়া হোক

শতাব্দীপ্রাচীন জলপাইগুড়ি পুরসভার এমন চরম অচলাবস্থা আগে কোনওদিন হয়নি। কোনও সরকারি প্রতিষ্ঠান নাগরিক পরিষেবা দিতে ব্যর্থ হলে, সেটাকে আর সরকারের হাতে রাখা উচিত নয়। বেসরকারি হাতে দিলে রাস্তা, আলো, জল, জঙ্গল, নিকাশিনালা পরিষ্কার ইত্যাদি পরিষেবা ঠিকমতো চালু থাকবে। ফলে নাগরিকরাও বঞ্চিত হবেন না।

বর্তমানে বোর্ড নেই, প্রশাসক নেই, আইনি জটে আটকে জলপাইগুড়ি পুরসভা। এভাবে চললে নাগরিকরা যাবেন কোথায়? বাড়িতে জল নেই— কাকে বলবেন? জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্রের জন্যই বা কার কাছে যাবেন? কর্মীরা কাজ করছেন অথচ বেতন নেই— কাকে বলবেন? উৎসবের মুখে শহরের অবস্থা এমন হলে শহরবাসীর যে আরও চরম ভোগান্তি হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই পরিস্থিতিতে জলপাইগুড়ি পুরসভার বেসরকারিকরণ হোক। তাতে নাগরিক পরিষেবা উন্নত হবে এবং কোনও কর্মী আর বেতনহীন থাকবেন না। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তিমির বন্দ্যোপাধ্যায়
হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি।

মেধার আঙিনায় বৈষম্যের ছায়া

শীর্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমতার সংবিধান থাকলেও বৈষম্যের অভিযোগ কেন বারবার সামনে আসে?

আবীরলাল মণ্ডল

প্রতীকী

একদিকে চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে চন্দ্রযানের অনুসন্ধান, পরমাণু চুল্লিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় মেধার পরিচয়, অন্যদিকে আইআইটি বোম্বে, মাদ্রাজ বা দিল্লির ক্যাম্পাসে ছাত্রদের মর্মান্তিক মৃত্যু প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়। নাম দর্শন সোলাঙ্কি হোক কিংবা সাহিল ওয়াকোড়ে, কারণ তথাকথিত উচ্চসমাজের কাছে তারা শুধু কোটার একটি সংখ্যা হয়ে যায়। সম্প্রতি আইআইটি বোম্বের শিক্ষার্থী সাহিল ওয়াকোড়ের মৃত্যুকে ঘিরে তাঁর পরিবার জাতিগত বৈষম্য ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ করেছে। পুলিশ মামলা করেছে, ক্রাইম ব্রাঞ্চ তদন্ত করছে। এই নির্দিষ্ট ঘটনার নেপথ্যে জাতিগত বিদ্বেষ ছিল কি না, তা চূড়ান্তভাবে বলা যায় না। কিন্তু ঘটনাটি উচ্চশিক্ষা প্রাঙ্গণে বৈষম্যের প্রশ্নটিকে ফের আলোচনার কেন্দ্রে এনেছে।

সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে গড়ে ওঠা আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দেশে এই ঘটনাগুলি আমাদের সমাজ ব্যবস্থার সামনে বড় প্রশ্ন তোলে। সংবিধান সমাজকে সমতার দিকে এগিয়ে নেওয়ার স্বপ্ন দেখেছে। ১৪ নম্বর ধারা সমতার কথা বলে, ১৫ নম্বর ধারা ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে বৈষম্য নিষিদ্ধ করেছে, ১৭ নম্বর ধারা অস্পৃশ্যতা বিলোপ করেছে এবং ২১ নম্বর ধারা জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার সুরক্ষিত করেছে। কিন্তু বাস্তবতা হল, সংবিধানের এই অঙ্গীকার আর সামাজিক আচরণের মধ্যে বিস্তর দূরত্ব। ক্যাম্পাসে সামাজিক পরিচয়, সংরক্ষণ কিংবা তথাকথিত মেধার ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীদের আলাদা চোখে দেখার অভিযোগ বারবার সামনে এসেছে।

উচ্চ আদালতও এ বিষয়ে কম রায় দেয়নি। ১৯৯২ সালের ইন্দ্র সাহানি মামলায় নয় বিচারপতির বেঞ্চ সংরক্ষণ ও সমতার সাংবিধানিক কাঠামো নিয়ে রায় দিয়েছিল। ২০০৬ সালের এম নাগরাজ মামলায় সরকারি চাকরিতে পদোন্নতিতে সংরক্ষণ এবং সমতার নীতির সম্পর্ক নিয়ে আদালত ব্যাখ্যা দেয়। ২০০৮ সালের অশোককুমার ঠাকুর মামলায় উচ্চশিক্ষায় অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণ এবং সংবিধানের ১৫(৫) নিয়ে রায় হয়। ২০১৮ সালের জার্নৈল সিং মামলাতেও পদোন্নতিতে সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রশ্নে আগের রায়ের বিভিন্ন দিক স্পষ্ট করা হয়। আইন ও বিচার ব্যবস্থা সামাজিক ন্যায় এবং সমতার প্রশ্নকে গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু আইন তার নিজস্ব জায়গায় থাকে, আর সংকীর্ণ সামাজিক মানসিকতা নিজের মতো রাজত্ব চালিয়ে যায়।

এই ব্যাধির জন্য শুধু মনুসংহিতাকে এককভাবে দায়ী করলে ভুল হবে। আমাদের দেশের বৈচিত্র্যের মতোই জাতিভেদ, উঁচুনীচু ভাব আর বৈষম্যের প্রবণতা বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেখা যায়। হিন্দু সমাজে ছোঁয়াছুঁয়ি ও জন্মসূত্রে বিভাজনের দীর্ঘ ইতিহাস যেমন রয়েছে, তেমনি মুসলিম সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেও আশরফ, আজলাফ ও আরজাল ধরনের সামাজিক স্তরভেদের কথা গবেষণায় উঠে এসেছে। বৌদ্ধ, জৈন বা ইসলাম ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যেও জাতিভিত্তিক পরিচয়ের প্রভাব পুরোপুরি মুছে যায়নি। পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন, নাম-পদবি দেখে মানুষকে মাপা, আচার অনুষ্ঠান কিংবা পৃথক শ্মশান ও কবরস্থানের মতো সামাজিক রীতিতেও তার ছাপ দেখা যায়। ধর্ম পরিবর্তন হয়তো ঈশ্বরের নাম বা উপাসনালয় বদলে দিতে পারে, কিন্তু জন্মসূত্রে পাওয়া অহংকার ও ঘৃণা সবসময় বদলায় না।

সবচেয়ে নির্মম প্রশ্নটি তাই দেশের প্রথম সারির বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও চিকিৎসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে ঘিরেই। সেখানে প্রবেশের মুখেই অলিখিতভাবে পরীক্ষা করে নেওয়া হয় কার র‍্যাংক কত, কে সংরক্ষণের মাধ্যমে এসেছে আর কে তথাকথিত মেধা নিয়ে ঢুকেছে। ক্লাসরুম, ল্যাবরেটরি, ক্যান্টিন থেকে হস্টেল, কটূক্তি, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও বৈষম্যের অভিযোগ সংরক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের কঠিন পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিতে পারে। দর্শন সোলাঙ্কি, অনিকেত আমভোর, পায়েল তাদভি, রোহিত ভেমুলার মতো ঘটনাগুলি নানা অভিযোগ ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে সেই প্রশ্নই সামনে এনেছে। অনিকেত আমভোরের ক্ষেত্রে তদন্তে সরাসরি জাতিগত হয়রানিকে মৃত্যুর কারণ বলা হয়নি। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাজ মেধা যাচাইয়ে থেমে থাকতে পারে না। নিরাপদ ও বৈষম্যহীন পরিবেশ নিশ্চিত করাও তাদের দায়িত্ব।

(লেখক অক্ষরকর্মী ও এডুকেটর।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৫৮

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। শ্রীরাধার আরেক নাম ৩। মৃদুভাবে জ্বলনের ভাব ৪। আচ্ছাদন, সেনানিবাস ৫। জ্বালানি তেলবিশেষ ৭। অহংকার, সুরা ১০। লেখার কালি, মাকড়সার ঝুল, কলঙ্ক ১২। ছাড়, কিছু পরিমাণে বাদ ১৪। খয়ের-এর আরেক নাম ১৫। অত্যন্ত আসক্ত ১৬। শোভা, সংগীতের রাগিণীবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। আজেবাজে লোক ২। আদালত বা কার্যালয় ৩। যে কৃষ্ণের মতো ধিনধিন করে নেচে বেড়ায়, স্ফূর্তিবাজ লোক ৬। পশ্চিমবঙ্গের নিকট প্রতিবেশী রাজ্য ৮। সমবেদনা, মমতা ৯। হাতের লেখা ভালো নয় এমন, বেয়াড়া, ১১। ভাঙের সরবত খেতে অভ্যস্ত ১৩। গুজরাটি নৃতগীতবিশেষ।

সমাধান ■ ৪৫৫৭

পাশাপাশি : ২। দাগাবাজি ৫। পোষড়া ৬। বাড়বাড়ন্ত ৮। নন্দা ৯। হাল ১১। বছরভর ১৩। চিতেন ১৪। দলবল।

উপর-নীচ : ১। তপোলোক ২। দাড়া ৩। বাদাড় ৪। বাড়ন্ত ৬। বান্দা ৭। বাচাল ৮। নফর ৯। হার ১০। পদানত ১১। বরুণ ১২। ভন্ডুল ১৩। চিল।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা ৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা ৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪১০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

অপরাধের তদন্ত

বিদেশি মুদ্রা বিনিময়ের নামে আর্থিক অনিয়ম ও বিদেশে টাকা পাচারের অভিযোগে বুধবার বালিগঞ্জ ও নিউ আলিপুরে দুই ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালাল ইডি। অপরদিকে, প্রায় ২ কোটি টাকার ডিজিটাল অ্যারেস্টের মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের।

রোলারে নষ্ট

বুধবার বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে ইকো পার্কে নেশামুক্ত ভারত গড়তে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে রোলারে চড়ে ৩ লক্ষ ১০ হাজার কাফ সিরাপের বোতল নষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

রিপোর্ট তলব

খাম প্রতীক তুলে নেওয়ায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল আইএসএফ। বুধবার এই সংক্রান্ত মামলায় নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য জানতে চাইল বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার ফের এই মামলা শুনবে আদালত।

বেতন অনিশ্চয়তা

কলকাতা পুরসভার ১০০ দিনের কাজের প্রায় ১৫ হাজার কর্মী দু'মাস ধরে বেতনহীন। দৈনিক ২০২ টাকা মজুরিতে সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছেন তাঁরা। পুজোর আগে পরের মাসের বেতন মিলবে কি না, তা নিয়েও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

পঞ্চমীতে বর্ধিত ডিএ

মিলবে অক্টোবরের বেতন এবং পেনশনও, জারি বিজ্ঞপ্তি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অক্টোবর মাসের বেতন ও বর্ধিত ২০ শতাংশ হারে ডিএ পুজোর মধ্যেই সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের হাতে তুলে দেওয়ার দিনক্ষণ ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। এই বর্ধিত ডিএ-র সুবিধা পাবেন পেনশনভোগীরাও। ১৫ অক্টোবর নতুন হারে বেতন ও পেনশন তাঁদের দেওয়া হবে বলে বুধবার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নবান্নের অর্থ দপ্তর। পুজোর আগে এই সুখবরের কথা এতদিন শুধু মুখ্যমন্ত্রী ও সরকারি ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবার বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ায় খুশির হাওয়া কর্মী মহলে।

সেপ্টেম্বরের বেতন মাস শেষে হাতে পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যেই আবার অক্টোবরের বেতন ও বর্ধিত ডিএ পাবেন তাঁরা।

অর্থ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, অক্টোবরের বেতন সরকারি কর্মী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বেতন, মজুরি, পারিশ্রমিক, স্টাইপেন্ড ও সাম্মানিকের সঙ্গে বর্ধিত ২০ শতাংশ ডিএ দেওয়া হবে ১৫ অক্টোবর। সেদিন দুর্গাপুজোর পঞ্চমী। ওই একই দিনে অক্টোবর মাসের পেনশন ও পারিবারিক পেনশনও মিটিয়ে দেওয়া হবে।

গত মে মাসে রাজ্যে ক্ষমতায় এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি মেটাতে সরকারের প্রতিশ্রুতির কথা ঘোষণা করেছিলেন। পরে রাজ্য বাজেটে তাঁদের জন্য অতিরিক্ত ২০ শতাংশ ডিএ দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। সব কর্মচারী সংগঠন সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। যদিও রাজ্যের শিক্ষা ও শিক্ষাকর্মীদের ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের আওতায় কেন আনা হচ্ছে না সেই নিয়ে একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রশ্নও তোলা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে সরকারি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মুকুন্দপুর কাণ্ডে মমতাপন্থী তৃণমূলের পাশে বাম-কংগ্রেস

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : মুকুন্দপুরে কার্যালয় দখলকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষের ঘটনায় মমতা তৃণমূলের পাশে দাঁড়াল সিপিএম ও কংগ্রেস। দুই শিবিরই তৃণমূল নেতা-কর্মীদের ওপর আক্রমণের ঘটনার নিন্দা করেছে। নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থী নাম তুলে নেওয়ায় কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিকে হটাতে বৃহত্তর জোটের পক্ষে সওয়ালও করেছিলেন তিনি। মুকুন্দপুরকাণ্ডে সেই জোটের একটি ছোট ঝলক দেখা গিয়েছে। উপাসনাদের পাশে থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'এই বর্বরোচিত হামলায় তৃণমূল নেতা ও প্রাক্তন আইপিএস আধিকারিক হুমায়ুন কবীর সহ একাধিক নেতা কর্মী গুরুতরভাবে আহত ও রক্তাক্ত হয়েছেন। আমরা প্রশাসনের কাছে দাবি জানাচ্ছি অবিলম্বে দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে এবং আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'যাদবপুর থানার মধ্যে যেভাবে প্রাক্তন আইপিএস অফিসার আক্রান্ত হলেন, তার নিন্দা করার কোনও ভাষা নেই।'

বুধবারের ঘটনায় দু'জন তৃণমূল সমর্থক- শ্রীদীপ দাস ও প্রীতম পাণ্ডুকে গ্রেপ্তার করেছে যাদবপুর থানার পুলিশ। যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। তাঁর কথায়, 'জঙ্গলরাজ চালাচ্ছে বিজেপি। বিজেপির যাঁরা গুন্ডামি করল, আমাদের মেয়েদের গায়ে হাত দিল, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।'

মঙ্গলবার প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীর ও আইটি সেল ইনচার্জ উপাসনা চৌধুরীর ওপর হামলা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেছে কালীঘাট শিবির। এদিন তাঁরা অভিযোগ করেন ওই রাতে ১০৬ নম্বর ওয়ার্ডে দলীয় কর্মীর বাড়িতে ঢুকে তাঁর স্বামীকে মেরে দাঁত ভেঙে দেওয়া হয়েছে। যা নিয়ে রাজ্যের নারী সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কুণাল। মঙ্গলবার মধ্যরাতে মুকুন্দপুরের ঘটনা নিয়ে সমাজমাধ্যমে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, 'আজ যা ঘটল তা কেবল রাজনৈতিক সংঘাত ছিল না, বরং তা ছিল হিংসা, ভয় দেখানো এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার এক উদ্বেগজনক দৃশ্য।'

লাল পাড় সাদা শাড়িতে সেজে উঠছেন মা দুর্গা। বুধবার কুমোরটুলিতে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩৩% আসন

হাওড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : কলকাতার পর হাওড়া পুরভোটের ওয়ার্ড সংরক্ষণের খসড়া তালিকা প্রকাশ করল রাজ্য। ৬৮টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৩টি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, মোট আসনের প্রায় ৩৩ শতাংশে এবার মহিলা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকছে। বুধবার হাওড়ার জেলাশাসক তথা জেলা মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন অফিসার পি দীপাপ্রিয়া বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ১৯৯৪ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন (আসন সংরক্ষণ) আইনের ৩ নম্বর ধারা মেনে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দেওয়া ক্ষমতাবলেই তৈরি হয়েছে এই খসড়া তালিকা।

হাওড়া পুরভোট

প্রস্তাবিত তালিকায় ১, ৪, ৭, ১০, ১৩, ১৬, ১৯, ২২, ২৫, ২৮, ৩১, ৩৪, ৩৮, ৪১, ৪৪, ৪৭, ৫০, ৫৩, ৫৬, ৫৯, ৬২ এবং ৬৫ নম্বর ওয়ার্ড মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষণ থাকছে ৩৫ ও ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডে। তার মধ্যে ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডটি তপসিলি জাতিভুক্ত মহিলাদের জন্য। তপসিলি জনজাতির জন্য কোনও ওয়ার্ড সংরক্ষণের প্রস্তাব নেই। মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের প্রসঙ্গটি রাজনৈতিক ভাবেও তাৎপর্যপূর্ণ। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে সঙ্কল্পপত্রে ক্ষমতায় এলে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। হাওড়ায় খসড়া তালিকা প্রকাশের পর দলের প্রতিক্রিয়া, 'জয় হোক মাতৃশক্তির।'

আরএসএসের নতুন ভবন

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : নিউটাউনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ তথা আরএসএসের নতুন শাখা ভবনের বাস্তু পূজায় উপস্থিত থাকলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর এখানেই নবনির্মিত কেশব স্মৃতি ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করবেন স্বরকার্যবাহ তথা আরএসএসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসবলে। ৭২ বছর পরে কলকাতা পার্শ্ববর্তী উপনগরী সল্টলেক-নিউটাউন-রাজারহাটকে কেন্দ্র করে আরএসএসের সংগঠনকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে এই ভবন তৈরি হল। পরিবর্তনের বাংলায় আরএসএসের শক্তিবৃদ্ধিতে যা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

১৯৫৪ সালে উত্তর কলকাতার বিধানসরণিতে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের দপ্তর। পরে ১৯৮১-তে উত্তর কলকাতার হেদুয়া সংলগ্ন কেশব ভবনে নিজস্ব দপ্তর তৈরি হয়। এই কেশব ভবনই এতদিন পর্যন্ত কলকাতা সহ পূর্বাঞ্চলের প্রধান ও একমাত্র কেন্দ্র বলে পরিচিত ছিল। আরএসএসের প্রবীণ নেতা অজয় নন্দী বলেন, 'সংঘের প্রতিষ্ঠাতা হেডগেওয়াড়ের জন্মদিনে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কেশব ভবনের। সংঘের শতবর্ষে আমরা তারই সম্প্রসারণ করতে চলেছি। তাই এই ভবনের নামও প্রতিষ্ঠাতা কেশব রাও দীক্ষিতের স্মরণে কেশব স্মৃতিভবন রাখা হয়েছে।' নিউটাউনের এই ভবনের পাঁচকাঠা জমি আরএসএস কিনেছিল ২০২২ সালে বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে। নতুন এই পাঁচতলা ভবনে আরএসএসের সাংগঠনিক কাজকর্ম ও বৈঠকের পাশাপাশি একটি আর্কাইভ গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে সংঘের।

অসম ও সিকিমের দায়িত্বে মনোজ ও রাজু

বনসলই অভিভাবক রাজ্য বিজেপির

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : ২০২৯-এর লোকসভা ভোটকে মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে দলের সাংগঠনিক রদবদল করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। তবে এরাজ্যে দলের দায়িত্বের ক্ষেত্রে আপাতত সুনীল বনসলের ওপরই ভরসা রাখলেন অমিত শা, নীতিন নবীনরা। নীতিন নবীনের নতুন পদাধিকারী নিয়োগে এরাজ্য থেকে গুরুত্ব পেলেন উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা। সিকিমের পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পেয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। সম্প্রতি মনোজকে নীতিনের ক্যাবিনেটে জাতীয় সহ সভাপতি করা হয়েছিল। এবার তাঁকে প্রতিবেশী রাজ্য অসমের সহ পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। নবীনের তালিকায় গুরুত্ব পেয়েছে ভোটমুখী কেন্দ্রশাসিত রাজ্য গোয়া সহ ৭ রাজ্যের দায়িত্ব বণ্টন। উত্তরপ্রদেশ, গুজরাটের মতো রাজ্যের সাংগঠনিক দায়িত্ব প্রবীণ আরএসএস নেতৃত্বের ওপরই ছাড়া হয়েছে।

২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর দু'দিনের সফরে রাজ্যের সাংগঠনিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য আসছেন সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। তার আগে পশ্চিমবঙ্গ সহ ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এলাকার পর্যবেক্ষক ও সহ পর্যবেক্ষকদের তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গে ইনচার্জ তথা মুখ্য পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন সুনীল বনসল। আপাতত তিনি রাজ্যের দায়িত্বে থাকছেন। বনসলের সঙ্গে সহকারী পর্যবেক্ষক হিসেবে ছিলেন মঙ্গল পান্ডে, অমিত মালব্য এবং আশা লাকড়া। সাংগঠনিক গুরুত্বের বিচারে পান্ডের পদোন্নতি হল এটা বলাই যায়। দিল্লিতে জেন জেড আন্দোলনের মোকাবিলায় ব্যর্থতার কারণে আগেই পদ হারিয়েছিলেন বিজেপির আইটি ইনচার্জ অমিত মালব্য। এবার তাঁকে এরাজ্যের সহকারী পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে মহারাষ্ট্রে পাঠানো হল। আশা

- প্রবীণ আরএসএস নেতা ডঃ রাজদীপ রায়কে মণিপুরের পর্যবেক্ষক করা হয়েছে
- পঞ্জাবের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সতীশ পুনিয়াকে
- উত্তরাখণ্ডে পর্যবেক্ষক করা হয়েছে রাম মাধব ও অরবিন্দ মেননকে

লাকড়া ইতিমধ্যেই জাতীয় এসটি কমিশনের সদস্য হয়েছেন। তাঁদের জায়গায় এবার বনসলের সহকারী হিসেবে মনোনীত হয়েছেন লাল সিং আর্য, রাজেন্দ্র সিং ও পিঙ্কি কুশওয়া। ২০২৬-এর নির্বাচনে এরাজ্যের ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে সহকারী ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছিলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব। নবীনের নতুন নিয়োগে বিপ্লবকে মধ্যপ্রদেশের মুখ্য পর্যবেক্ষক করা হয়েছে। সুনীল বনসল পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি তেলেঙ্গানারও দায়িত্ব পেয়েছেন।

২০২৭-এ কেন্দ্রশাসিত গোয়া সহ ৭ রাজ্যে নির্বাচন। এর মধ্যে গোয়া, মণিপুর, পঞ্জাব ও উত্তরাখণ্ডের মেয়াদ শেষ হচ্ছে মার্চে। অর্থাৎ ফেব্রুয়ারিতেই সেখানে নির্বাচন হওয়ার কথা। মণিপুরের বিশেষ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে প্রবীণ আরএসএস নেতা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত ডঃ রাজদীপ রায়কে মণিপুরের পর্যবেক্ষক করা হয়েছে। বিরোধী শাসিত পঞ্জাবের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সতীশ পুনিয়াকে। উত্তরাখণ্ডে এবার বিজেপির কাছে ক্ষমতা ধরে রাখা চ্যালেঞ্জ। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে আরএসএসের অন্যতম থিংকট্যাংক রাম মাধব ও অরবিন্দ মেননকে সেখানে পর্যবেক্ষক করা হল। আগামী বছরের এপ্রিলে উত্তরপ্রদেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের নির্বাচন। ২০২৯-এর লোকসভা ভোটের আগে বিজেপির কাছে এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেকথা মাথায় রেখে প্রবীণ আরএসএস নেতা বিনোদ তাওড়েকে উত্তরপ্রদেশের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিনোদ এবার সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচনের দৌড়ে ছিলেন। কিন্তু সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচনের মুখে তাঁর বিরুদ্ধে একটি দুর্নীতির অভিযোগ উঠে আসে। যাকে কেন্দ্র করে দলীয় অন্তর্ঘাতের অভিযোগও তুলেছিল তাওড়ে অনুগামীরা। গুজরাট ও হিমাচলপ্রদেশের মেয়াদ শেষ আগামী বছরের ডিসেম্বরে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র গুজরাটের ফলও বিজেপির কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এখানেও তরুণ চুঘের মতো আরএসএস নেতার ওপরই ভরসা রেখেছেন নবীন।

রাজ্যে আদানি, আশা বিনিয়োগ আলোচনার

রিমি শীল

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : কলকাতায় পা রাখলেন আদানি সংস্থার কর্ণধার গৌতম আদানি। রাজ্যে বিনিয়োগ ও শিল্পায়নের সম্ভাবনা নিয়ে আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই আবহেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৃহস্পতিবার বৈঠক হওয়ার কথা গৌতম আদানির। বুধবার রাতেই কলকাতায় এসে পৌঁছোবেন তিনি। নবান্নে বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার আগে তাজবেঙ্গল হোটেলে রাজ্যের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গেও বৈঠক করবেন তিনি। সেখানে বিনিয়োগের বিভিন্ন রূপরেখা তৈরি হতে পারে বলে জল্পনা।

সম্প্রতি ঝটিকা সফরে মুম্বই গিয়ে রিলায়েন্স শিল্পগোষ্ঠীর কর্ণধার মুকেশ আম্বানির সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পরে রাজ্যে শিল্প সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে সমাজমাধ্যমে বার্তাও দিয়েছেন তিনি। রাজ্যের আর্থিক পুনরুজ্জীবনে যথাসম্ভব বিনিয়োগ টানতে প্রস্তুত রাজ্য সরকার। এই পরিস্থিতিতে গৌতম আদানির রাজ্য সফর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বৃহস্পতিবার নিউটাউনে আদানি গোষ্ঠীর হাসপাতালের শিলান্যাস অনুষ্ঠানও হওয়ার কথা। সেখানে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী ও গৌতম আদানি।

এরই মধ্যে বাংলার দুর্গাপুজোর সঙ্গেও নিজেদের যুক্ত করেছে আদানি গোষ্ঠী। দুর্গোৎসবে 'দুর্গাপুজো আদানি প্রিভিউ-২০২৬' কর্মসূচি শুরু করতে চলেছে তারা। আটটি নির্বাচিত পুজোকে ২৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। তার মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা পাবেন প্রধান শিল্পী। ১৫ লক্ষ টাকা পাবে পুজো কমিটি। কলকাতা, বিধাননগর, দক্ষিণ দমদমের বারোয়ারি দুর্গাপুজোর শিল্পী ও কমিটিগুলিকে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নাম নথিভুক্ত করতে বলা হয়েছে। এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে তাঁরা তাঁদের সৃজনশীল ভাবনা ও শিল্পকর্ম থিমভিত্তিক পরিকল্পনা তুলে ধরবেন। গৌতম এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ উৎসবের শরিক হতে পেরে আমরা গর্বিত। বছরের পর বছর ধরে অপূর্ব শিল্পকর্মের স্বীকৃতি দেওয়াই লক্ষ্য।' জানা গিয়েছে ১০, ১১ ও ১২ অক্টোবর পুজো সমীক্ষার কাজ চলবে।

ভোটের দিনেও জেলে থাকবেন মিলন

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : ভোটের দিনও জেলে থাকতে হচ্ছে নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে। বুধবার খেজুরি থানার নতুন আরও একটি মামলায় ৭ অক্টোবর পর্যন্ত তাঁকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে কাঁথির মহকুমা আদালত। ২০০৭ সালের মামলায় মিলনকে শোন অ্যারেস্ট করার আবেদন জানায় পুলিশ। তা মঞ্জুর করা হয়েছে। অপরদিকে, কলকাতা হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করেছেন কংগ্রেস প্রার্থী। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাঁর আইনজীবীর বক্তব্য, ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রামে উপনির্বাচন রয়েছে। ভোটের দিন এগিয়ে এসেছে। তাই দ্রুত জামিনের আবেদনের শুনানি করা হোক। চলতি সপ্তাহেই মামলার শুনানি হবে। আগেই নিম্ন আদালতের নির্দেশে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত তাঁকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

মিলনের রক্ষাকবচ সংক্রান্ত মামলা বিচারাধীন রয়েছে হাইকোর্টে। তাঁর বিরুদ্ধে মোট ১১টি মামলা রয়েছে বলে হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে মঙ্গলবার জানিয়েছিল রাজ্য। পাঁচটি মামলায় ইতিমধ্যেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি পাঁচটি মামলা প্রত্যাহার করেছে রাজ্য। আরেকটি মামলায় অভিযুক্ত নন মিলন। ফলে নতুন করে আর পদক্ষেপ করার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু রাজ্যের আশ্বাসের পরেও বুধবার পদক্ষেপ করা হয়েছে। এদিন মিলনের আইনজীবীকে এজলাসে আলাদা করে ডেকে বিভিন্ন মামলার বিষয়ে জানতে চান বিচারপতি ভট্টাচার্য। মিলনের আইনজীবী জানিয়েছেন, নতুন করে তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তাই এই বিষয়ে বৃহস্পতিবারই শুনানি হবে।

আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদর দিনে... বুধবার নদিয়ায়। -পিটিআই

গ্রেপ্তার অধ্যক্ষ

বারাসত, ২৩ সেপ্টেম্বর : তোলাবাজি সহ একাধিক অভিযোগে গ্রেপ্তার উত্তর ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ তথা তৃণমূল নেতা আরসাদ উদ জামান। বুধবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে দত্তপুকুর থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, সম্প্রতি একজন স্থানীয় বাসিন্দা তাঁর বিরুদ্ধে ভয় দেখিয়ে ৬ লক্ষ টাকা তোলা নেওয়ার অভিযোগ দায়ের করেন। তারপর থেকে পলাতক ছিলেন আরসাদ। মঙ্গলবার রাতে বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি। খবর পেয়ে এদিন ভোরে বাড়ি থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

তিন মাওবাদী নেতার আত্মসমর্পণ

দীপেন ঢাং

বাঁকুড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : দুই দশকের সশস্ত্র আন্দোলনে ইতি। বুধবার বাঁকুড়া পুলিশ লাইনে রাজ্য পুলিশের এডিজি (পশ্চিমাঞ্চল) আনন্দ কুমারের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন তিন মাওবাদী নেতা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁদের নাম জবা ওরফে বুলু, নয়নতারা সাহু ওরফে মিতা ওরফে ঝুমা এবং রামপ্রসাদ মান্ডি ওরফে শচীন। উপস্থিত ছিলেন ডিআইজি (বাঁকুড়া রেঞ্জ) অভিষেক মোদী, পুলিশ সুপার পিভিজি সতীশ পাশুমার্থী-সহ অন্যান্য পুলিশকর্তা।

আনন্দ কুমার বলেন, 'ওরা ২০ বছর ধরে সক্রিয় ছিল। গত ১০ বছর এ রাজ্যে অপারেশনের কাজ করছিল। সরকারের নিয়মানুযায়ী ওরা আত্মসমর্পণ করল এদিন।' পুলিশ জানিয়েছে, জবা ও নয়নতারা মাওবাদী সংগঠনের জোনাল কমিটির সদস্য ছিলেন। রামপ্রসাদ ছিলেন বাংলা, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার আঞ্চলিক কমিটির সদস্য। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুরের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূমের কোলহান এলাকাতেও তাঁদের সক্রিয়তা ছিল।

আত্মসমর্পণের সময় দু'টি ইনসাস, একটি একে-৪৭, ১০টি ম্যাগাজিন ও ১৫৪ রাউন্ড কার্তুজ জমা দেন তাঁরা। তিন জনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ৭৫টিরও বেশি মামলা রয়েছে। ইউএপিএ ছাড়াও অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনে মামলা রয়েছে। আত্মসমর্পণে পর রামপ্রসাদ বলেন, '২০ বছর ধরে এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। রাজ্যের যেসব এলাকায় অনুন্নয়নের অন্ধকার জমে ছিল তা আস্তে আস্তে কেটে গিয়েছে। এখন নতুন সরকার আসার পর রাস্তা হয়েছে, বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে,

দুই দশকের সশস্ত্র আন্দোলনে ইতি

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভালো হয়েছে, তাই সশস্ত্র আন্দোলনের পথ ছেড়ে সরকারের উন্নয়নে শামিল হতেই আত্মসমর্পণ করলাম।'

মাওবাদী সংগঠনে যোগ দেওয়া নিয়ে তিনি বলেন, 'আমার এলাকায় যে আঁধার দেখেছি তখন ভেবেছিলাম তা দূর করতে পারে একমাত্র সিপিআই (মাওবাদী) পার্টি। এখন নতুন সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ আমাদের ভালো লেগেছে।'

ক্যামাক স্ট্রিটেই অভিষেকের অফিস

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : ক্যামাক স্ট্রিটে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলীয় দপ্তর খালি করার মামলায় নিম্ন আদালতের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্ট। বুধবার মামলা ফেরত পাঠানো হল নিম্ন আদালতে। দ্রুত এই মামলা নিষ্পত্তির জন্য নিম্ন আদালতকে সময়সীমা বেঁধে দিল বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি সন্দীপ কুমার দে'র ডিভিশন বেঞ্চ। অফিস খালি করা নিয়ে তৃণমূলকে আইনি নোটিশ ধরিয়েছিল মালিক রমাদেবী গোয়েঙ্কা। কিন্তু মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে বলেছিল নিম্ন আদালত। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন রমাদেবী। এদিন রাজ্যের উচ্চ আদালত সংশ্লিষ্ট নির্দেশে হস্তক্ষেপ না করায় আপাতত ক্যামাক স্ট্রিটেই থাকছে অভিষেকের অফিস।

বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, পুজোর ছুটির পর আদালতের স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হলে ১৫ দিনের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে। দুই পক্ষেরই বক্তব্য শুনতে হবে। বাড়ির মালিক তাঁদের বক্তব্য হলফনামা দিয়ে জানাবেন নিম্ন আদালতে।

কীর্তন অ্যাকাডেমি গড়বে রাজ্য

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : অবিভক্ত বাংলার ঐতিহ্যবাহী কীর্তন গানে নতুন জোয়ার আনতে এবং আধুনিক প্রজন্মের কাছে এর হারানো জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে দিতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করল রাজ্য সরকার। এই ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে রাজ্যে একটি সম্পূর্ণ নতুন কীর্তন রিসার্চ অ্যাকাডেমি গড়ে তোলার ঘোষণা করা হয়েছে। বুধবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত অ্যাকাডেমি-র উদ্যোগে আয়োজিত তিনদিনব্যাপী এক কীর্তন কর্মশালার আনুষ্ঠানিক সূচনা করে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী এই পরিকল্পনার কথা জানান। তিনি জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই প্রস্তাবিত সংকীর্তন অ্যাকাডেমির উদ্বোধন করবেন।

আধুনিক ঘরানার চটুল সংগীতের প্রভাবে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং কবি জয়দেবের ভাবধারায় পুষ্ট পদাবলি কীর্তন ক্রমশ উপেক্ষিত হচ্ছে। সেই হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যেই অ্যাকাডেমি ভবনে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে মন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী জানান, 'কীর্তন কেবল

গান নয়, এটি বাংলার সাহিত্য, সংগীত, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব সমন্বয়। রাজ্য সরকার বাংলার এই নিজস্ব প্রাচীন ঐতিহ্যকে কোনওভাবেই হারিয়ে যেতে দেবে না।' তরুণ প্রজন্মকে শিল্পের নিজস্ব শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত করার পাশাপাশি কীর্তন বিষয়ক প্রাচীন প্রামাণ্য নথি ও গ্রন্থ সংরক্ষণের কাজও অ্যাকাডেমির মাধ্যমে করা হবে।

এদিনের কর্মশালায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বহু তরুণ শিক্ষার্থী উৎসাহের সঙ্গে অংশ নেন। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কঙ্কনা মিত্র, যিনি পদাবলি কীর্তনের জটিল তান ও লীলাকীর্তনের মৌলিক সুরের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেন। ড. মিত্র অভিযোগ করেন, পূর্বতন সরকার বাংলার রামায়ণ গান বা কীর্তনের উন্নয়নে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। তিনি রাজ্য সরকারের কাছে কীর্তন গবেষণার জন্য একটি পৃথক সেল গঠনের পাশাপাশি রবীন্দ্রভারতীর স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ স্কলারশিপ চালুর আর্জি জানান। মন্ত্রী এই প্রস্তাবগুলি লিখিতভাবে দপ্তরে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

রাজ্য সংগীত অ্যাকাডেমির সচিব সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কীর্তনের মৌলিকত্ব বজায় রেখে তাকে নবীন প্রজন্মের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে ভবিষ্যতে জেলায় জেলায় এই ধরনের কর্মশালার আয়োজন করা হবে। ২৬ সেপ্টেম্বর অ্যাকাডেমির উদ্যোগে একটি বিশেষ গৌড়ীয় নৃত্যের অনুষ্ঠানও আয়োজন করা রয়েছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

লাফাতে পারে না যারা

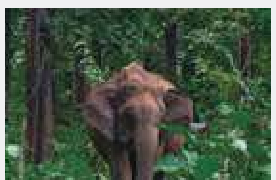

পৃথিবীতে অনেক প্রাণীই জোরে দৌড়াতে পারে, আবার কেউ বহুদূর লাফাতে পারে। কিন্তু এত বিশাল প্রাণীজগৎ হওয়া সত্ত্বেও হাতি হল একমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণী যারা লাফাতে পারে না। হাতির শরীরের ওজন এতই বেশি এবং এদের পায়ের হাড়ের গঠন এতটাই সোজা যে, এরা চাইলেও মাটি থেকে চার পা একসঙ্গে শূন্যে তুলতে পারে না। এদের পায়ের পাতা স্পঞ্জের মতো প্যাড দিয়ে তৈরি, যা কেবল তাদের বিশাল ওজন ধরে রাখতেই সাহায্য করে।

হাওয়াই যাচ্ছে আলাস্কার দিকে

পৃথিবীর মানচিত্রে আমরা দেশগুলোকে এক জায়গায় স্থির থাকতে দেখি, কিন্তু ভূত্বকের প্লেটগুলো সারাক্ষণ খুব ধীরে ধীরে নড়াচড়া করছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেটের নড়াচড়ার কারণে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ প্রতি বছর প্রায় তিন ইঞ্চির মতো করে উত্তরের দিকে অর্থাৎ আলাস্কার

দিকে সরে যাচ্ছে। মানুষের নখ যে গতিতে বাড়ে, ঠিক সেই গতিতেই ভূখণ্ডের এই বিশাল প্লেটটি ধীরে ধীরে পৃথিবীর উত্তর মেরুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

শিশুদের হাড়ের সংখ্যা

একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শরীরে মোট দুশো ছয়টি হাড় থাকে, এ কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু সদ্য জন্মানো একটি শিশুর শরীরে হাড়ের সংখ্যা প্রায় তিনশোর কাছাকাছি থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের মাথার

খুলি এবং অন্যান্য অনেক ছোট হাড় একে অপরের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে একটি বড় হাড়ে পরিণত হয়। ফলে প্রাপ্তবয়স্ক হতে হতে মানুষের শরীরের মোট হাড়ের সংখ্যা অনেক কমে যায়।

তিমির জিভের ওজন

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণী নীল তিমির বিশালত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকলেও, এর দেহের নির্দিষ্ট অঙ্গগুলোর ওজন শুনলে অবাক হতে হয়। একটি পূর্ণবয়স্ক নীল তিমির কেবল জিভের ওজনই একটি আস্ত হাতির ওজনের সমান হতে পারে। আর এদের হৃৎপিণ্ডটি আকারের দিক থেকে একটি ছোট গাড়ির সমান বড় হয়। সমুদ্রের জলের ভেতরে থাকার কারণেই এই বিশাল আকারের প্রাণীরা নিজেদের ওজন অনায়াসে সামলে নিতে পারে।

এনজেপি, বিমানবন্দরে বাসের পরিকল্পনা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : পরিষেবা ঢেলে সাজাতে উদ্যোগী উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। ফের এনজেপি স্টেশনের পাশাপাশি বাগডোগরা বিমানবন্দরের সঙ্গেও বাস পরিষেবাকে যুক্ত করতে চাইছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, এনজেপি থেকে ফের বাস পরিষেবা চালুর ব্যাপারে ইতিমধ্যেই রেলের উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে নিগমের। আলোচনায় ঠিক হয়েছে, খোদ এডিআরএম এনজেপি স্টেশনের পার্কিং চত্বর পরিদর্শন করে বাস দাঁড়ানোর জায়গা নির্দিষ্ট করে দেবেন। অন্যদিকে, এয়ারপোর্ট অথরিটির সঙ্গেও আলোচনা সেরে ফেলেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। বিমানবন্দরে বাস পরিষেবা চালুর ব্যাপারে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ট্রাফিকের সঙ্গেও আলোচনা সেরে ফেলতে চাইছে নিগম।

এদিকে, শুধু এয়ারপোর্ট কিংবা এনজেপি স্টেশনই নয়, পর্যটনেও নিজেদের প্রসার ঘটাতে পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠনের সঙ্গেও টাই-আপ করে এগোতে চাইছে নিগম। ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে পর্যটন ব্যবসায়ী ও অ্যাসোসিয়েশনগুলোর সঙ্গে নিজেদের প্রস্তাব নিয়ে আলাপ আলোচনা শুরু করেছেন নিগমের কর্তারা। নিগমের কর্তারা ইতিমধ্যেই ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

সংগঠনের সভাপতি দেবাশিস মৈত্র বলেন, 'ওঁরা কিছু বাস-ট্যাক্সি নামাতে চাইছেন। ওঁরা চাইছেন, আমরা সেই বাস-ট্যাক্সিগুলো চালাই। সেক্ষেত্রে কিলোমিটার হিসেবে আমাদের একটি রেট দিতে হবে। চালক, তেল— সবকিছুই নিগমের। আমরা এই প্রস্তাবে খুশি। তাছাড়া নিগমের কর্মীসংকটও রয়েছে। আমরা এটাও বলেছি, কর্মীর কোনও প্রয়োজন হলে আমাদের থেকেও ওঁরা নিতে পারেন।' প্রসঙ্গত, এর আগেও বাস-ট্যাক্সি পরিষেবা শুরু করেছিল এনবিএসটিসি। যদিও প্রচারের অভাবে সেই পরিষেবা মাঝপথেই থমকে গিয়েছিল। কর্মীসংকটও সমস্যা হয়ে উঠেছিল। রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হতেই অবশ্য পদ্ধতি পরিবর্তন করছে নিগম। এবারে সরাসরি টাই-আপ করে পর্যটন ব্যবসায়ী ও পর্যটন অ্যাসোসিয়েশনগুলোর মাধ্যমে তারা এই পরিষেবা চালাতে চাইছে। এয়ারপোর্ট ও এনজেপি থেকে বাস কোন কোন রুটে যাবে, সেটা তারা প্রাথমিকভাবে ঠিক করেছে।

নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, এয়ারপোর্ট রুটে এসি ও নন-এসি— দুই ধরনের বাসই চালাতে চাইছেন নিগমের কর্তারা। দুই ধরনের বাসই কোর্ট মোড় থেকে ছাড়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। অন্যদিকে, এনজেপি থেকে সিটি বাস চালানোর পাশাপাশি দার্জিলিং, কালিম্পং ও ডুয়ার্স রুটের বাস ছাড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। নিগম সূত্রে খবর, বিগত আমলে একাধিকবার এনজেপি থেকে বাস পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল রেলের অসহযোগিতা। এবারে অবশ্য সেই সমস্যা থাকছে না বলে নতুন করে এনজেপি থেকে পরিষেবা চালুর ব্যাপারে আশার আলো দেখছেন নিগমের কর্তারা।

প্রকৃতির রোষে পর্যটনে ধাক্কা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : শরতের আকাশই তো একরাশ নীলিমা, পেঁজা তুলোর মেঘের ভেলায় ভেসে বেড়ানো এবং কাশফুলের দোলায় পুজো পুজো গন্ধ— কিন্তু আশ্বিনের শারদ প্রাতেও তো আকাশের মুখ ভার। এমন পরিস্থিতি যে প্রকৃতির 'অন্য খেলা', বুঝতে অসুবিধা হয়নি দার্জিলিং পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া হরিনাভি-সুভাষনগরের পিউ সরকারের। পুজোর আগে পাহাড় থাকে 'সস্তা', তাই এক সহকর্মীর সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতা থেকে দার্জিলিংয়ে তাঁর ছুটে আসা। কিন্তু বুধবারের নাছোড় বৃষ্টিতে আকাশের মতো পিউয়েরও মুখ ভার। 'আগে জানলে আসতাম না,' ছাতা মাথায় ম্যালের রাস্তায় পা রেখে অকপট পিউ।

নেপাল বিপর্যয়ের প্রভাব পাহাড়ি পর্যটনে এতটাই পড়েছে যে, পরিস্থিতি আগাম জেনেই সিকিম বা দার্জিলিংয়ের ট্যুর প্ল্যান করতে চাইছেন পর্যটকরা। যে কারণে বর্তমান দুর্যোগ এবং প্রতিদিনের ধসের প্রভাবে উদ্বেগ বাড়ছে পর্যটন মহলে। পাহাড়ি পর্যটনের স্পন্দন এখনও থেমে যায়নি, কিন্তু দু'-তিনদিন বিরতি দিয়েই অবিরাম বৃষ্টি এবং ধসের প্রভাব যে পুজো পর্যটনে পড়তে পারে, সেই আশঙ্কা রয়েছে পর্যটননির্ভর ব্যবসায়ীদের মধ্যে। বিশিষ্ট পর্যটন ব্যবসায়ী ও সিআইআই ট্যুরিজম প্যানেলের চেয়ারপার্সন সম্রাট সান্যাল বলছেন, 'নেপাল বিপর্যয়ের প্রভাব কিছুটা হলেও পড়েছে হিমালয়ান ট্যুরিজমে। পাহাড়ের পরিস্থিতি বুঝে নিয়েই বুকিংয়ের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন পর্যটকরা। তার মধ্যে যদি বর্ষার বিদায়লগ্নে এমন টানা বৃষ্টি হয়, তবে তার প্রভাব পড়াটাও অবশ্যম্ভাবী।'

টানা বৃষ্টি এবং তার প্রভাবে পাহাড়ি পথে ধস উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে। রাস্তা চওড়া করতে পাহাড় কাটতে হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরেই বন্ধ রয়েছে ৭১৭ এ জাতীয় সড়ক। এরই মধ্যে দু'দিনের বিরতির পর বুধবার ফের ধস নামে বরদাংয়ে। ফলে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বন্ধ থাকে সিকিমের জীবনরেখা ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের একাংশ। প্রকৃতির এই রুদ্ররোষে বিচ্ছিন্ন উত্তর সিকিমের লাচেন। কবে এই পথে যান চলাচল শুরু হবে এবং পাহাড়ি প্রকৃতিতে গা ভাসিয়ে দেবেন পর্যটকরা— তা স্পষ্ট না থাকায় কার্যত খাদের কিনারায় লাচেনের পর্যটন। তথৈবচ লাচুংও। বলতে গেলে পাহাড়ি সৌন্দর্যের হাতছানি আজ ঢাকা পড়ে গিয়েছে ধস আর কালো মেঘের চাদরে। সূর্যের দেখা না মিললে যে পরিস্থিতির বদল বা ভয় দূর হবে না, তা স্পষ্ট করছেন ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুর অপারেটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দেবাশিস মৈত্র। তবে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, শুক্রবার পর্যন্ত এই দুর্যোগের ধারা অব্যাহত থাকবে। বিশেষ করে দার্জিলিং, সিকিম ও ডুয়ার্স অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।

মাঝ অক্টোবরে দুর্গোৎসব থাকায় এবার বাধা হয়ে দাঁড়াবে না প্রকৃতির খামখেয়ালি— একসময় এমনটাই ধারণা ছিল বাঙালির। কিন্তু অক্টোবরের শুরুতে বঙ্গোপসাগরে একটি সিস্টেম সক্রিয় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে এখনই বিপদ দূর হচ্ছে না।

বিধ্বংসী ধস লাচেংয়ের রাস্তায়। বুধবার। -সংবাদচিত্র

- ■ পাহাড় কাটার কাজের জন্য বন্ধ ৭১৭এ জাতীয় সড়ক; বরদাংয়ের ধসে বুধবার বন্ধ ছিল ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল
- ■ বড় ধরনের ধসে বিচ্ছিন্ন উত্তর সিকিমের লাচেন; কবে লাচেনের পথে নতুন করে গাড়ির চাকা গড়াবে, তা স্পষ্ট নয়
- ■ আগামী দু'দিন পরিস্থিতির তেমন পরিবর্তন ঘটবে না; আবহাওয়ার পূর্বাভাসে আশঙ্কার মেঘ পর্যটনে

গঙ্গায় নজরদারি

বৈষ্ণবনগর, ২৩ সেপ্টেম্বর : নিম্নচাপে লাগাতার বৃষ্টিতে গঙ্গার জলস্তর বাড়তেই নদীপথে সতর্কতা জারি করল প্রশাসন। বৈষ্ণবনগর থানার অন্তর্গত চর ও নদীসংলগ্ন এলাকাগুলিতে সাধারণ মানুষের চলাচল এবং নৌকার ওপর বাড়তি নজরদারি শুরু করেছে পুলিশ।

প্রশাসন ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে নদী পারাপারে মাঝিমাল্লা ও যাত্রীদের সতর্ক করা হচ্ছে। প্রবল বৃষ্টি বা স্রোত বাড়লে কোনওভাবেই যেন ঝুঁকি নিয়ে নৌকা চালানো না হয়, সেই বিষয়ে চলছে সচেতনতা প্রচার।

কুমোরটুলিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পী। বুধবার কলকাতায় দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।

নিহত ভারতীয়

মাসকট, ২৩ সেপ্টেম্বর : মাঝসমুদ্রে আবার আক্রান্ত ভারতগামী জাহাজ। ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন এক ভারতীয় জাহাজকর্মী। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সুরজ যাদব। তিনি উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়ার বাসিন্দা। ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারত সরকারের বিদেশমন্ত্রক। মঙ্গলবার ওমানের পূর্ব উপকূল লাগোয়া আরব সাগরে টর্পেডো হানার শিকার হয় এমভি কেপ দাও নামে একটি পণ্যবাহী জাহাজ। ঘটনার সময় ওই জাহাজে ২০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা সবাই ভারতীয়। ১৯ জনকে কোনওক্রমে উদ্ধার করা গেলেও সুরজকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। এরপর থেকেই ওমান সরকারের সঙ্গে লাগাতার যোগাযোগ রেখে চলছে সাউথ ব্লক। যদিও কেউই এই হামলার দায় নেয়নি। ভারত সরকারও এই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি।

ওয়াপসি চান শংকর

প্রথম পাতার পর

দলে ফেরার বিষয়ে কংগ্রেস হাইকমান্ডের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তাও পাকাপাকি হয়ে গিয়েছে বলে শংকর দাবি করেছেন। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করা কংগ্রেসের পক্ষেই সম্ভব, তৃণমূলের পক্ষে নয় বলেই মনে করছেন শংকর। তাঁর সংযোজন, 'কংগ্রেসে ফেরার বিষয়ে দল আমায় স্বাগত জানিয়েছে। শরীর কিছুটা ভালো হলে কংগ্রেসে ফিরব।'

এদিকে, শংকরের কংগ্রেসে ফেরার বিষয়ে কিছু জানা নেই বলে দাবি করেছেন মমতাপন্থী তৃণমূলের দার্জিলিং (সমতল) জেলার সভাপতি কুন্তল রায়। তিনি বলেন, 'শংকর মালাকারের স্বাস্থ্য কেমন রয়েছে, তা জানতে মঙ্গলবারও ফোন করেছিলাম। তিনি বলেছেন, শীঘ্রই দলের হয়ে ময়দানে নামবেন। তাঁর দলবদল নিয়ে কিছুই জানা নেই।' শংকর মালাকারের দলে যোগদানের বিষয়ে একাধিকবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ও কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীকে ফোন করা হলেও, তাঁরা ফোন ধরেননি।

শিলিগুড়িতে জমির খোঁজে সংঘ

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : বঙ্গে সাংগঠনিক বিস্তার হয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর। স্বয়ংসেবকদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধির পাশাপাশি বাড়ছে তাদের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের কর্মসূচির বহরও। এমন পরিস্থিতিতে বুধবার কলকাতায় সংঘের একটি নতুন ভবন উদ্বোধনের অপেক্ষায়। সংঘ সূত্রে খবর, রাজ্যে পালাবদলের পরে শুধু উত্তরবঙ্গে কমবেশি দেড় শতাধিক শাখা বেড়েছে। তাই শুধু দক্ষিণবঙ্গেই নয়, উত্তরের জেলাগুলিতে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করতে এবার নজর দেওয়া হচ্ছে অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র শিলিগুড়ির ওপর।

সংঘ সূত্রে খবর, শিলিগুড়িতেও বিশাল ভবন নির্মাণের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। সেজন্য জমি খোঁজার কাজ চলছে। আরএসএস সূত্রে খবর, এজন্য প্রাথমিকভাবে এনজেপি এবং বাগডোগরা এলাকাকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। সংঘের উত্তরবঙ্গের এক নেতার কথায়, 'নতুন ভবন হতেই পারে। কাজ বেড়েছে, ভিড় বাড়ছে। ধারাবাহিক নিয়মে সবকিছুই হবে।'

বর্তমানে শিলিগুড়িতে অবস্থিত চারতলা মাধব ভবন উত্তরবঙ্গে আরএসএস-এর প্রধান কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, প্রশিক্ষণ ও সাংগঠনিক কর্মসূচি এখানেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংসেবক ও কর্মকর্তার সংখ্যা অনেকটা বেড়ে যাওয়ায় এই ভবনে এখন স্থানসংকুলান কঠিন হয়ে পড়ছে।

মাধব ভবনের বর্তমান পরিকাঠামোয় হাতেগোনা কিছু সদস্যকে নিয়ে ছোটখাটো বৈঠক করা সম্ভব হলেও, একসঙ্গে কয়েকশো কর্মীকে নিয়ে বড় আকারের আলোচনা আয়োজনের কোনও সভাঘর নেই। ফলে প্রতিটি

লক্ষ্য উত্তরে আরও বিস্তার

বড় সভার জন্য বিকল্প জায়গার ওপর নির্ভর করতে গিয়ে হিমসিম খেতে হচ্ছে নেতৃত্বকে।

এই সমস্যার সমাধানে এবার এক ছাদের তলায় ছোট-বড় সব ধরনের বৈঠকের সুব্যবস্থা রাখতে শিলিগুড়ির এনজেপি কিংবা বাগডোগরা এলাকায় নতুন জমির সন্ধান চালানো হচ্ছে। উদ্দেশ্য, সম্পূর্ণ নিজস্ব জমিতে একটি সুবিশাল ও আধুনিক ভবন গড়ে তোলা, যেখানে বড় আকারের সভা, প্রশিক্ষণ শিবির এবং কর্মকর্তা স্তরের বৈঠক অনায়াসে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

এনজেপিতে হলে নেতৃত্ব স্টেশনে নেমে নিজস্ব দপ্তরেই থাকতে পারবেন। বাগডোগরায় হলে বিমানবন্দরের সুবিধা রয়েছে। তবে বিজেপি বাদেও ইতিমধ্যে শিলিগুড়িতে সংঘের একাধিক শাখা সংগঠনের সাতটি অফিস রয়েছে।

তবে শুধু শিলিগুড়িই নয়, রাজ্যের প্রতিটি জেলাতেই নতুন অফিস নির্মাণের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সংঘের অন্দরে। বর্তমানে বিভিন্ন জেলায় সংঘের যে কার্যালয়গুলি রয়েছে, সেগুলি অনেকটাই ছোট এবং বেশকিছু জায়গায় ভাড়াবাড়িতে কাজ চালাতে হয়। আরএসএস নেতৃত্বের প্রাথমিক লক্ষ্য, এই অস্থায়ী বা ছোট কার্যালয়গুলির বদল ঘটিয়ে প্রতিটি জেলায় নিজস্ব জমিতে ভবন গড়ে তোলা।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংঘ তাদের শক্তিকে বহুগুণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ চালাচ্ছে। সেই লক্ষ্যপূরণেই তৃণমূল স্তরে শাখা বিস্তার, স্বয়ংসেবকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং একই সঙ্গে দ্রুত পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে।

সরব বিরোধীরা

প্রথম পাতার পর

দুই নির্বাচন কমিশনার সান্ধু ও যোশির অভিযোগ, ভোটার তালিকা তৈরি ও সংরক্ষণে এক্তিয়ারবহির্ভূত কাজ করছিলেন সীমা। মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, সীমা খান্নার বেআইনি কাজের কথা প্রথম ফাঁস করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। চোখের চিকিৎসা করিয়ে বুধবারই কলকাতা ফিরেছেন অভিষেক। ফিরেই জ্ঞানেশের উদ্দেশে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন।

তাঁর কথায়, 'জ্ঞানেশ কুমারকে গ্রেপ্তার করা উচিত। ওঁর বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট আনা হয়েছিল। কোনও কারণ না দেখিয়ে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তাঁকে নিয়োগ করার রুল পালটে দেওয়া হয়েছে। এখন ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে। বাংলার অভিশাপ লেগে গিয়েছে।' অন্যদিকে দলের প্রতীক ফ্রিজ করার প্রসঙ্গ টেনে মমতা দাবি করেন, 'আমরা প্রতিবাদ করেছি বলে প্রতীক কেড়ে নিয়েছেন। আমাদের পার্টি দেখা করতে গেলে বলতেন গেট লস্ট। এত ঔদ্ধত্য কেন?'

তাঁর অভিযোগ, দেশ ও সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ থাকার কথা থাকলেও শুধু বিজেপির ইগোকে সন্তুষ্ট করতে দায়বদ্ধতা দেখিয়েছেন জ্ঞানেশ। তিনি বলেন, 'এমন কলঙ্কজনক ঘটনা আমরা জীবনে দেখিনি। ওঁর পদে থাকার নৈতিক অধিকারই নেই।' কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিংভি মনে করেন, 'মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এমন একজন মানুষ যিনি তাঁর সহকর্মীদের বিশ্বাস করেন না। উনি সংবিধান ভুলে গিয়েছেন।'

জ্ঞানেশের পদত্যাগের দাবিতে সহমত ডিএমকে সভাপতি এমকে স্ট্যালিনও। তিনি আরও দাবি তোলেন, 'অবিলম্বে এসআইআর প্রক্রিয়া রদ করতে হবে। এসআইআর-এর পর যে সমস্ত রাজ্যে বিধানসভা ভোট হয়েছে, তার ফল নিয়ে সংশয় রয়েছে।' একই মত আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব এবং মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের।

তেজস্বী বলেন, 'নির্বাচন কমিশন বিজেপির কাঠপুতুলের মতো কাজ করছে।' উদ্ধব বলেন, 'জ্ঞানেশ কুমারকে জেলে পাঠানো উচিত। মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ুর সর্বশেষ ভোট বাতিল করে ফের ব্যালট পেপারে নির্বাচন করানো উচিত।' সিপিএম পলিটব্যুরোর তরফেও এসআইআর বন্ধ করার পাশাপাশি জ্ঞানেশের অপসারণের দাবি তোলা হয়েছে। এসআইআর সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের আইনগত ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার অশোক লাভাসা।

রাজ্যসভার নির্দল সাংসদ কপিল সিবাল মনে করেন, 'কমিশনের সমস্ত প্রক্রিয়া এখনই আটকানো উচিত।' মমতাপন্থী শিবিরের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন জানিয়েছেন, পাঁচ মাস আগে জ্ঞানেশকে অপসারণের দাবিতে রাজ্যসভায় যে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, তা সামনে আনার সময় এসেছে। তাঁর দাবি, ওই প্রস্তাবে ৭০-এর বেশি সাংসদের সমর্থন ছিল, যেখানে প্রয়োজন মাত্র ৫০ জনের। বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র অবশ্য বিরোধীদের ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনার কথায় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন।

যোগকেন্দ্র

প্রথম পাতার পর

অথচ মাত্র কয়েক মাস আগেও ছবিটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। মাটিগাড়ার পাশে উত্তরায়ণ উপনগরীর উলটো দিকে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কয়েক একর ফাঁকা জমিতে মহাকাল মন্দির তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছিল তৎকালীন সরকার। গত ১৬ জানুয়ারি সেখানে ধুমধাম করে শিলান্যাস করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। প্রায় ১৮ একর জমিতে সুউচ্চ মহাকাল মন্দির তৈরির ঘোষণা হয়েছিল। সেই সময় কয়েকশো কোটি টাকা খরচের প্রাথমিক হিসাবও সামনে এসেছিল। প্রকাশিত রিপোর্টে জমির পরিমাণ ১৭.৪১ একর বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।

প্রকল্পটি নিয়ে তখন থেকেই রাজনৈতিক বিতর্ক ছিল। বিধানসভা ভোটের আগে মন্দির তৈরির ঘোষণা ঘিরে মমতার 'হিন্দু দরদি' ভাবমূর্তি তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে সমালোচনা হয়েছিল। বিজেপিও সরকারি টাকায় মন্দির নির্মাণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। ভোটে তৃণমূলের পরাজয়ের পরে নতুন সরকারের কাছে প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ নিয়ে বারবার প্রশ্ন ওঠে। বিজেপির তরফে একাধিকবার জানানো হয়েছিল, সরকারি টাকায় মন্দির তৈরির পক্ষে তারা নয়।

সেই অবস্থান থেকেই মন্দিরের পরিবর্তে যোগ সেন্টারের সিদ্ধান্ত বলে মনে করছেন অনেকে। যদিও বিশাল শিবমূর্তি সরকারি অর্থে তৈরি হবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। বিজেপির দাবি, যোগ সেন্টারে যে কেউ গিয়ে যোগাসন শিখতে পারবেন। শিবমূর্তি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমেও তৈরি হতে পারে।

মহাকাল প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে তৃণমূলের গৌতম দেব বলেন, 'বিগত সরকারের নেওয়া সিদ্ধান্ত নতুন সরকার মানবে কি না সেটা তাদের ব্যাপার। মহাকাল মন্দিরের স্থানে নতুন সরকার কী করতে চাইছে জানা নেই। রিচা ঘোষের নামে স্টেডিয়ামের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল। সেটারও কোনও খোঁজখবর নেই।' আর সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠকের বক্তব্যে অবশ্য রাজনৈতিক ব্যাখ্যাই উঠে এসেছে। তিনি বলেন, 'সার্বিক উন্নয়ন হবে কি না প্রশ্ন রয়েছে। ধর্মীয় মেরুকরণকেই সায় দিচ্ছে বিজেপি।' জানুয়ারিতে শিলান্যাসের সময় মন্দিরকে ঘিরে পর্যটন ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কথা বলা হয়েছিল। এখন সেই জমিতেই যোগ, আয়ুর্বেদ এবং শিবমূর্তি— তিনটিকে মিলিয়ে নতুন প্রকল্পের পরিকল্পনা করছে সরকার। পুজোর পরে কাজ শুরু হলে মাটিগাড়ার ওই এলাকার আর্থসামাজিক চরিত্রও বদলাতে শুরু করবে।

দেড় লক্ষ শূন্যপদ পূরণ

প্রথম পাতার পর

সেজন্য চলতি শিক্ষাবর্ষের শেষ দিন পর্যন্ত মাদ্রাসাগুলি চালু রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুজোর সময় সরকারিভাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রীসভা। মহালয়ায় শুধু কলকাতায় নয়, শিলিগুড়ি, মালদা, দুর্গাপুর, দিঘা, বহরমপুর, নন্দীগ্রাম এবং বিষ্ণুপুরে জাঁকজমকপূর্ণভাবে ওই অনুষ্ঠান হবে। এছাড়া হস্টেলের আবাসিক তপশিলি জাতি ও উপজাতি পড়ুয়াদের মাসিক স্টাইপেন্ড বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্তেও সিলমোহর দিয়েছে মন্ত্রীসভা।

কাশফুলের দোলা

প্রথম পাতার পর

মায়ের আশীর্বাদ আছে বলেই হয়তো ভেসে যাইনি।' বেলা তখন সাড়ে তিনটে। বাঁধের উপর ছাউনির তলায় তিনটি পাথর বসিয়ে উনুন বানিয়েছেন গৃহবধূ মাধবী দাস। তাতে ফুটছিল খিচুড়ি। মাথা বাড়িয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'স্যর দু'হাতা খেয়ে যান। পুজোর সময় তো আর আসবেন না। মনে করেন এটাই প্রসাদ।' সত্যিই, শত কষ্টের মধ্যেও যিনি নিজের ভাগের খাবারটুকু অন্যের পাতে তুলে দিতে পারেন তিনি দেবতাই বটে।

বন্যায় ভেঙে যাওয়া বাড়ির কথা বলতে বলতে শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মোছেন গৃহবধূ আলতি দাস। বলেন, 'এবার পুরোনো জামাকাপড়েই পুজো কাটবে। বাচ্চাগুলোকেও কিছু দিতে পারব না। তবুও পুজো বন্ধ করব না।' উত্তর চণ্ডীপুরের রাজেন মুহুরি মোড়ের অসীম মণ্ডলের লড়াইটা তো আরও হৃদয়বিদারক। টানা ২২ দিন তাঁর গোটা বাড়ি জলের তলায় ছিল। বাড়ির একটা বড় অংশই স্রোতে ভেসে গিয়েছে। এখন বাঁধের উপর দিন কাটছে তাঁর। গ্রামে কাজ নেই, তাই প্রতিদিন কাজের খোঁজে ভূতনি থেকে মালদা শহরে ছুটে যান তিনি। বললেন, 'পুজোয় মেয়ে আর বৌকে নতুন জামা ও শাড়ি দেব। নইলে ওদের খুব কষ্ট হবে। তাই শহরে কাজ খুঁজতে যাই। ফাইফরমাশ খাটা, ছোটখাটো যে কোনও কাজ, মিস্ত্রির সহকারী, এইসবই করি। কোনওদিন কাজ পাই, কোনওদিন পাই না। তবে যাই হোক, মেয়েটার পুজোর আনন্দ নষ্ট করা যাবে না। জীবন থাকলে কষ্ট তো করতেই হবে।' কথা শুনলে মনে হয়, মানুষগুলোর কাছে দুর্গোৎসব শুধু কোনও ধর্মীয় আচার নয়, ধ্বংসের বুকে দাঁড়িয়ে নতুন করে বেঁচে ওঠার এক সামাজিক শপথ। বানের জল হয়তো তাঁদের ঘর ভেঙেছে, ফসল ভাসিয়েছে, কিন্তু তাঁদের স্পৃহাকে ডোবাতে পারেনি। ভূতনিতে সন্ধ্যায় যে শাঁখের ধ্বনি শোনা যায়, গঙ্গার ভয়াল গর্জনের কাছে তা হয়তো বড্ড ক্ষীণ, কিন্তু তাতে মিশে থাকা বিশ্বাস হিমালয়ের চেয়েও বিশাল। ধ্বংসের বক্ষ চিরে এ এক আশ্চর্য আগমনীর সুর, যা মৃত্যুকে জয় করে প্রাণের জয়গান গাইছে।

দুই নদীর মাঝের চরে আবদ্ধ এই ভূতনির মানুষের মূল পেশাই হল কৃষিকাজ, আর পাট এখানকার অর্থনীতির প্রধান শিরদাঁড়া। কিন্তু এবারের বন্যা সেই শিরদাঁড়াটুকুই নির্মমভাবে ভেঙে দিয়েছে। কার্যত সর্বস্বান্ত হয়েছেন এলাকার পাটচাষিরা। পুজো যখন দোরগোড়ায়, তখন প্রায় প্রত্যেকেরই জমির ফসলের একটা বড় অংশ জলের তলায় পচে নষ্ট হয়েছে।

লক্ষ্মীটোলার বাসিন্দা কৈলাস মণ্ডলের গলায় সেই আক্ষেপ থাকলেও তিনি দমে যেতে রাজি নন। বলেন, 'নদী ভাঙতে থাকুক। আমরা গড়তেই থাকব। দেখি দুর্গা মা কত কষ্ট দিতে পারে।'

ভূতনির পুজো কেবল বন্যার মধ্যে দুর্গাপুজো করার গল্প নয়। এটি কোনও দুঃখের ছবির পাশে উৎসবের রং বসিয়ে দেওয়ার কাহিনীও নয়। এর ভেতরে আছে ধ্বংসকে জীবনের শেষ বাক্য হতে না দেওয়ার জেদ। নদী ঘর নিয়েছে, ফসল নিয়েছে, সঞ্চয় নিয়েছে। কিন্তু মানুষের আগামীদিনের কল্পনাটুকু নিতে পারেনি। তাই পলির উপর আবার পায়ের ছাপ পড়ছে। বন্যার জল ভূতনিবাসীর ঘর ডুবিয়েছে, তাঁদের জীবনকে ছিন্ন করেছে, তবু সেই জলের বুক চিরেই তাঁরা আবার দাঁড়াচ্ছেন। এই দাঁড়ানোটাই এবার ভূতনির আসল পুজো। দেবীর চোখ এখনও আঁকা হয়নি। কিন্তু নিঃস্ব মানুষগুলোর বিশ্বাস দিব্য দৃষ্টিতে মা সব দেখছেন।

১০ মাসে সান্ধু, যোশির ১৪ আপত্তি অগ্রাহ্য

প্রথম পাতার পর

লিখিত প্রস্তাব দিলেও তা অগ্রাহ্য করে কমিশনের তরফে পদক্ষেপ করা হয়েছে। যা আইন অনুযায়ী 'অবৈধ'।

ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা, এসআইআর-এ ভোটারদের নাম বাতিল বা যুক্ত করার বিভিন্ন সিদ্ধান্তে কমিশনার দুজনের আপত্তিতে কান দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। পূর্বপুরুষের সঙ্গে এসআইআর লিংক বা ম্যাপিংয়ে সান্ধু ও যোশি প্রতিবাদ করেছিলেন। ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য নির্ধারিত ৬ নম্বর ফর্মে আগের এসআইআর-এর সঙ্গে বাধ্যতামূলক লিংক করানোর বিষয়কে নির্বাচনি কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু 'অবৈধ' বলে মন্তব্য করেছিলেন।

সরকার এই সংক্রান্ত আইন সংশোধন করার আগে ৬ নম্বর ফর্মে বদলও অনুচিত বলে সতর্ক করেছিলেন তিনি। চলতি বছরের ১৩ অগাস্ট ৬ নম্বর ফর্মের পূর্বপুরুষের সঙ্গে ম্যাপিংয়ের বিষয়টি সান্ধু সরিয়ে ফেলতে বলেছিলেন। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির অজুহাত দিয়ে আনম্যাপড ভোটারদের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। আইনি অধিকার না থাকলেও ভোটার তালিকা নিয়ন্ত্রণের ভার কমিশনের তথ্য ও প্রযুক্তি শাখার ডিরেক্টর জেনারেল সীমা খান্নাকে দিয়ে রাখার অভিযোগ করেন সান্ধু ও যোশি।

সান্ধুর বক্তব্য, 'তথ্য ও প্রযুক্তি শাখার ডিরেক্টর জেনারেলের এটি (পোর্টাল) নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নেই।' নিয়ম অনুযায়ী সব নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটার তালিকা তৈরি ও সংরক্ষণের দায়িত্ব নির্বাচনি নিবন্ধন আধিকারিকদের (ইআরও)। তাঁদের সেই ক্ষমতা ছাঁটকাট করার অভিযোগ তুলেছেন দুই কমিশনার। অথচ আইনে মুখ্য নির্বাচনি কমিশনারের ক্ষমতা কিছুটা বেশি হলেও তাঁর এককভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার নেই।

তিন কমিশনারের আলোচনার ভিত্তিতে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিয়ম আছে। কোনও ক্ষেত্রে মতবিরোধ হলে বেশিরভাগ কমিশনারের মত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা। সেখানে প্রভাব খাটানোর ক্ষমতা মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নেই। কিন্তু বাস্তবে সেটাই হয়েছে বলে অভিযোগ। গোটা বিষয়টি সামনে আসতে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'ভোট চুরি ভারতের মানুষের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ এবং আমাদের সংবিধানের ওপর সরাসরি আক্রমণ।'

তাঁর কথায়, 'বিজেপি, আরএসএস এবং নির্বাচন কমিশন- যারাই এটি সংগঠিত করেছে, তারা দেশদ্রোহিতা করেছে।' বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'জ্ঞানেশ কুমারকে গ্রেপ্তার করতে হবে। তাঁর মদতদাতাদেরও গ্রেপ্তার করা দরকার। এটা সবথেকে বড় কেলেঙ্কারি। যে যে রাজ্যে এসআইআর-এর পর ইভিএম দখল করে জিতেছে, সেই রাজ্যগুলিতে নতুন করে পুরোনো তালিকা অনুযায়ী ফের ভোট করানো হোক।'

আপ নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালও জ্ঞানেশের গ্রেপ্তারির দাবি তুলেছেন। মমতার মতো তিনিও দিল্লি, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোট বাতিল করে নতুন করে নির্বাচন করানোর দাবি তুলেছেন। জ্ঞানেশের নেতৃত্বে আর কোনও ভোট করানো যাবে না বলে দাবি তুলেছেন সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব। জ্ঞানেশ ভারতের শত্রু বলে মন্তব্য করেছেন ককরোচ জনতা পার্টির প্রধান অভিজিৎ দীপকে।

বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্রের পালটা সওয়াল, 'লাগাতার ভোটে হারছে বলে নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করছে বিরোধীরা। মানুষের আস্থা জিততে ব্যর্থ হয়ে বিরোধীরা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করছে। নির্বাচন কমিশন যে বিস্তারিত নোট দিয়েছে তাতে পরিষ্কার, কমিশনারদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য।'

ট্যুরিজম ফেস্টিভাল

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : বিভিন্ন রাজ্যের সংস্কৃতি তুলে ধরতে কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্যুরিজম ফেস্টিভালের আয়োজন করা হচ্ছে। ২৪তম এই ফেস্টিভাল আগামী ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর তিনদিনব্যাপী আয়োজিত হবে। বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটানের সঙ্গে আন্তঃসীমান্ত পর্যটন কীভাবে আরও বেশি জনপ্রিয় করা যাবে, তা নিয়ে এই ফেস্টিভালে আলোচনা হবে। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর সহযোগিতায় মাটিগাড়ার একটি শপিং মলে এই ফেস্টিভালের আয়োজন করা হয়েছে। বুধবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে এ নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন ট্যুরিজম ফেস্টিভালের উদ্যোক্তা রাজ বসু।

টাকা উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : খালপাড়ার একটি দোকান থেকে চুরি গিয়েছিল ৮ লক্ষ টাকা। পাঁচদিনের মাথায় ৬ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা উদ্ধার করল খালপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ। পাশাপাশি একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকি টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করছে পুলিশ। গত ১৮ সেপ্টেম্বর অগ্রসেন রোডের একটি দোকানের ক্যাশ বাক্স ভেঙে ৮ লক্ষ নগদ টাকা চুরির ঘটনায় খালপাড়া ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন দোকান মালিক প্রদীপ আগরওয়াল। তদন্তে নেমে সোমবার রাতে মহারাজ কলোনির বাসিন্দা রাজ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে তাঁকে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়। তাঁর পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মঙ্গলবার রাতে তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ৬ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা।

পার্কিং

ইসলামপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর : টোটোর সমস্যা দূর করতে শহরের বিভিন্ন এলাকায় পার্কিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইসলামপুর পুরসভা, পূর্ত দপ্তর, ট্রাফিক পুলিশ এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠন ও মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা মিলে পার্কিংয়ের জায়গা চূড়ান্ত করেন। মোট পাঁচটি জায়গা চূড়ান্ত করা হয়েছে। বাস টার্মিনাস, পুরোনো বাসস্ট্যান্ড, হাসপাতাল মোড়, হাইস্কুল মোড় ও জীবন মোড় এলাকায় এই ব্যবস্থা করা হবে।

স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগে শহরের রাস্তাঘাট, নিকাশিনালা ও পথবাতি সংস্কারের দাবিতে বরো অফিসারের দ্বারস্থ হলেন ডিওয়াইএফআই-এর সদস্যরা। বুধবার সংগঠনের দার্জিলিং জেলা কমিটির তরফে ৫ নম্বর বরো অফিসারের কাছে এ ব্যাপারে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার তরফে সাফাই মিত্র সুরক্ষা ইভাম সম্মানের আয়োজন করা হয়। বুধবার চেকপোস্টে অবস্থিত ব্যাংকের ট্রেনিং সেন্টারে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন প্রায় ৭০ জন কর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের আধিকারিকরা।

সংবর্ধনা

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : হস্তীশাবক উদ্ধারের ঘটনায় পাঁচজন মৎস্যজীবীকে বুধবার সংবর্ধনা দিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। এদিন ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদের উপস্থিতিতে ওই পাঁচ মৎস্যজীবীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাঁদের খাদিও পরানো হয়।

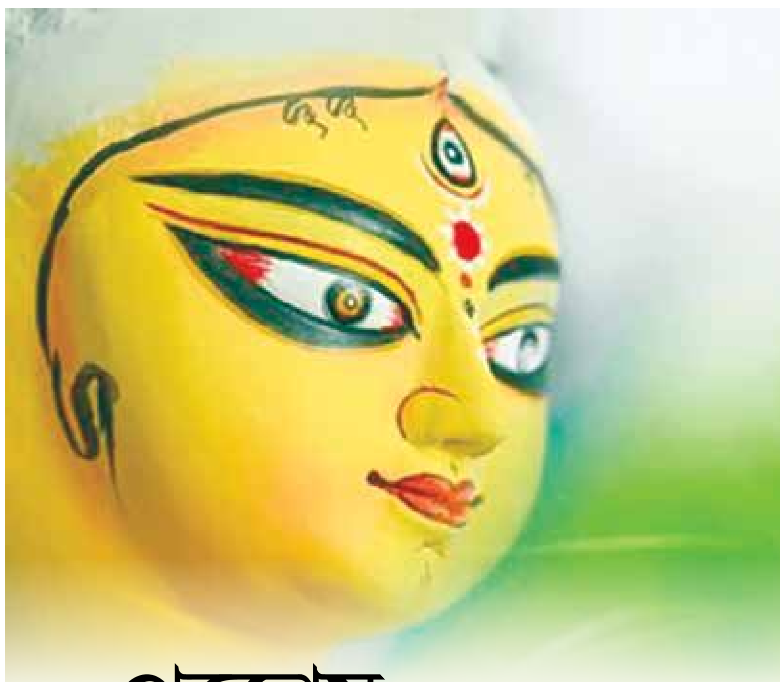

পুজোর সময় শহরে যাতে সহজে প্যান্ডেল হপিং করা যায়, সেজন্য ট্রাফিক ব্যবস্থায় বেশকিছু ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আনছে পুলিশ। সেকারণে যানজট কমাতে পুজোর ক'টা দিন বিভিন্ন রাস্তায় বাস, ট্রাক, বাইক চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

পুজোয় যানজটে রাশ

যান নিয়ন্ত্রণের সময়

অক্টোবরের ১৬ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত যান চলাচলে বিধিনিষেধ জারি থাকবে—

- পঞ্চমীর দিন বিকেল ৪টে থেকে রাত দুটো পর্যন্ত
- ষষ্ঠীর দিন বিকেল ৪টে থেকে ভোর ৩টে পর্যন্ত
- সপ্তমী থেকে ত্রয়োদশীর দিন (২৪ তারিখ) বিকেল ৪টে থেকে ভোর ৪টে পর্যন্ত যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে

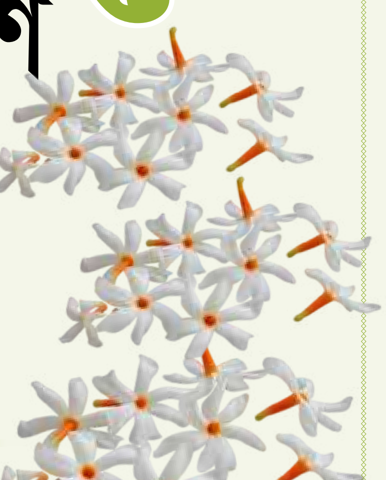

পণ্যবাহী গাড়ি ও বাসে বিধিনিষেধ

- কলকাতা এবং বিহারগামী বাস যাওয়া-আসার জন্য পরিস্থিতি হিসেবে, তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস, পরিবহণনগর ও নৌকাঘাট থেকে অপারেট করবে
- সিকিমগামী বাস সিকিমে যাওয়া-আসার ক্ষেত্রে পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাস থেকে অপারেট করবে
- সুপার বাসস্ট্যান্ড থেকে ছাড়া সিটিবাস ভায়া নৌকাঘাট হয়ে বাগডোগরা, খড়িবাড়ি, নকশালবাড়িতে যাতায়াত করবে
- খালপাড়া, নয়াবাজার থেকে সিকিম, কালিম্পং কিংবা মালবাজারগামী ট্রাক জলপাই মোড় – নৌকাঘাট – আমবাড়ি ক্যানাল রোড – ইস্টার্ন বাইপাস হয়ে সেবকের দিকে যাবে
- খালপাড়া, নয়াবাজার থেকে দার্জিলিংগামী ট্রাক জলপাই মোড়-নৌকাঘাট- মেডিকেল মোড় (শিবমন্দির)-বিহার মোড়-পানিঘাটা মোড়-ত্রিহানা-দুধিয়া হয়ে যাবে
- ঘোষপুকুর থেকে বাগডোগরাগামী ট্রাক খান্না হোটেলের সামনে বিধিনিষেধের মুখে পড়বে
- জলপাইগুড়ির দিক থেকে নৌকাঘাট, ফাঁসিদেওয়া আভারপাসগামী ট্রাক গন্ডার মোড়ে বিধিনিষেধের মুখে পড়বে
- নকশালবাড়ি (নেপাল সীমান্ত) থেকে বিহার মোড়গামী ট্রাক পানিঘাটা মোড়ে বিধিনিষেধের মুখে পড়বে
- নয়াপাড়া থেকে মার্ডার মোড়গামী ট্রাক গন্ডার মোড়ে বিধিনিষেধের মুখে পড়বে
- সেবক থেকে নামা গাড়ি ইস্টার্ন বাইপাস থেকে ডাইভার্ট হয়ে এনজেপি স্টেশনের দিকে যাবে
- জলপাইগুড়ি থেকে আসা গাড়ি নৌকাঘাট মোড় থেকে ডাইভার্ট হয়ে যাবে

রেস্ট্রিকশন পয়েন্ট

- পরিবহণনগর
- ভক্তিনগর চেকপোস্ট
- নৌকাঘাট
- ফুলবাড়ি বাইপাস মোড়
- আইওসি/নেতাজি মোড়
- সুকনা ট্রাফিক কন্ট্রোল পয়েন্ট মোড়

শহরের যেসব রাস্তায় দুই চাকার যানবাহন, টোটো সহ সবধরনের যানবাহনের ওপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জারি করা বিধিনিষেধ

- পানিট্যাঙ্কি মোড় থেকে হাসমি চক (ভেনাস মোড়) বিধান রোডের অংশ।
- সেবক রোডের অমর গ্যারাজ থেকে সেবক মোড়ের অংশ।
- স্টেশন ফিডার রোডের অন্তর্গত জলপাই মোড় থেকে বাবুপাড়া মোড়।
- এয়ারভিউ মোড় থেকে কোর্ট মোড়ের হিলকার্ট রোড ও কাছাড়ি রোডের অংশ।
- এয়ারভিউ মোড় থেকে ভেনাস মোড়ের হিলকার্ট রোডের অংশ।
- হাসমি চক থেকে বাবুপাড়া মোড় ও টিকিয়াপাড়া মোড়, ফ্লাইওভারের মাধ্যমে।
- আলো চৌধুরী মোড় থেকে বাবুপাড়া মোড় (শ্রীমা সরণি)
- হাসপাতাল মোড় থেকে পাকুড়তলা মোড় (হরেন মুখোপাধ্যায় রোড)
- হরেন মুখোপাধ্যায় রোড, বিধান মোড়ের সংযোগকারী রাস্তা।
- হাতি মোড় থেকে রথখোলা মোড়।
- এনজেপি মেইন রোডের অন্তর্গত গোপাল মোড় থেকে এনটিএস মোড়ের অন্তর্গত রাস্তা

পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজার বার্তা

সাদা লাইনের বাইরে রাস্তার ভেতর কোনও তোরণ কিংবা গাড়ি, বাইক পার্ক করা যাবে না। ট্রাফিককে বলব, এরকম কেউ করলে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। পেট্রলিং টিম, পিসি পার্টি নজরদারি চালাবে। তবে এরপরেও শহরবাসীর কাছে অনুরোধ করব, কেউ বাড়ির বাইরে ঘুরতে গেলে সামাজিক মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গে পোস্ট করবেন না। কিছুক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, ওই পোস্ট দেখে চোরেরা চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে। এব্যাপারে শহরবাসীরও সহযোগিতা চাইছি। এছাড়া নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিশেষ একটি অ্যাপ তৈরি করা হচ্ছে। মহিলাদের নিরাপত্তা রক্ষায় উইনার্স বাহিনী থাকবে। প্রতিটি ট্রাফিক অ্যাসিস্ট্যান্স বুথে আমরা চারাগাছও রাখব। সেই চারাগাছ দর্শনার্থীদের দেওয়া হবে।

ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদের বার্তা

রুটের স্টিকার, কিউআর কোড দেওয়ার কাজ শেষের পথে। টোটোগুলো যাতে নির্দিষ্ট রুট হিসেবে চলে। বাইরের টোটো যাতে না ঢোকে তার জন্য আমরা কড়া হাতে নামতে চলেছি। কিছুদিনের মধ্যে এলিভেটেড রোডের আওতায় খাপরাইল মোড়ের অংশও খুলে দেওয়া হবে। আশা রাখছি, সাধারণ মানুষ আনন্দের সঙ্গে ঘুরবেন। পাশাপাশি দশ জায়গায় ডিসপ্লে বোর্ড লাগাচ্ছি। কোথায় পার্কিংয়ের জায়গা রয়েছে, সেসমস্ত তথ্য সেখানে থাকবে। ফলে শহরবাসী আরও সহজে ঘুরতে পারবেন।

রিমঝিম।। *বৃষ্টিভেজা শিলিগুড়িতে সূত্রধরের ক্যামেরায়। বুধবার।*

শহর স্বচ্ছ রাখতে দাওয়াই জরিমানা

অভিযান পাঁচটি বরো এলাকায়

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : শহরকে স্বচ্ছ রাখতে জরিমানার দাওয়াই দেওয়া শুরু করল শিলিগুড়ি পুরনিগম। বুধবার পুর কমিশনারের নির্দেশে শহরের পাঁচটি বরো এলাকায় পৃথকভাবে সাফাই অভিযান চলে। অভিযান পর্বে হায়দরপাড়া ও বর্ধমান রোড এলাকায় রাস্তার ধারে আবর্জনা ফেলে রাখার অভিযোগে একাধিক বাড়ি ও দোকান থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে। সেইসঙ্গে নিকাশিনালা থেকে শুরু করে রাস্তার ধারে জমে থাকা আবর্জনা সরিয়ে ফেলা হয়।

পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরকে স্বচ্ছ রাখতে এধরনের অভিযান নিয়মিত চলবে। এক আধিকারিক বলেন, 'শহরজুড়ে প্রতিদিনই সাফাই কাজ চলে। সেই কাজে গতি আনতেই এই অভিযান। এধরনের অভিযানের মাধ্যমে সাফাইকর্মীদের কাজের মানও যাচাই করা হচ্ছে। লক্ষ্য শহরকে স্বচ্ছ রাখা।' তবে পুরকর্তাদের একাংশের দাবি, নিয়মিত এধরনের অভিযানের ক্ষেত্রে যন্ত্রাংশের অভাব একটা অন্তরায়। সেই সমস্যা কাটাতে পুরনিগম কর্তৃপক্ষ একাধিক গাড়ি কিনছে। তবে কমপ্যাক্টরের সংখ্যা অবশ্য বাড়ছে না। ঘটনা প্রসঙ্গে আধিকারিকদের একাংশের দাবি, একটা কমপ্যাক্টর মেশিন রয়েছে। সেটিও মাঝেমধ্যেই বিকল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, কমপ্যাক্টর বিনের সংখ্যা প্রায় ২৫টি। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সবক'টি কমপ্যাক্টর বিন থেকে আবর্জনা সরিয়ে ফেলাও চ্যালেঞ্জ।

মঙ্গলবার সাতসকালে আধিকারিকদের নিয়ে পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাই পাঁচ নম্বর বরো এলাকায় অভিযানে নেমেছিলেন। সেসময় তাঁর নজরে একাধিক অনিয়ম ধরা পড়ে। ঘটনায় আধিকারিকদের ধমকও দিতে দেখা গিয়েছে। এমনকি সাফাইকর্মীদের কাজের মান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে এদিন সকালে কমিশনারের নির্দেশে পাঁচটি দল অভিযানে নামে। সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত টানা অভিযান চলে।

প্রথম অভিযান চলে ১ নম্বর বরোর অধীনে নিবেদিতা রোড এলাকায়। পরের অভিযান ২ নম্বর বরোর অধীনে বিধান মার্কেট অটোস্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়। সেখান থেকে সেবক রোড ধরে পায়েল সিনেমা হল পর্যন্ত চলে। ৩ নম্বর বরোর অধীনে ঘোগোমালি রোড এলাকায় অভিযান চালানো হয়। রবীন্দ্রনগর ফুলেশ্বরী ব্রিজ থেকে জোড়াপানি ব্রিজ পর্যন্ত টানা অভিযান চলে। ৪ নম্বর বরোর অধীনে থানা মোড় থেকে শুরু হয় অভিযান।

- বুধবার সকালে পুর কমিশনারের নির্দেশে শহরে পাঁচটি দল অভিযানে নামে
- সকাল সাড়ে ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত টানা অভিযান
- প্রতিটি অভিযানের তদারকিতে আধিকারিকদের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়
- হায়দরপাড়া ও বর্ধমান রোড এলাকায় রাস্তার ধারে আবর্জনা ফেলে রাখার অভিযোগে একাধিক বাড়ি ও দোকান থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে

গেটবাজার পর্যন্ত অভিযান চলে। ৫ নম্বর বরোতে পৃথক দুটি এলাকায় অভিযান চলে।

প্রথম অভিযান ডন বসকো মোড় থেকে ডাম্পিং গ্রাউন্ড পর্যন্ত চলে, অপরটি প্রণামি মন্দির রোড থেকে হায়দরপাড়া বাজার পর্যন্ত চলে। প্রতিটি অভিযানের তদারকিতে আধিকারিকদের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। ৫ নম্বর বরোর অধীনে চলা অভিযানে পুরনিগমের সচিব প্রবীণ অনুপ সোরেং উপস্থিত ছিলেন।

আর্থিক সংকটে রাঁধুনিরা

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : পুজো যত এগিয়ে আসছে, ততই সন্তানদের আবদার জোরালো হচ্ছে। কিন্তু হাতে টাকা না থাকায় কী করবেন বুঝতে পারছেন না আন্না ঘোষ এবং তাঁর মতো মিড-ডে মিল রাঁধুনিরা। কেননা, কয়েক মাস ধরে তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েনি পারিশ্রমিক। তবে কেউ কাজ বন্ধ করেননি। কাজ করা সত্ত্বেও কেন চার মাস ধরে পারিশ্রমিক বকেয়া থাকবে, এমন প্রশ্ন তুলে বুধবার আন্নারা ভিড় জমালেন পুরনিগমে। যদিও পুর কমিশনার না থাকায় তাঁরা দাবিপত্র তুলে দেন এক আধিকারিকের হাতে। তবে পুজোর আগে আদৌ বকেয়া সাম্মানিক বা পারিশ্রমিক মিলবে কি না, বাড়ি যাওয়ার আগে নিশ্চিত হতে পারলেন না কেউই। পুর প্রশাসক ও কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব না হওয়ায় এ বিষয়ে তাঁদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন স্কুল মিলিয়ে প্রায় এক হাজারের বেশি

মিলছে না মিড-ডে মিলের সাম্মানিক

মহিলা রাঁধুনি হিসেবে কর্মরত। তাঁদের কেউ মার্চ মাস থেকে সাম্মানিক পাননি, আবার কেউ এপ্রিল মাস থেকে সাম্মানিক পাচ্ছেন না। সূত্রের খবর, পোর্টালে কিছু রদবদলের জেরে রাঁধুনিদের সাম্মানিক মেটানোর ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। যদিও এই পরিস্থিতিতে জনাকয়েক রাঁধুনি দু'ধাপে এক হাজার করে টাকা হাতে পেয়েছেন। তবে এখনও প্রায় চার-পাঁচ মাসের সাম্মানিক বাকি রয়েছে। ফলে চরম আর্থিক সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা। পুজো এগিয়ে আসায় সন্তানদের আবদার কী করে মেটাবেন, বুঝতে পারছেন না কেউই।

আন্না ঘোষ বিদ্যাসাগর পাঠশালায় রাঁধুনির কাজ করেন। ২০১৮ সালে তাঁর স্বামী মারা যাওয়ার পর তিনিই সংসারের ভার কাঁধে তুলে নেন। তিনি বলেন, 'চার মাসের সাম্মানিক বকেয়া রয়েছে। সন্তানদের এখনও পুজোর জামাকাপড় কিনে দিতে পারিনি। সেইসঙ্গে সংসার চালানোও দায় হয়ে উঠেছে।' ২ নম্বর শিশু বিদ্যালয়ের রাঁধুনি ছবিরানি সাহা বলেন, 'নতুন সরকার তিন হাজার করে দেবে বলেছিল। কিন্তু আমরা মাত্র দু'হাজার সাম্মানিকই পাচ্ছি না। এই টাকায় ভরসা করে সংসারের অনেক কাজ চলে। সেইসঙ্গে টাকা জমিয়ে বাচ্চাদের জন্য পোশাকও কিনে দিতাম এত বছর। তবে এবার তো সেই উপায়ও নেই। সন্তানের আবদার মেটাতে পারছি না।'

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিয়ে চিন্তায় পুজো উদ্যোক্তারা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : এবার পুজো উদ্যোক্তাদের চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। কমিটিগুলিকে গত বছরের পুজোর বাজেট ও এবারের বাজেট জমা দিতে বলা হয়েছে। বুধবার প্রশাসনের তরফে পুজোর উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বৈঠকে এমনই একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। আর তারপরই অনেক কমিটিগুলির মাথায় হাত পড়েছে। বিগত সরকারের আমলে অনেক পুজো কমিটিরই নিজস্ব কোনও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল না। ক্যাশিয়ার কিংবা কমিটির কোনও সদস্যের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকত। অনেক ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন না থাকলেও টাকা ঢুকে যেত। তবে এবারে পরিষ্কার করেই বলে দেওয়া হয়েছে, কমিটির নামে কোনও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট না থাকলে, অনুদানের টাকা ঢুকবে না।

বুধবার সেবক রোডের একটি হোটেলের অডিটোরিয়ামে বৈঠকটি হয়। সেখানে শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির মহকুমা শাসক সহ এসএসবি, বিএসএফ, পুরনিগম, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, বিদ্যুৎ বিভাগ, দমকল সহ বিভিন্ন বিভাগের কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন বলেন, 'এবারে ক্রেন ব্যবহার করা যাবে না। বিকল্প ব্যবস্থা আমরা করছি।'

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, অনুমতি নিতে গেলে এবার ডিজে সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার না করার মুচলেকা দিতে হবে। প্রতিটি মণ্ডপে ঢোকা ও বেরোনোর রাস্তার পাশাপাশি একটি সিসিটিভি ক্যামেরার মুখ তাক করে রাখতে হবে দুর্গা প্রতিমার দিকেও। প্যান্ডেলে নজরদারির জন্য রাখতে হবে নাইটগার্ড। শুধু তাই নয়, কোনও পুজো কমিটি মেলার আয়োজন করলে, তার জন্যও নিতে হবে আলাদা অনুমতি।

দুর্গাপুজো নিয়ে উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বৈঠকে পুলিশ আধিকারিকরা। বুধবার।

দুর্গাপুজো করতে হলে উদ্যোক্তাদের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) নিতে হবে।

পূর্ব চয়নপাড়া মহিলা কমিটির সদস্য পুষ্পা দে জয়সওয়াল আবেদনের সুরে বলেন, 'এবারে বলা হয়েছে, পুজো কমিটির নামে অ্যাকাউন্ট করতে হবে। আমরা এ ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যাংকে ঘুরেছিলাম। কিন্তু সেখানে বলা হয়েছে, পুজো রেজিস্ট্রেশন না থাকলে কমিটির নামে অ্যাকাউন্ট করা যাবে না। এত কম সময়ের মধ্যে পুজোর রেজিস্ট্রেশন করা সম্ভব নয়। এবারে অন্তত এ ব্যাপারে ছাড় দেওয়া হোক।'

মহিলা সংঘ ও নাগরিকবৃন্দের তরফে প্রশ্ন করা হয়, এতদিন ক্যাশিয়ারের অ্যাকাউন্টেই সরাসরি টাকা ঢুকেছে। এবারে কি পুজো কমিটির নামে আলাদা অ্যাকাউন্ট করতে হবে? উত্তরে ডিসিপি (হেড কোয়ার্টার) তন্ময় সরকারকে বলতে শোনা যায়, 'গত বছর এই বিষয়গুলির ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছিল। তবে এবারে ছাড় সংক্রান্ত কোনও নির্দেশিকা এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে আসেনি।'

পুরনিগমের এক কর্তার বক্তব্য, 'এবারে কাউন্সিলার নেই। পুরনিগমের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরে এসে প্রয়োজনীয় চিঠি দিতে হবে।' এদিকে, ছোট পুজোগুলোর সামনের রাস্তাগুলিতেও যাতে ট্রাফিক প্রশাসন থাকে, সে জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন উজ্জ্বল সংঘের তরফে বৈঠকে উপস্থিত প্রীতম সিংহ। উত্তরে ডিসিপি (ট্রাফিক) বলেন, 'পাড়ার রাস্তাগুলোতে পুজোমণ্ডপের ভলান্টিয়ারদের একটু দায়িত্ব নিতে হবে।'

এর মধ্যেই দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নের তরফে দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার বলেন, 'পুলিশ প্রশাসনকে দেখা গেলেও অন্য দপ্তরের কর্মীদের সেভাবে দেখা যায় না। এদিকটাতেও নজর দিতে হবে।'

ডিসিপি (হেড কোয়ার্টার) তন্ময় সরকারের কথায়, 'এই কথাটা সম্পূর্ণভাবে ঠিক নয়।' এদিকে, এদিনের বৈঠকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যদেরও দেখা গিয়েছে। পরে বৈঠকে উপস্থিতির প্রসঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক লক্ষ্মণ বনসল বলেছেন, 'উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণে এসেছি। বৈঠকে প্রশাসনের পজিটিভ উদ্যোগই উঠে এসেছে।' তাঁর হুঁশিয়ারি, 'যাঁরা নিজেদের নাস্তিক বলে দাবি করেন, তাঁরা যেন প্যান্ডেলের আশপাশে না বসেন। ধর্মকে আঘাত করা হয়, এমন কিছু প্রচার করলে আমরা প্রয়োজনে সেই স্টল তুলে দেব।'

ইসি নিয়োগ মামলা সাংবিধানিক বেঞ্চে

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ সংক্রান্ত ২০২৩ সালের কেন্দ্রীয় আইনকে চ্যালেঞ্জ জানানো একগুচ্ছ আবেদনের শুনানি এবার পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চে হবে। বুধবার সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ মামলাটি প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে।

মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে দুই বিচারপতির দ্বিমত তৈরি হয়। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত মনে করেন, আইনটির বৈধতা খতিয়ে দেখতে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চের প্রয়োজন নেই। কিন্তু সংবিধানের ১৪৫(৩) অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করে গুরুত্বপূর্ণ আইনি ব্যাখ্যার স্বার্থে এটিকে সাংবিধানিক বেঞ্চে পাঠানোর পক্ষে সওয়াল করেন বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মা। তবে তিন বিচারপতির বেঞ্চে পাঠালে আইনি প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হতে পারে—এই আশঙ্কায় দুই বিচারপতিই ঐকমত্যে পৌঁছে মামলাটি সরাসরি প্রধান বিচারপতির এজলাসে পাঠান।

- বিচারকরাই বিচারকদের নিয়োগ করেন, এই ধারণা ভুল
- নির্বাচন কমিশনকে কেবল স্বাধীন নয়, স্বাধীন হিসাবে দৃশ্যমানও হতে হবে
- প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত মন্ত্রীর পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা অসম্ভব

প্রধান বিচারপতিকে বাদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী, তাঁর মনোনীত একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতাকে নিয়ে নির্বাচন কমিশনার বাছাই কমিটি গড়ার কথা বলা হয়েছে ২০২৩ সালের আইনে। নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে বিচার বিভাগের ভূমিকা নিয়ে মন্তব্যের জবাবে বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত বলেন, 'বিচারকরাই বিচারকদের নিয়োগ করেন, এটা একটা ভুল ধারণা।' একই সঙ্গে কমিশনের স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, 'অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নির্ভর করে একটি প্রকৃত স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের ওপর। কমিশনকে কেবল স্বাধীন হলেই চলবে না, তাকে স্বাধীন হিসাবে দৃশ্যমানও হতে হবে।'

প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত মন্ত্রীর ভূমিকা প্রসঙ্গে বিচারপতি দত্তের বক্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবেন, এমনটা আশা করা যায় না।' ফলে এই প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলনেতার ভূমিকা কেবল আলংকারিক হয়ে দাঁড়ায় বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। ক্রিকেটীয় রূপক ব্যবহার করে তাঁর মন্তব্য, 'একপক্ষের অধিনায়কের নির্বাচিত আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত সবসময়ই সন্দেহের মুখে পড়বে।' সংবিধানে একটি স্থায়ী বেঞ্চ গঠনের পরামর্শ দিয়ে ডিভিশন বেঞ্চ আশা প্রকাশ করেছে, এই মামলার বিচারে যেন আর দীর্ঘসূত্রিতা না হয়।

রবিবার খোলা থাকবে ব্যাংক

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : প্রস্তাবিত তিনদিনের ব্যাংক ধর্মঘটের জেরে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কমাতে বড় সিদ্ধান্ত নিল অর্থমন্ত্রক। রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর দেশের সবকটি রাষ্ট্রায়ত্ত ও আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা খোলা থাকবে। আরবিআইয়ের অনুমতিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সপ্তাহে ৫ দিন কাজের দাবিতে সেপ্টেম্বরের ২৮ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত তিনদিনের দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ব্যাংক ইউনিয়নগুলির যৌথ মঞ্চ 'ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নস'। এর আগে ২৬ সেপ্টেম্বর চতুর্থ শনিবার এবং ২৭ সেপ্টেম্বর রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি ছিল। ফলে টানা পাঁচদিন ব্যাংক পরিষেবা বন্ধ থাকার আশঙ্কা তৈরি হয়।

গ্রাহকদের স্বার্থে অর্থমন্ত্রক জানিয়েছে, ২৭ সেপ্টেম্বর রবিবারেও ব্যাংক শাখা, প্রশাসনিক কার্যালয় ও কারেন্সি চেস্ট খোলা থাকবে। পাশাপাশি এটিএমগুলিতে পর্যাপ্ত নগদ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে ২৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ধর্মঘট হলে ইউপিআই বা ইন্টারনেট ব্যাংকিং চালু থাকলেও শাখাগুলিতে কাজ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

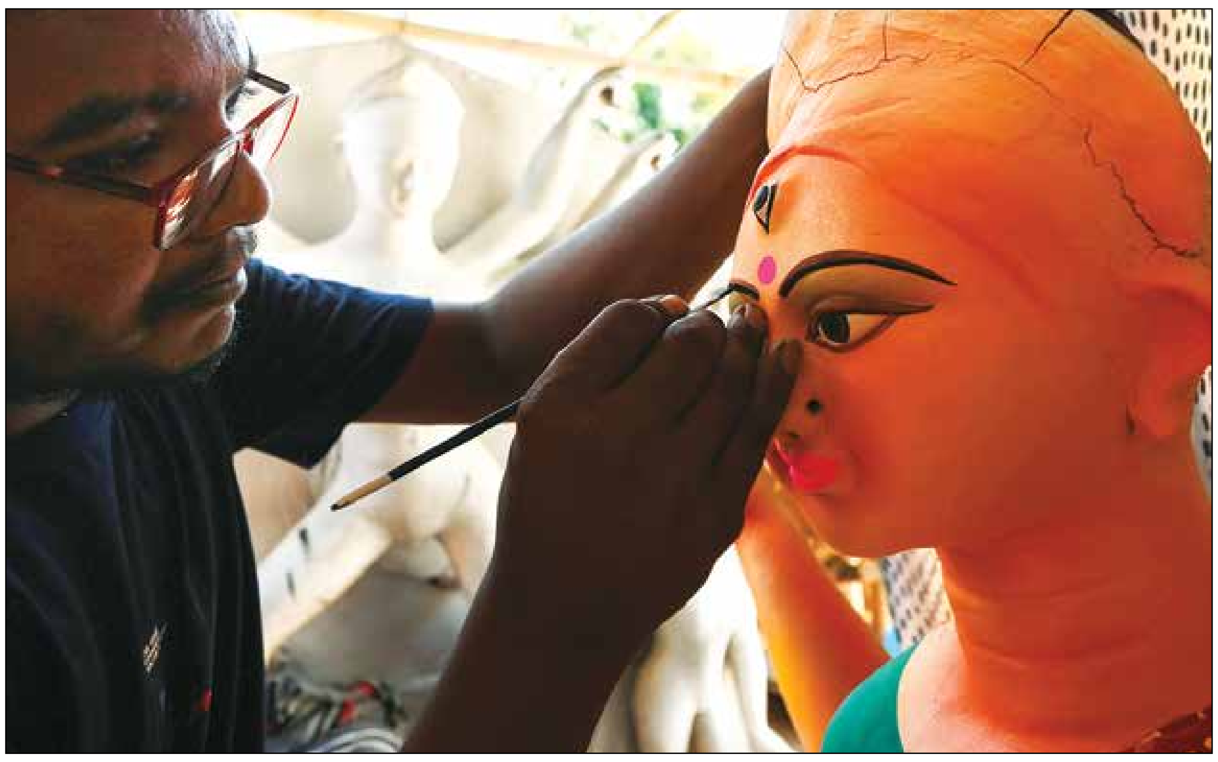

দুর্গাপুজোর আর এক মাসও বাকি নেই। প্রতিমা সাজাতে শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা তুঙ্গে শিল্পীদের। বুধবার গুরুগ্রামে।

ভারতের 'আইমেক' প্রকল্পে সায় ট্রাম্পের

নিউ ইয়র্ক, ২৩ সেপ্টেম্বর : হরমুজ প্রণালী নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে দরকষাকষি চালিয়ে যাচ্ছে ইরান। মঙ্গলবার নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘে সাধারণ সভার বৈঠকের ফাঁকে এ নিয়ে দু-দেশের প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়েছে। কিন্তু আলোচনার সমান্তরালে ইরানকে কোণঠাসা করতে মরিয়া ওয়াশিংটন। বুধবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকেই ইরানকে বিচ্ছিন্ন করার ডাক দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডর (আইমেক)-এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন তিনি। নিউ ইয়র্কে গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিল ও আরব নেতাদের বৈঠকে প্রেসিডেন্ট জানান, হরমুজ প্রণালী সহ গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্য পথগুলিতে ইরান ও তার সহযোগী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলি ধারাবাহিকভাবে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিকল্প বাণিজ্য পথের প্রয়োজন আগের চেয়ে বেড়েছে।

ট্রাম্প বলেন, 'বাণিজ্যিক জাহাজে ইরানের ঘনঘন হামলা প্রমাণ করে যে মধ্যপ্রাচ্যের শক্তি পরিকাঠামোকে ইরানি নজরদারি থেকে মুক্ত করা জরুরি। সেই কারণেই আমাদের প্রশাসন আইমেক তথা বিকল্প পাইপলাইন নির্মাণকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে।' প্রেসিডেন্টের দাবি, দশকের পর দশক ধরে চলা মধ্যপ্রাচ্য সংকট কাটানোর ক্ষেত্রে বিশ্ব এখন এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিশ্বের মোট অপরিশোধিত তেলের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ বর্তমানে হরমুজ প্রণালী দিয়ে পরিবাহিত হয়। ওই এলাকায় বাণিজ্যিক জাহাজগুলির ওপর ঘনঘন হামলা চালাচ্ছে ইরানি সেনা। যার জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের সরবরাহে বাধা পড়ছে। এই সংকট এড়িয়ে জ্বালানি সরবরাহকে নিরাপদ রাখতেই ভারতের প্রস্তাবিত 'মাল্টি-মোডাল' করিডর আইমেক-এর ওপর ভরসা রাখছে আমেরিকা।

আইমেক প্রকল্পের আওতায় ভারতের মুন্দ্রা বন্দরকে সমুদ্রপথে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ফুজিরা বন্দরের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। সেখান থেকে রেল নেটওয়ার্ক এবং পাইপলাইনের সাহায্যে সৌদি আরব ও জর্ডন হয়ে জ্বালানি তেল যাবে ইজরায়েলের হাইফা বন্দরে। এরপর আবার জাহাজে করে সেই তেল ইউরোপের নেপলস ও মার্সেই বন্দরে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হবে। এই পথটি হরমুজ প্রণালী এবং সুয়েজ খাল উভয়কেই পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। এদিন তেহরানকে বার্তা দিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'আমরা ইরানকে আর্থিক ও সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি। নীতি না বদলালে আগামী দিনে ওদের অস্তিত্ব রক্ষা করাই কঠিন হয়ে পড়বে।' ওয়াশিংটনের এই অবস্থানে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে ভারতের মেগা-প্রকল্পের কৌশলগত গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেল।

> বাণিজ্যিক জাহাজে ইরানের ঘনঘন হামলা প্রমাণ করে যে মধ্যপ্রাচ্যের শক্তি পরিকাঠামোকে ইরানি নজরদারি থেকে মুক্ত করা জরুরি। সেই কারণেই আমাদের প্রশাসন আইমেক তথা বিকল্প পাইপলাইন নির্মাণকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে
>
> ডোনাল্ড ট্রাম্প

এনসিপিআইয়ের সঙ্গে সংঘাতে কালীঘাট-তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : সংসদীয় কমিটিতে জায়গা দেওয়া নিয়েও এনসিপিআই এবং মমতা-তৃণমূল কংগ্রেসের সংঘাত তীব্র হল। এনসিপিআই এর ২০ জন সাংসদকে কোনও স্থায়ী কমিটিতে না রাখার আর্জি জানিয়ে ফের লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিলেন মমতা-তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের কোন সাংসদ কোন স্থায়ী কমিটিতে থাকবেন তা ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জানাতে বলেছিল লোকসভার সচিবালয়। কিন্তু বিদ্রোহী ২০ জনকে নিয়ে মমতা-তৃণমূলের বক্তব্য স্পষ্ট, তাঁদের কোনও কমিটিতে রাখার প্রস্তাব দেওয়া হবে

না। কারণ লোকসভা সচিবালয়ের রেকর্ডে তাঁরা এখনও এআইটিসি-র সাংসদ হিসেবেই নথিভুক্ত রয়েছে।

কমিটি বণ্টনের অঙ্কে তৃণমূলের চেয়ারম্যান পদ নিয়েও তাই দলের সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে তৃণমূলের একটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান কীর্তি আজাদ, যিনি এখনও মমতা-তৃণমূলেই রয়েছেন। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে লোকসভায় আগের মতো তৃণমূলকে একটি স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান পদ দেওয়ার আর্জিও জানিয়েছেন অভিষেক।

মিজোরামে পিটিয়ে খুন সেনাকর্মীকে

কোলাসিব, ২৩ সেপ্টেম্বর : ছুটিতে বাড়ি ফেরার পথে মিজোরামে রাস্তায় বচসার জেরে পিটিয়ে খুন করা হল এক সেনাকর্মীকে। ২০ সেপ্টেম্বর জাতীয় সড়কে ঘটা নৃশংস ওই ঘটনায় দুই নাবালক সহ মোট আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, নিহত জওয়ান জাকারিয়া লালরিয়াতলুয়াঙ্গা (২৯) অসম রেজিমেন্টের সদস্য হিসাবে জম্মু ও কাশ্মীরে কর্মরত

গ্রেপ্তার ৮

ছিলেন। ২০ সেপ্টেম্বর লেংপুই বিমানবন্দর থেকে ট্রাকে চেপে নিউ বুইলাম গ্রামে ফিরছিলেন তিনি। ৩০৬ নম্বর জাতীয় সড়কে বুয়ালপুই ও থিংদওলের মাঝে একদল তরুণের সঙ্গে বচসা বাধে তাঁর। ভুল লেনে ট্রাক চালানোর প্রতিবাদ করার জন্যই তাঁর ওপর হামলা চালানো হয়।

অভিযোগ, পিকনিক সেরে ফেরা মত্ত ওই তরুণরা ট্রাকের চালক ললটনপুইয়াকে টেনে নামিয়ে মারধর করতে শুরু করে। তিনি ছিলেন জাকারিয়ার বন্ধু। তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে জাকারিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হামলাকারীরা। গণপ্রহারে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ওই সেনা জওয়ান।

হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছয় প্রাপ্তবয়স্ককে গ্রেপ্তার করে আদালতের নির্দেশে বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে এক মহিলাও রয়েছেন। অপরাধে যুক্ত আরও দুই নাবালককে রাখা হয়েছে জেলা শিশু কল্যাণ বোর্ডের হেপাজতে।

ছেলের করুণ পরিণতিতে

শোকাহত মা লালথাজোভি বলেন, 'দেশের সুরক্ষার জন্য যে ছেলে এতদিন বাড়ি ছেড়ে বাইরে থাকল, তাকেই কিনা এভাবে মরতে হল! ছুটি পেয়ে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে বাড়ি ফিরছিল সে। নিজের এলাকায় পৌঁছোনোর আগেই গুন্ডাদের মারে কেন তার প্রাণ গেল, কী দোষ করেছিল সে, কে জবাব দেবে?' এর সঙ্গেই তিনি যোগ করেন, 'কর্তৃপক্ষের কাছে আমার আর্জি একটাই, যাতে দোষীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হয়। আমরা জাকারিয়ার হত্যার বিচার চাই।'

মার্কিন হল অফ ফেমে হ্যাকিং বিশেষজ্ঞ বাঙালি কিশোর

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : সাইবার হ্যাকিংয়ের নাড়িনক্ষত্র তার হাতের মুঠোয়। ইতিমধ্যে 'এথিকাল হ্যাকার' হিসাবেও কিছুটা আন্তর্জাতিক খ্যাতি জুটেছিল তার। এবার মার্কিন বিচার বিভাগের মূল ওয়েবসাইটে নিরাপত্তা সংক্রান্ত মারাত্মক ফাঁকফোকর ধরে উন্নত দুনিয়াতেও আলোড়ন ফেলে দিয়েছে শিলিগুড়ির বিস্ময় বাঙালি কিশোর নিসর্গ অধিকারী (১৯)। এটা সে করেছে নিজের তৈরি বিশেষ কোডিং ও স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে। সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক তার এহেন গুরুত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি হিসাবে মার্কিন প্রশাসন তাকে পত্রপাঠ বিশেষ সম্মানজনক 'হল অফ ফেম'-এ জায়গা দিয়েছে।

এর আগে সিবিএসই বোর্ডের উত্তরপত্র মূল্যায়নের অনলাইন পোর্টালে গোপন ও জটিল ত্রুটি খুঁজে বের করে দেশজুড়ে আলোড়ন ফেলেছিল নিসর্গ। পরীক্ষার্থীদের নম্বর ও তথ্য সুরক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি ধরে দেওয়ার পর তার অসাধারণ প্রযুক্তিগত মেধা ও দক্ষতাকে সম্মান জানিয়ে মর্যাদাপূর্ণ আইআইটি কানপুর তাকে গবেষণাগারে সরাসরি চাকরির সুযোগ করে দেয়। শুধুমাত্র ভারতের পোর্টালেই নয়, মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর অর্থাৎ পেন্টাগনের সামরিক পোর্টালেও মারাত্মক নিরাপত্তা ঝুঁকি খুঁজে পেয়ে মার্কিন সেনা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেও সে কুড়িয়েছে বিশেষ প্রশংসা।

মার্কিন বিচার বিভাগের দেওয়া আন্তর্জাতিক সম্মানপ্রাপ্তি নিয়ে এই কিশোর জানায়, 'আমি ওদের সবচেয়ে বড় আইন প্রয়োগকারী ব্যবস্থার একটিতে মারাত্মক ত্রুটি খুঁজে পেয়েছিলাম। সেটাই বলেছি।' তার পাঠানো রিপোর্টটি খতিয়ে দেখার মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন সরকারিভাবে সেই ভুল সংশোধন করে এবং পোর্টালে নিসর্গের নাম উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জানায়।

সিএপিএফ-এর ভূমিকায় সরব মমতার দল

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং ভোট-পরবর্তী হিংসার প্রেক্ষিতে সিএপিএফের ভূমিকা নিয়ে স্বরাষ্ট্র বিষয়ক সংসদীয় কমিটিতে আলোচনার দাবি জানাল মমতা-তৃণমূল। সূত্রের খবর, বুধবার সংসদীয় কমিটির বৈঠকে দলের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন এ বিষয়ে কমিটির চেয়ারম্যান রাধামোহন দাস অগ্রবালের হাতে একটি চিঠি তুলে দেন। সূত্রের খবর, বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় সম্মতি জানিয়েছেন চেয়ারম্যান।

তিনি জানান, এ বিষয়ে ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে আলোচনা হতে পারে। যদিও একটি সূত্রের দাবি, বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গের হিংসার প্রসঙ্গ তুলতে গেলে চেয়ারম্যান তাঁকে জানিয়েছেন, আলোচনার সময় বিস্তারিত বলার সুযোগ দেওয়া হবে। বুধবার সংসদীয় কমিটির বৈঠকে মূলত 'শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ' বিষয়ে আইন ও বিচার মন্ত্রকের মতামত এবং 'উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বাস্তবায়ন' বিষয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের মতামত নেওয়ার কথা ছিল। সূত্রের খবর, বৈঠক শুরু হওয়ার পরই ডেরেক ও'ব্রায়েন সিএপিএফ-এর ভূমিকা নিয়ে লেখা চিঠিটি চেয়ারম্যান এবং উপস্থিত সদস্যদের হাতে তুলে দেন।

চিঠিতে পশ্চিমবঙ্গে চলতে থাকা 'পুলিশি অত্যাচার ও বর্বরতায়' সিএপিএফ-এর ভূমিকা নিয়ে আলোচনার দাবি জানানো হয়েছে।

তৃণমূলের বক্তব্য, ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় পশ্চিমবঙ্গে আড়াই লক্ষেরও বেশি জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছিল। অথচ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে গোটা দেশে মোতায়েন করা হয়েছিল প্রায় ৩.৪ লক্ষ সিএপিএফ জওয়ান। চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, বিধানসভা ভোটের পর হিংসা নিয়ন্ত্রণে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৭০ হাজার সিএপিএফ জওয়ান মোতায়েন রাখা হয়েছিল।

সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে পাকিস্তানকে তোপ

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : সিন্ধু জলচুক্তি ইস্যুতে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভুয়ো ও বিকৃত তথ্যে ভরা চিঠি পাঠানোয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরব হল ভারত। রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে ইসলামাবাদের এই মিথ্যাচারের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে নয়াদিল্লি।

পাক পদক্ষেপের সমালোচনা করে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'পাকিস্তানের অভ্যাসই হল তথ্য বিকৃত করা ও মিথ্যা প্রচার চালানো। তথাকথিত ওই রায় পার্মানেন্ট কোর্ট অফ আরবিট্রেশনের রায় নয়, ওটা অবৈধভাবে গঠিত একটি আদালতের রায়।' ভারতের সাফ কথা, বেআইনি সংস্থার সিদ্ধান্ত মানতে নয়াদিল্লি বাধ্য নয় এবং তা ভারতের সার্বভৌম অধিকারের ওপর প্রভাব ফেলবে না।

পহলগাম জঙ্গি হামলায় ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যুর পর গত বছর এপ্রিলে সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করে ভারত। নয়াদিল্লি জানিয়ে দেয়, সীমান্তপার সন্ত্রাসবাদ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত চুক্তি স্থগিত থাকবে। এর

'রাষ্ট্রসংঘে মিথ্যাচার'

জবাবে এক সালিশি আদালতের শরণাপন্ন হয় পাকিস্তান। সেই বেআইনি আদালতের নির্দেশ হাতিয়ার করে নিরাপত্তা পরিষদকে চিঠি দিয়ে আন্তর্জাতিক সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছিল পাকিস্তান। তবে ভারতের কড়া পদক্ষেপে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাক চক্রান্ত আবারও ব্যর্থ হল।

কল সস্তা করতে নির্দেশ ট্রাই-এর

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : অনেকে স্মার্টফোন ব্যবহার করেন না। ইন্টারনেট ব্যবহারের কোনও প্রয়োজন নেই তাঁদের। তাঁরা ফোন রাখেন শুধুমাত্র কথা বলার জন্য। এমন গ্রাহকদের স্বস্তি দিতে কল এবং এসএমএস সস্তা করার নির্দেশ দিয়েছে টেলিকম নিয়ন্ত্রক সংস্থা টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (ট্রাই)। এয়ারটেল, ভোডাফোন এবং জিও-র মতো সংস্থাগুলিকে অবিলম্বে শুধুমাত্র ভয়েস কল ও এসএমএস-এর জন্য সস্তা এবং কম মেয়াদের রিচার্জ প্ল্যান চালু করার নির্দেশ দিয়েছে তারা। বর্তমানে ফিচার ফোনগুলি দীর্ঘমেয়াদি ও ব্যয়বহুল। নতুন ব্যবস্থায় শুধুমাত্র কলের জন্য সাশ্রয়ী প্ল্যান রাখতে হবে এয়ারটেল ইত্যাদি সংস্থাগুলিকে।

মানবশৃঙ্খলের মাধ্যমে ভারতের মানচিত্র ফুটিয়ে তুলল কচিকাঁচারা। বুধবার প্রয়াগরাজে।

সুপার এল নিনোর ধাক্কা

৬ মাসে সাড়ে ৪ লাখ মৃত্যুর শঙ্কা

শিকাগো, ২৩ সেপ্টেম্বর : সুপার এল নিনোর ধাক্কায় আগামী ৬ মাসে বিশ্বজুড়ে চরম তাপপ্রবাহের বলি হতে পারেন অতিরিক্ত ৪ লক্ষ ৫১ হাজার মানুষ। মার্কিন গবেষণা সংস্থা 'ক্লাইমেট ইমপ্যাক্ট ল্যাব'-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে এই আশঙ্কাজনক পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

সেপ্টেম্বর থেকে আগামী ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় অতিরিক্ত গরমের দিন ৪৪ শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে। বিজ্ঞানীদের মতে, 'মানুষের তৈরি' জলবায়ু সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই পরিস্থিতি 'গডজিলা'র মতো দানবীয় রূপ নিয়েছে। এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আফ্রিকার সাহেল অঞ্চল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। পাশাপাশি রাষ্ট্রসংঘের 'বিশ্ব খাদ্য

কর্মসূচি' (ডব্লিউএফপি) নিয়ামক সংস্থা জানিয়েছে, খরা ও তীব্র তাপপ্রবাহে প্রায় ৫ কোটি মানুষ তীব্র খাদ্যসংকটে পড়তে পারেন।

তালিকায় শীর্ষে থাকা নাইজিরিয়ায় ৩১,৪০০, ইন্দোনেশিয়ায় ১৯,৩০০ এবং সুদানে ১৭,৫০০ জনের প্রাণহানির ঝুঁকি রয়েছে। তালিকায় ওপরের দিকে থাকা ভারতে সম্ভাব্য মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১৫,৭০০। আগামী গ্রীষ্মে ভারত ও পাকিস্তানে এই বিপর্যয় আরও মারাত্মক হতে পারে। গবেষণায় জানানো হয়েছে, পূর্বাভাস পদ্ধতির উন্নতিসাধন, কুলিং সেন্টার তৈরি ও খোলা আকাশের নীচে কাজ করা শ্রমিকদের সুরক্ষা দিলে বহু প্রাণ বাঁচানো সম্ভব।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ মাইকেল গ্রিনস্টোন বলেন, '৪ লক্ষ ৫১ হাজার সংখ্যাটি চমকে দেওয়ার মতো হলেও এরা আমাদের স্বজন। প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা রিপোর্টটি দেখে দ্রুত পদক্ষেপ করলে হাজার হাজার প্রাণ বাঁচবে।'

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী তাম্মা কার্লেটনের কথায়, 'জরুরি সাহায্য বাড়ালে অনেক জীবন বাঁচবে। কিন্তু ২০ বছর পর আজকের তীব্র উষ্ণতাই স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তখন সর্বক্ষণ জরুরি অবস্থায় থাকা সম্ভব নয়, তাই এখন থেকেই স্থায়ী প্রস্তুতি নিতে হবে।'

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিন স্পিকার

মনে করাল শীর্ষ আদালত

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেসের ২০ জন 'বিদ্রোহী' সাংসদের বিরুদ্ধে দলত্যাগ-বিরোধী আইনে দায়ের হওয়া সদস্যপদ খারিজের আবেদনের নিষ্পত্তিতে তিন মাসেরও বেশি সময় পেরিয়ে যাওয়ায় তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ জানায়, বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া 'প্রত্যাশিত'। বিচারপতি বাগচী এই তিন মাসের বিলম্বকে 'রেড ফ্ল্যাগ' বলেও উল্লেখ করেন।

মমতা-তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলায় বুধবার এই শুনানি হয়। তাঁর আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, স্পিকার ৫ অগাস্ট ২০ সাংসদকে নোটিস দিয়ে ১৪ দিনের মধ্যে জবাব দিতে বলেছিলেন। পরে তাঁদের আবেদনের ভিত্তিতে

বিদ্রোহী সাংসদদের পদ

জবাব দেওয়ার সময়সীমা ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়। কিন্তু সেই সময়সীমাও পেরিয়ে যাওয়ার পর ফের অতিরিক্ত সময় চাওয়া হয়েছে। কল্যাণের বক্তব্য, এইভাবে অনির্দিষ্টকাল ধরে শুনানি ঝুলিয়ে রাখা যায় না। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা অবশ্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার বিরোধিতা করেন। তাঁর বক্তব্য, স্পিকার একটি সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সাংসদদের বক্তব্য ও প্রমাণ পেশের যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে।

বিচারপতি বাগচী বলেন, আদালত স্পিকারকে কোনও 'অবশ্যপালনীয়' সময়সীমা দিতে চাইছে না। তবে সংবিধানের দশম তফসিলের গুরুত্ব মাথায় রেখে দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয়তা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিদ্রোহী সাংসদদের আইনজীবীরা চার সপ্তাহের মধ্যে জবাব দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। সেই অনুযায়ী প্রায় ছয় সপ্তাহ পর মামলাটির পরবর্তী শুনানি হবে।

হিন্ডেনবার্গ রফা আদানির

মুম্বই, ২৩ সেপ্টেম্বর : আমেরিকান সংস্থা হিন্ডেনবার্গের রিপোর্টের ভিত্তিতে দায়ের হওয়া মামলার ফাঁস থেকে দেড় কোটি টাকার বিনিময়ে মুক্তি হল আদানি গোষ্ঠী। সংস্থাটি কোনও অভিযোগ স্বীকার বা অস্বীকার না করেই ২০১৮ সালের বিধি মেনে এই সমঝোতার প্রস্তাব দিয়েছিল। শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা 'সেবি'র কমিটির সুপারিশে গোষ্ঠীর পাঁচটি সংস্থাকে যৌথভাবে এই অর্থ মেটাতে হয়েছে। আদানি এন্টারপ্রাইজেস ছাড়াও তালিকায় রয়েছে আদানি টোটাল গ্যাস, আদানি গ্রিন, আদানি এনার্জি সলিউশনস এবং এডব্লিউএল এগ্রি বিজনেস। স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট লেনদেন ও কর্পোরেট পরিচালনার নিয়মভঙ্গের অভিযোগেই মূলত সেবি এই তদন্ত শুরু করে। তবে নিয়ন্ত্রক সংস্থার বক্তব্য, সমঝোতার শর্ত ভাঙলে নতুন করে আইনি পদক্ষেপ করা হতে পারে।

ব্রোঞ্জ লক্ষ্যদের, ফাইনালে রোশিবিনা

২৮ বছরের খরা কাটিয়ে রুপো চানুর

রুপোর পদক গলায় নিয়ে সাইখোম মীরাবাই চানু।

নাগোয়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : ট্রফি ক্যাবিনেটে সোনা, রুপো, ব্রোঞ্জ সব রয়েছে। কিন্তু কেরিয়ার যদি একটা 'ধাঁধা' হয়, তাহলে সেই ধাঁধার একটি 'টুকরো' এতদিন খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন সাইখোম মীরাবাই চানু। বুধবার নাগোয়ায় যা ধরা দিল চানুর কাছে। এশিয়ান গেমসে প্রথমবার পদক জিতলেন ভারতের এই তারকা ভারোত্তোলক। শুধু তাই, চানুর এদিনের রুপো জয়ে এশিয়াডে ভারোত্তোলনে ভারতের ২৮ বছরের পদকখরা কাটল।

১৯৫১ সালে এশিয়ান গেমসে ভারোত্তোলন প্রথমবার শুরু হয়। তারপর থেকে এই ইভেন্টে ভারতের ঘরে ১৪টি পদক এসেছে। কিন্তু সোনা কেউ ছুঁয়ে দেখতে পারেননি। ১৯৯৮ সালে শেষবার এশিয়াডে কর্ণম মালেশ্বরী ভারোত্তোলনে পোডিয়ামে দাঁড়িয়েছিলেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তিনটি পদকের মালকিন চানুর হাত ধরে দীর্ঘদিনের আক্ষেপ এবার ঘুচল। চলতি বছরের কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জয়ের পর চানু জানিয়েছিলেন, এশিয়াডে পদকই আসল লক্ষ্য। এদিন ৪৯ কেজি ওজন বিভাগে নেমে কথা রাখলেন চানু। ২০১৮ সালের গেমস চোটের জন্য মিস করেছিলেন। ২০২২ সালের হ্যাংঝৌ এশিয়াডে ক্লিন অ্যান্ড জার্কের তৃতীয় প্রচেষ্টার সময় চোট পেয়ে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন তিনি। ফলে এবার আসমুদ্র হিমাচল চেয়েছিল, গতবারের পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। ১০০ শতাংশ ফিট চানু যে কতটা 'মসৃণ' হতে পারেন, সেটা এদিন আবার বোঝা গেল। স্ন্যাচে ৮৭ কেজি তুলে পদক জয়ের ভিত তৈরি করেছিলেন মণিপুরের এই তারকা। সোনাজয়ী উত্তর কোরিয়ার রি সং গুমকে 'অন্য গ্রহের বাসিন্দা' মনে হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু চানু নিজের কাজ যথাযথ করলেন। ক্লিন অ্যান্ড জার্কে চানু শুরু করলেন ১০৭ কেজি দিয়ে। ব্রোঞ্জজয়ী ইন্দোনেশিয়ার লুলুক ত্রি বিজয়ানা তৃতীয় প্রচেষ্টায় ১০৭ কেজি তুলতে ব্যর্থ হওয়ার পরই চানুর রুপো নিশ্চিত হয়ে যায়। তারপরও অলিম্পিকে পদকজয়ী চানু দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ১১১ কেজি তুলে দ্বিতীয় স্থান মজবুত করেন।

এশিয়াডে প্রথমবার পদক জয়ের তৃপ্তি নিয়ে চানু বলেছেন, 'চাপ অবশ্যই ছিল। তবে সেটা নিয়ে অতিরিক্ত ভাবতে চাইনি। বিশ্বাস ছিল, এবার পদক জিতবই। কোচ, কোচিং স্টাফরা, দেশবাসী আমার উপর ভরসা রেখেছিল। প্রত্যেকের ভরসার মর্যাদা দিতে পেরে ভালো লাগছে। এই পদকটার জন্য অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছিলাম। অবশেষে স্বপ্নপূরণ হল। কমনওয়েলথ গেমসের হাতে এক মাস সময় ছিল। তারমধ্যেই খুব ভালো প্রস্তুতি নিতে পেরেছিলাম। যার পুরস্কার এই পদক। গ্লাসগোতে কেরিয়ারের প্রথম কমনওয়েলথ গেমস পদক পেয়েছিলাম। সেদিন আনন্দে কেঁদেছিলাম। আজও শাপমুক্তির আনন্দে কান্না পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নিজেকে সংযত করে নিয়েছি।'

মনু ভাকের ব্যর্থ হলেও শুটিংয়ে এদিনও ভারতের ঝুলিতে পদক এসেছে। পুরুষদের স্কিটের টিম ইভেন্টে অনন্তজিৎ সিং নারুকা, মাইরাজ আহমেদ খান, ভাবতেগ সিং গিল কাজাখস্তানকে শুটঅফে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতে নেন। মহিলাদের স্কিটের টিম ইভেন্টে পারিনাজ ঢালিওয়াল, রাইজা ধিলোঁ ও মহেশ্বরী চৌহানও ব্রোঞ্জ আদায় করে নিয়েছেন। ব্যাডমিন্টনে ভারতীয় পুরুষ দলের যাত্রাও ব্রোঞ্জে এসে শেষ হল। এদিন লক্ষ্য সেনরা সেমিফাইনালে ১-৩ ব্যবধানে চিনের বিরুদ্ধে হেরেছেন। ডাবলসে সাত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি নিজেদের ম্যাচ জিতলেও সিঙ্গলসে লক্ষ্য ও আয়ুষ শেট্টি এবং রিভার্স ডাবলসে হরিহরণ আমসাকরুণান-আরএম অর্জুন প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি।

এদিনও চমক জারি নাওরেম রোশিবিনা দেবীর। মহিলাদের উশুর সান্ডা ইভেন্টে ৬০ কেজি ওজন বিভাগে ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছেন তিনি। সেমিফাইনালে তিনি ২-০ ব্যবধানে ইন্দোনেশিয়ার থানিয়া কুসুমানিংতায়াসকে হারিয়েছেন। হকিতে জয়ের হ্যাটট্রিক করল ভারতীয় মহিলা দল। তারা ২০-১ গোলে থাইল্যান্ডকে উড়িয়ে দিয়েছে। ভারতের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে এশিয়াডের কোনও ম্যাচে ৯টি গোল করলেন তারকা ড্র্যাগফ্লিকার দীপিকা শেরাওয়াত। আগামীকাল পুরুষ দল দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি হবে।

টিম ইভেন্টের ব্যর্থতা ঝেড়ে টেবিল টেনিসের মিক্সড ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন হরমিত দেশাই-যশস্বীনী ঘোরপারে ও দিয়া চিতালে-মনুষ শা। পুরুষদের কাবাডিতেও সেমিফাইনালে উঠেছে ভারত। এদিন তারা ৪৮-২৫ পয়েন্টে বাংলাদেশকে চূর্ণ করেছে। বক্সিংয়ে পুরুষদের ৮০ কেজি ওজন বিভাগে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট পেয়েছেন অঙ্কুশ পাঙ্ঘাল। তিনি ৫-০ ব্যবধানে বাহরিনের হামসা ভোগেলকে উড়িয়ে দিয়েছেন।

» উশুতে ফাইনালে ওঠার পর নাওরেম রোশিবিনা দেবী। ছবি : পিটিআই

পদক তালিকা

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ	মোট
১	চিন	৪৮	২০	১০	৭৮
২	জাপান	১৫	২৫	২৭	৬৭
৩	দক্ষিণ কোরিয়া	৮	৮	২৫	৪১
৪	কাজাখস্তান	৭	৪	৮	১৯
১৩	ভারত	১	৫	৬	১২

সফট টেনিসে ব্রোঞ্জ জিতে ইতিহাস জয়ের

নাগোয়া, ২৩ সেপ্টেম্বর : স্বপ্ন দেখেছিলেন ক্রিকেটার হওয়ার। কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। বরং এশিয়ান গেমসে সফট টেনিসে পদক জিতে ইতিহাস তৈরি করেছেন ভারতের জয় মিনা।

বুধবার সফট টেনিসে পুরুষদের সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে জাপানের তাকুয়া কুরোসাকার কাছে ২-৪ ব্যবধানে হেরেছেন জয়। পরাজিত হলেও শেষ চারে ওঠার সুবাদে তিনি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন। এটাই এশিয়ান গেমসে সফট টেনিসে ভারতের প্রথম পদক। এর আগে কোয়ার্টার ফাইনালে ফিলিপিন্সের শেরউইন নুগুইটকে হারিয়ে পদক নিশ্চিত করেছিলেন জয়।

মধ্যপ্রদেশের দেওয়াস থেকে উত্থান জয়ের। ছোটবেলায় ক্রিকেট ছিল প্রিয় খেলা। আর পাঁচটা ভারতীয় কিশোরের মতোই দেশের জার্সিতে প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন দেখতেন তিনি। পাইওনিয়ার পাবলিক স্কুলে পড়ার সময় সফট টেনিসের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে জয়ের। সেই শুরু। মাত্র ১৪ বছর বয়সে প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। গতবছর সফট টেনিসে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে আরাধ্যা তিওয়ারির সঙ্গে জুটি বেঁধে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন জয়। এছাড়াও তাঁর ঝুলিতে রয়েছে একাধিক সাফল্য। গত দুটি এশিয়ান গেমসে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল। তৃতীয়বার এশিয়ান গেমসে নেমেই বাজিমাত করেছেন জয়।

মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে পঞ্চম স্থানে শেষ করার পর হতাশ মনু ভাকের। বুধবার।

সফট টেনিসে ব্রোঞ্জ জিতে আনন্দে আত্মহারা জয় মীনা।

এদিকে, মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে হতাশ করেছেন অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী ভারতীয় শুটার মনু ভাকের। ফাইনালে পঞ্চম স্থানে শেষ করেন তিনি। গত জুন মাসেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন মনুর কোচ জসপাল রানা। এশিয়ান গেমসে কোচের অনুপস্থিতি গভীরভাবে অনুভব করেছেন ভারতীয় শুটার। প্রয়াত কোচের প্রসঙ্গে মনু বলেছেন, 'কিছু মানুষ যখন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠে, তখন সেটা সারাজীবন থেকে যায়। আমার কোচ এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। সেরাদের সেরা ছিলেন। ওঁর অধীনে জাপানে খেলার জন্য মুখিয়ে ছিলাম। কিন্তু এমন একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল।' এশিয়ান গেমসে ব্যর্থ হলেও দ্রুত প্রত্যাবর্তন করবেন বলেই জানিয়েছেন ভারতীয় শুটার।

ভারতই পথ দেখাবে বাবরদের! দাবি হেসনের

ইসলামাবাদ, ২৩ সেপ্টেম্বর : ভারতের পথে হাঁটতে চান। পাকিস্তান ক্রিকেটের হাল ফেরাতে তাঁর কাছে 'বেঞ্চমার্ক' টিম ইন্ডিয়া? এমনই অবাক স্বীকারোক্তি বাবর আজমদের হেডস্যর মাইক হেসনের! যুক্তি, পাকিস্তানকে সাফল্যের রাস্তায় ফেরাতে ভারতই পথপ্রদর্শক। পাকিস্তান দলকে ভারতের জায়গায় পৌঁছোনোর চ্যালেঞ্জ নিতে হবে।

এশিয়ান গেমসে জাপানগামী বিমানে ওঠার আগে পাকিস্তানের কিউয়ি কোচ হেসন বলেছেন, 'সাদা বলে এই মুহূর্তে ভারতীয় দল বেঞ্চমার্ক। ওদের ধরার চ্যালেঞ্জ নিতে হবে আমাদের। এরজন্য নিজেদের সেরাটা দেওয়ার তাগিদ দেখাতে হবে। আমার বিশ্বাস, যদি ভারতের মুখোমুখি হওয়ার (এশিয়ান গেমস ফাইনালে) সুযোগ ঘটে, ওদের চাপে ফেলতে সক্ষম হব আমরা। তবে ফাইনালে পৌঁছোতে অনেক ম্যাচের হার্ডল পেরোতে হবে। তাই এখনই অতদূরের কথা ভাবছি না।'

ভারতের মতো সাহিবজাদা ফারহানের নেতৃত্বে পাকিস্তানও দ্বিতীয় সারির দল পাঠিয়েছে। হেসন কিন্তু যাঁরা আছেন, তাঁদের নিয়েই আত্মবিশ্বাসী। দাবি, দলের ভারসাম্য ভালো। আগ্রাসী ক্রিকেট খেলবে। নতুনদের জন্য এশিয়ান গেমস দারুণ মঞ্চ। উঠতি প্রতিভারা তাঁদের দক্ষতা তুলে ধরতে পারবে। ফারহান ও বাকি দলের কাছে এশিয়ান গেমস সেদিক থেকে খুব ভালো সুযোগ।

হেসন যখন নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছেন, তখন পাকিস্তান ক্রিকেটে ফের ধাক্কা। বাবরদের দায়িত্ব ছেড়ে ২ বছরের চুক্তিতে নেদারল্যান্ডসে যোগ দিচ্ছেন হেসনের সহকারী অ্যাশলে নফকে। বেশ কিছুদিন ধরে বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করছিলেন নফকে। কিন্তু ডাচ ব্রিগেডের হেডকোচের প্রস্তাবকেই অগ্রাধিকার দিয়ে এশিয়ান গেমসের ঠিক আগে সরে দাঁড়ালেন।

দায়িত্ব ছাড়লেন বোলিং কোচ নফকে

> সাদা বলে এই মুহূর্তে ভারতীয় দল বেঞ্চমার্ক। ওদের ধরার চ্যালেঞ্জ নিতে হবে আমাদের। এরজন্য নিজেদের সেরাটা দেওয়ার তাগিদ দেখাতে হবে।
> —মাইক হেসন
> (পাকিস্তানের কোচ)

আজ প্র্যাকটিসে ভারত

গিলের ভাগ্য রোকোকে পেয়েছে, দাবি গম্ভীরের

তিরুবনন্তপুরম, ২৩ সেপ্টেম্বর : একটা দল এশিয়ান গেমসের সোনার পদকের লক্ষ্য নিয়ে বর্তমানে জাপানে রয়েছে। জাপানের বিরুদ্ধে প্রথমবার খেলতে নেমে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে। শুভমান গিলের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় ওডিআই দল তখন নতুন সিরিজে নামার অপেক্ষায়! প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

২০২৭ বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় নিজেদের গুছিয়ে নিতে প্রতিটি ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। রবিবার সিরিজ শুরুর আগে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার বন্দনায় মাতলেন গৌতম গম্ভীর। ভারতীয় দলের হেডকোচের মতে, রোকোকে পাওয়া শুভমানের জন্য আশীর্বাদ। গিল ভাগ্যবান এমন দুইজনকে দলে পেয়েছে।

অধিনায়ক শুভমানকে নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে গম্ভীর বলেছেন, 'শুভমান ভাগ্যবান ওডিআই দলে মাঠে এবং মাঠের বাইরে সাহায্যের জন্য রোহিত, বিরাট আছে ওর পাশে। আর ভারতীয় দলের প্রথম একাদশ নির্বাচন সবসময় কঠিন। কোচ, অধিনায়কের জন্য কঠিনতম চ্যালেঞ্জও। সেটা আরও কঠিন হয় যখন অল্প বয়সে অধিনায়ক হিসেবে সেই দায়িত্বটা সামলাতে হয়।'

একডজন ওডিআইয়ে নেতৃত্ব দিয়ে ৬টিতে জিতেছে শুভমান। রেকর্ড প্রত্যাশিত নয়। যদিও গিলের পাশে দাঁড়িয়ে গম্ভীরের দাবি, 'মানছি ওডিআই ক্রিকেটে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। তবে শুভমান এখনও পর্যন্ত দারুণ কাজ করছে। প্রতি বিভাগেই নিজের দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছে।'

ক্যারিবিয়ান সিরিজে যে রেকর্ড শুধরে নেওয়ার সুযোগ শুভমানের জন্য। লক্ষ্যপূরণে ফের রোকো ভরসা। বিশ্বকাপের আগে প্রতিটি ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ টিম ইন্ডিয়ার কাছে। ১৯৮৩, ২০১১ সালের সুখস্মৃতি ফেরানোর লক্ষ্যে দল গুছিয়ে নেওয়ার মঞ্চ। ফাঁকফোকর রাখতে চান না গম্ভীর অ্যান্ড কোং। বৃহস্পতিবারই কেরলের রাজধানী তিরুবনন্তপুরমে বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সদলবলে প্রস্তুতি শুরু। বুধবার রাতের মধ্যে বিরাট, রোহিত সহ বেশিরভাগ ক্রিকেটার পৌঁছে গিয়েছেন।

এশিয়ান গেমসের জন্য শ্রেয়স আইয়ার, ঈশান কিষান, অক্ষর প্যাটেল, জসপ্রীত বুমরাহকে ওডিআই সিরিজে নেই। পরিবর্ত হিসেবে রুতুরাজ গায়কোয়াড়, আকিব নবি, নমন ধীররা ভরসা। জাদেজার জন্য নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে এই সিরিজ। সুযোগ বিশ্বকাপের সম্ভাব্য দলে নিজের দাবি জোরদার করার। হার্দিক পান্ডিয়ার অনুপস্থিতিতে পেস-অলরাউন্ডার হিসেবে জাঁকিয়ে বসার সুযোগ নীতীশ কুমার রেড্ডির সামনে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে আস্থার মর্যাদা রেখেছেন। এবার ওডিআই ফরম্যাটের পালা।

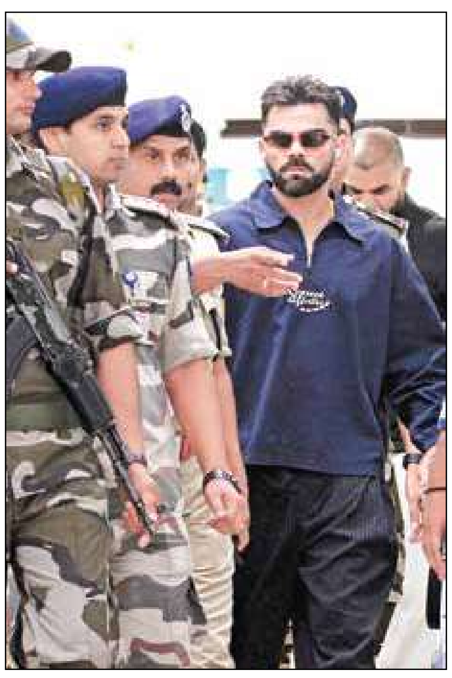

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআই খেলতে তিরুবনন্তপুরমে পৌঁছে গেলেন বিরাট কোহলি।

এশিয়ান গেমসে গিয়ে বালিশ নিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন জসপ্রীত বুমরাহ। বুধবার তাঁর মাথার মাপ নিয়ে আয়োজকদের তরফে বিশেষ বালিশ বানিয়ে দেওয়া হয়। যা মাথায় দিয়ে শুয়ে ছবি পোস্ট করলেন বুমরাহ। সেই পোস্টে তাঁর স্ত্রী সঞ্জনা গণেশনের কমেন্ট, 'তুমি এসব করতে এত দূর থেকে জাপানে গিয়েছো?' বুমরাহ রিপ্লাই দেন, 'দেশে ফেরার পর এই বালিশের ভাগ যদি তুমি চাও, তাহলে তোমায় দেব না।'

অজিদের চুনকাম অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতের

রাজকোট, ২৩ সেপ্টেম্বর : অধিনায়ক লক্ষ্য রাইচন্দ্রাণীর অপরাজিত ১১০ রানের সৌজন্যে অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দল ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে অস্ট্রেলিয়াকে হোয়াইটওয়াশ করল। তৃতীয় ইয়ুথ ওডিআই ভারত জিতল ৬ উইকেটে। ৯টি বাউন্ডারি ও তিনটি ছক্কায় সাজানো রাইচন্দ্রাণীর ইনিংসে ভর করে ভারত ৫২ বল বাকি থাকতেই ৪ উইকেটে ২৫৫ রান তাড়া করে ফেলে। বীরেন্দ্র শেহবাগের পুত্র আর্যবীর ৩১ বলে ৩৪ রানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তার আগে ওপেনার জেড হলিকে ৮৭ রানের ইনিংসে অজিরা ২৫৪ রান তুলেছিল। অন্যদিকে, মোহিত উলভা এবং মানাল চৌহান ৩ উইকেট পেয়েছেন।

কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি সিএসকে-র

জুয়াড়িদের হাতে ধোনিদের প্রথম একাদশ!

চেন্নাই, ২৩ সেপ্টেম্বর : অতীতে গড়াপেটার দায়ে আইপিএল থেকে নির্বাসিত হতে হয়েছিল। ফের গড়াপেটার কালো ছায়া চেন্নাই সুপার কিংসকে ঘিরে। জনৈক ক্রিকেটার দাবি করেছে, গত লিগে চেন্নাইয়ের ম্যাচ গড়াপেটার শিকার। টসের আগেই প্রথম একাদশ 'লিক' হয়ে যাওয়া, ম্যাচের মাঝেই স্পটফিক্সিং-অর্থের বিনিময়ে সবকিছুই ঘটেছে!

চাঞ্চল্যকর যে অভিযোগের প্রেক্ষিতে এদিন কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছে সিএসকে। সম্প্রতি স্টিং অপারেশনে নাগাল্যান্ডের হয়ে খেলা রাচিত ভাটিয়া একের পর এক বিস্ফোরক দাবি করেন। গত আইপিএলের চেন্নাইয়ের পাশাপাশি ২০২৫ লিগেও তিনি নিজেই নাকি গোটা পাঁচেক ম্যাচ গড়াপেটা করেছেন! বাদ যায়নি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-ও। দিল্লি প্রিমিয়ার লিগের সঙ্গেও নাকি যোগ রয়েছে ক্রিকেট জুয়াড়িদের।

চাঞ্চল্যকর একঝাঁক দাবি সামনে আসতেই বিতর্ক শুরু। নড়েচড়ে বসেছে মহেন্দ্র সিং ধোনির ফ্র্যাঞ্চাইজি। তড়িঘড়ি করে শুক্রবার ডাকা হয়েছে সাধারণ সভা। যেখানে পরবর্তী পদক্ষেপ চূড়ান্ত করা হবে জানিয়েছেন আইপিএলের সফলতম দলের এক শীর্ষ আধিকারিক। প্রাথমিকভাবে 'জিরো টলারেন্স' নীতি পক্ষে শ্রীনিবাসনরা। কোনওরকম সমঝোতা করা হবে না। এরজন্য শেষপর্যন্ত যেতেও প্রস্তুত পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা।

সিএসকে ঘরপোড়া গোরু। অতীতে ২ বছর গড়াপেটার অভিযোগেই নির্বাসিত হতে হয়েছে। তাই গড়াপেটা নিয়ে কোনওরকম 'সহনশীলতা' দেখাতে রাজি নন শ্রীনিরা। মঙ্গলবার নাগাল্যান্ডের হয়ে রনজি খেলা রাচিতের বিরুদ্ধে স্টিং অপারেশনে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসে। সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটার দাবি করেন, তাঁর কাছে চেন্নাই দলের প্রথম একাদশ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য আগেভাগে চলে আসত। জুয়াড়িদের তিনি তা জানিয়ে দিতেন। ২০২৫ আইপিএলে তিনি নিজেও মোট ৫টি ম্যাচ গড়াপেটা করেছিলেন। প্রতি ম্যাচের জন্য ৬০ লক্ষ টাকা করে পেয়েছেন।

গড়াপেটা করেছেন ২০১৮-'১৯ মরশুমে হওয়া মুস্তাক আলি ট্রফিতেও। ইচ্ছাকৃতভাবে দুইটি ওয়াইড বল করার জন্য ১৬ লক্ষ টাকা পান জুয়াড়িদের থেকে। আরও বলেছেন, দিল্লি প্রিমিয়ার লিগের সঙ্গেও জুয়াড়িদের যোগাযোগ আছে! যেখানে প্রথম একাদশের তথ্য পাচার, স্পট ফিক্সিংয়ের জন্য ৪০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়।

আইপিএলের নিলাম গোয়াতে

মুম্বই, ২৩ সেপ্টেম্বর : ২০২৭ আইপিএলের নিলামের আসর বসছে গোয়াতে। গত তিনবারের নিলাম ভারতের বাইরে হয়েছিল। খরচে রাশ টানতে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি চেয়েছিল দেশের মাটিতেই এবার মিনি নিলাম অনুষ্ঠিত করতে। সেই দাবি মেনে নিয়ে সমুদ্র সুন্দরী গোয়াতে ডিসেম্বরে হবে মেগা লিগের নিলাম। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া বলেছেন, 'গত তিন বছর সৌদি আরব, দুবাই, আবু ধাবিতে নিলামের আয়োজন করা হয়। এবার গোয়াতে।'

মুলানির ঘূর্ণিতে ডুবল অজিরা

পুদুচেরি, ২৩ সেপ্টেম্বর : ভারতের ৩৩৪ রানের জবাবে ব্যাটিং ভরাডুবি অস্ট্রেলিয়ার। বুধবার টেস্টের দ্বিতীয় দিনে তারা গুটিয়ে গেল ১৭১ রানে। শামস মুলানির (৬৭/৪) ঘূর্ণির কোনও জবাব ছিল না অজিদের কাছে। তাঁকে সাহায্য করেন তনুষ কোটিয়ান (৩১/২), তুষার দেশপান্ডেরা (৩২/২)। গতকাল টেস্টের প্রথম দিনে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়া কুমার কুশাগ্র (১১৩) এদিন ফিরে এসে শতরান পূরণ করলেন। লোয়ার অর্ডারে অংশুল কম্বোজ (২৩) ও দেশপান্ডের (১৪) সৌজন্যে ভারত প্রথম ইনিংসে অল আউট হয় ৩৩৪ রানে।

বৈভবের পরীক্ষা নেওয়ার হুংকার কিউয়ি কোচের

ওয়েলিংটন, ২৩ সেপ্টেম্বর : এখনও মাসখানেক বাকি সিরিজ শুরুর। যদিও এখন থেকে মানসিক যুদ্ধে ময়দানে নেমে পড়েছে নিউজিল্যান্ড শিবির। এবার হুংকার কিউয়ি ব্রিগেডের হেডকোচ রব ওয়াল্টারের। দাবি, বৈভব সূর্যবংশীর 'বসগিরি' আটকাতে নীল নকশা তৈরি। অপেক্ষা শুধু 'বস বেবির' পরীক্ষা নেওয়ার।

ছোট্ট কেরিয়ারে ইতিমধ্যে বিশ্বসেরা বোলারদের পরীক্ষা নিয়েছেন স্বয়ং বৈভবই। আইপিএলের গণ্ডি ছাড়িয়ে ভারতের জার্সিতেও সমান সপ্রতিভ। ২২ অক্টোবর শুরু টি২০ সিরিজেও বিস্ময় বালকের দিকে চোখ ক্রিকেট বিশ্বের। যদিও তার আগে পনেরো বছরের বৈভবকে কার্যত নিউজিল্যান্ডের গতিময়, বাউন্সি উইকেটের জুজু দেখালেন ওয়াল্টার।

কিউয়ি কোচের যুক্তি, 'দ্রুত গতির বাউন্সি পিচে বৈভব কেমন খেলে, দেখতে চাই। নিঃসন্দেহে ও দারুণ ব্যাটার। আইপিএলের সেরা বোলারদের শাসনও করেছে। তবে ওর পারফরমেন্সগুলির মূলত চেনা পরিবেশ এসেছে। এবার নিউজিল্যান্ডের অচেনা পরিবেশে খেলবে, কীভাবে মানিয়ে নেয়, দেখার অপেক্ষায় আছি।'

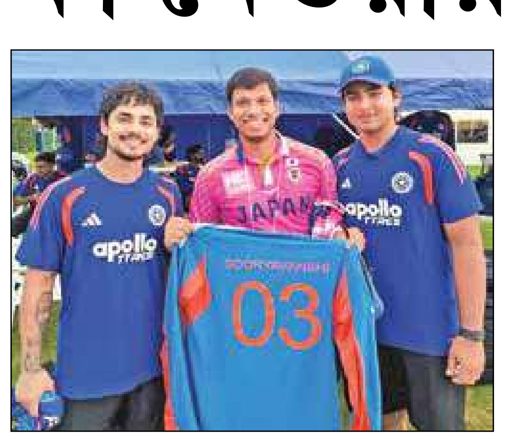

« জাপান ম্যাচ শেষে বৈভব সূর্যবংশী ও ঈশান কিষানের সঙ্গে আড্ডায় অভিষেক আনন্দ।

প্রশ্ন তুলে দিলেন বৈভবের প্রথম বল থেকে ব্যাট ঘোরানোর স্ট্র্যাটেজিরও। ওয়াল্টারের দাবি, বৈভব যেভাবে খেলতে অভ্যস্ত, তা কিন্তু নিউজিল্যান্ডে চলবে না। ব্যাটিংয়ে পরিবর্তন করতে হবে সাফল্য পেতে। নিজের দলের বোলারদের প্রতি আস্থা রেখে আরও দাবি, ঘরের মাঠে তাঁর বোলিং ব্রিগেডকে সামলানো সহজ নয়।

প্রতিপক্ষ কোচ হিসেবেও বৈভবের খেলা দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন। অপেক্ষা করছেন, নিউজিল্যান্ডের বোলিং, পরিবেশের চাপটা বছর পনেরোর ভারতীয় ব্যাটার কীভাবে সামলান। তবে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজে ওপেনিংয়ে অগ্রাধিকার পাবেন সঞ্জু স্যামসন-অভিষেক শর্মা জুটি। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে গত সিরিজে একটা ম্যাচও খেলার সুযোগ পাননি বৈভব। কিউয়ি কোচের মধ্যে বৈভবকে খেলানো নিয়েও অনিশ্চয়তার সুর। যুক্তি, ভারতীয় দলে দক্ষ ক্রিকেটারের অভাব নেই। তবে তিনি মুখিয়ে থাকবেন বিস্ময় বালকের ব্যাটিং দেখার জন্য।

বৈভব শুধু নয়, ভারতীয় দলকে আগুনে পেসেই কাত করার ছক। এদিন ঘোষিত দলে সাতজন পেসারের উপস্থিতিতে যা স্পষ্ট। আশঙ্কামাফিক চোটের কারণে সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন রাচিন রবীন্দ্র। অপরদিকে চোট সারিয়ে দীর্ঘদিন পরে ভারত সিরিজে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে অ্যাডাম মিলনের। চলতি বছরের গোড়ায় ভারতের কাছে টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে হেরেছিল মিচেল স্যান্টনারের নেতৃত্বাধীন দল। ঘরের মাঠে পালটা জবাবের পালা ব্ল্যাক ক্যাপসদের।

নেই রাচিন, ফিরলেন মিলনে

হ্যাটট্রিকে উজ্জ্বল ছাঙ্গতে

শ্রীনিধিকে ৬ গোলে উড়িয়ে শিল্ড অভিযান শুরু বাগানের

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-৬ (অভিষেক, ছাঙ্গতে-হ্যাটট্রিক, লি ও সন্দীপ)
শ্রীনিধি ডেকান এফসি-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : আট বছর পর কলকাতা লিগ জয়ের ট্রফি নিজেদের ঘরের মাঠে হাতে পাওয়ার দিনে উচ্ছ্বসিত হওয়ার মতো আরও অনেক কিছু ঘটে গেল সমর্থকদের জন্য।

আইএফএ শিল্ডের ম্যাচ নিজেদের ঘরের মাঠে খেলাই শুধু নয়, শ্রীনিধি ডেকান এফসি-র বিরুদ্ধে ৬-০ জয়। জেজে লালপেখলুয়ার পর আরও এক মিজো, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতের হ্যাটট্রিক ও দুইটি অ্যাসিস্টের পাশাপাশি ভয়ংকর হয়ে ওঠার ইঙ্গিত দেওয়া। প্রচণ্ড বৃষ্টি আর কাদার মধ্যেও দৃষ্টিনন্দন ফুটবল উপহার দেওয়া। সদ্য আসা বিদেশি লি এরউইন যে এই মরশুমে জেমি ম্যাকলারেনকে যোগ্য সঙ্গী হয়ে ওঠার মতো কিছু মুহূর্ত উপহার দিয়ে গেলেন। দেজান ড্র্যাজিচ, ম্যাকলারেনরা এই কাদা মাঠেও বোঝালেন, তাঁদের মধ্যে প্রয়োজনীয় ফিটনেস এসে গিয়েছে। আর সবচেয়ে বড় আনন্দের বিষয় হল, প্রায় সাত মরশুম পর বিদেশিরা মোহনবাগান মাঠে খেললেন। ম্যাচের বিরতিতে আইএফএ-র বর্ণাঢ্য কলকাতা লিগ ট্রফিপ্রদান অনুষ্ঠানে এলেন ক্রীড়ামন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ। ম্যাচের আগে হল লিগের পতাকা উত্তোলন। ক্লাব সভাপতি দেবাশিস দত্ত, সচিব সৃঞ্জয় বসুর সঙ্গে ছিলেন কোচ বাস্তব রায়, কিছু তরুণ ফুটবলার, সুপার জায়েন্টের কর্তারা। সবমিলিয়ে বৃষ্টিভেজা দুপুরে এমন ফিল গুড পরিবেশ বহুকাল বোধহয় আসেনি মোহনবাগান ক্লাবে।

হ্যাটট্রিকের পর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতের। ছবি : ডি মণ্ডল

ম্যাচের শুরু থেকেই বোঝা যাচ্ছিল ম্যাচটা মোহনবাগান সুপার জায়েন্টেরই হতে চলেছে। ৩ ও ৫ মিনিটে মিগুয়েল ফিগুয়েরা সুযোগ নষ্ট করলেও ৮ মিনিটে অভিষেক সূর্যবংশী আর করেননি। ড্র্যাজিচের মাইনাস ছিল। এরপর গোটা ম্যাচজুড়ে দাপিয়ে বেড়ালেন ছাঙ্গতে। হাতে এখনও ব্যান্ডেজ তাঁর। তবু অকুতোভয় এই মিজোর বডি ফেইন্ট থেকে সর্পিল গতি, সবকিছুতেই এক ক্লাসিক ফুটবলের ছোঁয়া। তবে তাঁর ৪৪ মিনিটে জমি ঘেঁষা শটে ২-০ করার আগেই একটা পেনাল্টি পেতে পারত শ্রীনিধি। দীপক টাংরি বক্সের মধ্যে ডেভিড কাস্টানাকে ফাউল করলেও বক্সের বাইরে ফ্রি কিক দেন রেফারি সুরজিৎ দাস। পেনাল্টি পেলে এবং তা থেকে গোল হলে হয়তো ম্যাচে ফিরতে পারত শ্রীনিধি কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে হতদ্যম হয়ে পড়েন প্রীতম কোটাল-প্রণয় হালদাররা। ৫২ মিনিটে ম্যাকলারেনের ক্রসে ছাঙ্গতে হেড করার চেষ্টা করলে তা ধাক্কা খেয়ে তাঁর কাছেই ফিরলে তিনি নীচু শটে গোল করেন। ৫৭ মিনিটে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেন ছাঙ্গতে। এবার মিগুয়েলের শট প্রতিহত হলে ফিরতি বলে গোল তাঁর। ৮০ মিনিটে তরুণ সন্দীপ মালিকের গোলটা 'আইস অন দ্য কেক'। ছাঙ্গতের বাড়ানো বল কিয়ান নাসিরি ব্যাক পাস করে দেন তাঁকে। ৮২ মিনিটে লি-র হেডে করা গোলের ক্ষেত্রে ছাঙ্গতে একেবারে যেন কম্পাসে মেপে তাঁর মাথায় বলটা ফেলেন।

মোহনবাগান জার্সিতে নিজের দ্বিতীয় ম্যাচেই হ্যাটট্রিক ছাঙ্গতের। গোল না পেলেও ভালো খেললেন ম্যাকলারেন। শ্রীনিধি ডেকানে কিছু পরিচিত মুখ থাকলেও এখনও দলটা একেবারেই তৈরি নয়। তাছাড়া ধারে ভারে নিজেদের দিনে অনেক এগিয়ে মোহনবাগান। তবু হয়তো ২৯ তারিখ নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষেই বোঝা যাবে সত্যিই কতটা তৈরি প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিসের দল।

মোহনবাগান ঃ বিশাল, ভেকে (অ্যালেক্স), অ্যালবার্তো, শুভাশিস, লিস্টন, টাংরি, অভিষেক (সন্দীপ), দেজান (কিয়ান), ছাঙ্গতে, মিগুয়েল (সুহেল) ও ম্যাকলারেন (লি)।

কলকাতা লিগ জয়ের ট্রফি হাতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। বুধবার কলকাতায় ডি মণ্ডলের তোলা ছবি।

ডাগআউটে থাকবেন বিনো

শিল্ডেও তারুণ্যেই আস্থা ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : কলকাতা ফুটবল লিগের খেতাব হাতছাড়া হলেও বোধহয় খুব একটা আক্ষেপ নেই লাল-হলুদ শিবিরে। সম্ভবত সেই ভাবনা থেকেই আইএফএ শিল্ডের প্রথম ম্যাচেও তরুণ ব্রিগেডের ওপরই আস্থা রাখছে ইস্টবেঙ্গল।

বৃহস্পতিবার শিল্ড অভিযান শুরু করছে মশাল বাহিনী। ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষ ক্যালকাটা কাস্টমস। এই ম্যাচের জন্য সিনিয়ার ফুটবলারদের ছাড়তে রাজি হননি আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। জর্ডন থেকে ফেরার পর ফুটবলারদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলবার থেকে পুনরায় অনুশীলন শুরু করেছেন ড্যানি র‌্যামিরেজ, বিপিন সিং, জিকসন সিংরা। তবে মাত্র দুইদিনের প্রস্তুতিতে তাদের শিল্ডের ম্যাচে খেলানোর ঝুঁকি নিতে চাইছে না লাল-হলুদ থিংকট্যাংক। এমনিতেই লাগাতার বৃষ্টির জেরে মাঠের অবস্থা বেহাল। ভারী মাঠে ফুটবলারদের চোট-আঘাতের সম্ভাবনাও প্রবল। আর সিনিয়ার দলের গুরুত্বপূর্ণ কোনও ফুটবলার চোট পেলে দুচিন্তা আরও বাড়বে। এবার আইএসএলের পাশাপাশি এএফসিতে-ও পরপর ম্যাচ রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। এই পরিস্থিতিতে ভরসা সেই রিজার্ভ দলের ফুটবলাররা।

শিল্ডের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষও তেমন শক্তিশালী নয়। তবে নরেন্দর গেহলট সহ সিনিয়ার দলে সেভাবে সুযোগ না পাওয়া কয়েকজন ফুটবলারকে এই ম্যাচে দলে রাখতে পারে ইস্টবেঙ্গল। শিল্ডের জন্য কাস্টমস দুই বিদেশিকে দলে নিলেও তাদের বিরুদ্ধে বিদেশিহীন দল নিয়েই মাঠে নামছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। তবে শিল্ডের প্রথম ম্যাচ থেকেই হাবাসের সহকারী বিনো জর্জ ডাগআউটে থাকবেন। সিনিয়ার ফুটবলারদের একেবারেই না পেলে অবশ্য প্রথম একাদশ সাজানো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে বিনোর কাছে। অফিসের খেলা থাকায় চাকু মান্ডি ও অঙ্কন ভট্টাচার্যকে পাওয়া যাবে না। চোটের জন্য অনিশ্চিত মনোতোষ মাঝি ও তন্ময় দাস। ফলে রক্ষণে মনোতোষ চাকলাদারের সঙ্গে কে জুটি বাঁধবেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে। মনোতোষ মাঝির অনুপস্থিতিতে কলকাতা লিগের শেষ ম্যাচগুলোতে লাল-হলুদের আক্রমণভাগে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো ফুটবলারের অভাব চোখে পড়েছে। সেক্ষেত্রে শিল্ডে ডেভিড লালহালানসাঙ্গা, জেসিন টিকেদের পেলে দুশ্চিন্তা একটু হলেও কমবে। বুধবার অবশ্য মূলত রিজার্ভ দলের ফুটবলারদের নিয়েই কাস্টমস ম্যাচের নীলনকশা তৈরি করেছেন বিনো। অন্যদিকে, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের কাস্টমস মাঠে নামবে মাত্র একদিনের প্রস্তুতিতে।

এদিকে, এদিন বিকেলে নিউটাউনের সেন্টার অফ এক্সিলেন্সের কৃত্রিম ঘাসের মাঠে হাবাসের তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করেছে ইস্টবেঙ্গলের সিনিয়ার দল। শিল্ডের ম্যাচের আগে ক্লাবের মাঠ ভালো রাখতেই এই সিদ্ধান্ত।

আইএফএ শিল্ডে আজ
ইস্টবেঙ্গল বনাম ক্যালকাটা কাস্টমস
সময় : দুপুর ৩টা
স্থান : ইস্টবেঙ্গল মাঠ
সম্প্রচার : ফ্যানকোড অ্যাপ

ইস্টবেঙ্গলের দুর্গ সামলাতে তৈরি হচ্ছেন গৌরব সাউ। বুধবার।

ফ্রান্সের অনুশীলনে নতুন কোচ জিনেদিন জিদান।

'সিনেমার মতো লাগছে'

কোচ জিদানকে পেয়ে প্রতিক্রিয়া এমবাপের

প্যারিস, ২৩ সেপ্টেম্বর : ফরাসি ফুটবলে শুরু জিনেদিন জিদান জমানা। আনুষ্ঠানিকভাবে ফ্রান্স জাতীয় দলের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তিনি। জিদানের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছেন কিলিয়ান এমবাপেরা। কিংবদন্তির অধীনে মাঠে নামার আগে প্রতিক্রিয়ায় এমবাপে জানিয়েছেন, এই অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে রুপোলি পর্দার গল্পের মতো।

জিদানের সঙ্গে এমবাপের প্রথম সাক্ষাৎ প্রায় দেড় দশক আগে। সেই সময় রিয়াল মাদ্রিদ যুব দলের ট্রায়ালে এমবাপেকে নিজেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এক সাক্ষাৎকারে এমবাপে বলেছেন, 'জিদানই প্রথম ব্যক্তি যিনি আমাকে রিয়াল মাদ্রিদে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়িতে তুলে নিয়েছিলেন। তখন আমার বয়স ১৩ বা ১৪। এতদিন পর তিনিই আমার জাতীয় দলের কোচ। পুরো বিষয়টা যেন সিনেমার গল্পের মতো মনে হচ্ছে। তবে এটাই এখন বাস্তব। সত্যিই দারুণ অনুভূতি।' আসন্ন উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচে তুরস্কের বিপক্ষে জিদানের প্রশিক্ষণে প্রথমবার খেলবে ফ্রান্স। তার আগে এমবাপে বলেছেন, 'ফরাসি ফুটবলে নতুন অধ্যায় শুরু হচ্ছে। আমাদের সামনে ২০২৮ সালের ইউরো কাপের প্রস্তুতির জন্য দুই বছর সময় আছে। আমি আশাবাদী, সবকিছু খুব ভালোভাবেই এগোবে।'

কোয়ার্টারে ইউনাইটেড

ধূপগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : এসআরএমবি ধূপগুড়ি কাপ ফুটবলের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল জলপাইগুড়ি ইউনাইটেড এফসি। বুধবার স্থানীয় পৌর ময়দানে তারা ২-০ গোলে জিতেছে ধূপগুড়ি এফসি-র বিরুদ্ধে। গোল করেন তাকালু রায় ও ম্যাচের সেরা পল্লব রায়।

জেতালেন রজত

মালবাজার, ২৩ সেপ্টেম্বর : তেশিমলা যুব সংঘের ফুটবলে বুধবার আইএফএ এন্টারপ্রাইজ ১-০ গোলে ডিভিএসসি ডামডিম ফুটবল দলকে হারিয়েছে। ম্যাচে সেরা আইএফএ এন্টারপ্রাইজের রজত ওরাওঁ।

ম্যাচের সেরা হওয়ার পর রজত ওরাওঁ। ছবি : সোমনাথ দত্ত

ABRIDGE e-N.I.T. NOTICE
e-N.I.T. Memo No. 3808/KCK-III, Sl No.-01 to 02, Dated- 24.09.2026 invited by the B.D.O Kaliachak-III Dev Block from Bonafide bidder. Last date of application on 01.10.2026 up to 6:00 pm. Details are available in the office notice board.
Sd/-
Block Development Officer
Kaliachak-III Dev. Block
Baishnabnagar, Malda

জেজের অনুপ্রেরণা কাজে লাগাচ্ছেন ছাঙ্গতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : একটা সময় ছিল যখন জেজে লালপেখলুয়া ছিলেন মোহনবাগান সমর্থকদের নয়নের মণি। সেই পথই অনুসরণ করতে চলেছেন লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে? প্রশ্ন শুনে এক গাল হাসি মিজো তারকার মুখে। বললেন, 'উনি এখন খুব ব্যস্ত থাকেন বিধায়ক হওয়ার পর থেকে। তবে জেজে এমন একজন মানুষ যিনি অনুসরণযোগ্য। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ওঁর সঙ্গে খুব দেখা হত। আর সেই সময় উনি খুবই অনুপ্রাণিত করতেন। বলতেন, পরিশ্রম করতে, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে আর সঠিক পথে চলতে।'

মোহনবাগান মাঠে আজকাল সিনিয়ার ফুটবলারদের খেলার সুযোগ ঘটে কম। বহুদিন বাদে প্রায় পুরো দল খেলল আইএফএ শিল্ডের ম্যাচ দেওয়ায়। নিজেদের মাঠে, নিজেদের সমর্থকদের সামনে হ্যাটট্রিক করে স্বাভাবিকভাবেই তৃপ্ত ছাঙ্গতে, 'দারুণ লাগছে ঘরের মাঠে সমর্থকদের সামনে এরকম পরিবেশে ভালো খেলতে পেরে। আসলে এর আগে বেশিরভাগ সময়ে তো আমি প্রতিপক্ষ হিসাবেই এদের দেখেছি। কিন্তু আজ খেলতে নেমে সমর্থকদের এত চিৎকার করে পাশে দাঁড়াতে দেখে একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। আমার মনে হয় আজ ৬-০ গোলে জেতার অন্যতম কারণ কিন্তু ওঁরা।' কার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন এই হ্যাটট্রিক জানতে চাওয়া হলে ঈশ্বরভক্ত ছাঙ্গতের উত্তর, 'আসলে এসব নিয়ে খুব একটা ভাবিনি। তবে এটা হয়তো ঈশ্বরেরই উপহার। তাঁর জন্যই এই সাফল্য পাচ্ছি।' এই প্রথম তিনি কোনও প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে হ্যাটট্রিক পেলেন ছাঙ্গতে। এদিন গোল করে ও করিয়ে তিনিই ম্যাচের সেরা। এদিন দল ৬ গোলে জিতলেও কোচ প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস মনে করছেন, এখনও আরও অনেক উন্নতির জায়গা আছে। আর তিনি এই কাদা মাঠ নিয়ে একেবারেই খুশি নন। বলেছেন, 'এর আগে ডুরান্ড কাপে আমাদের শিলংয়ে গিয়ে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিপক্ষে এরকম কাদা মাঠে খেলে নিজেদের উজাড় করে দিতে হয়েছিল। এখন দেখা যাক, ২৯ তারিখ মাঠের অবস্থা কী থাকে।'

এদিকে, এদিন সভাপতি দেবাশিস দত্ত জানান, এবার থেকে ট্রফি ক্লাব তাঁবুতেই থাকবে। তিনি ক্লাবের মাঠের সব বাতিস্তম্ভ ঠিক করার বিষয়ে পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে দাবি করেন।

গোলের আনন্দে মিগুয়েল ফিগুয়েরার কোলে উঠে পড়লেন লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে।

বয়স ভাঁড়ানো নিয়ে উত্তপ্ত হতে পারে সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : আদতে নিরামিষ। কিন্তু একটু খোঁচালেই ভিতর থেকে সামনে আসছে উত্তেজনার আঁচ।

সৌজন্যে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা। বৃহস্পতিবার বিকেল পাঁচটায় সিএবি-র ইন্ডোরে হতে চলেছে এজিএম। ছয় বছর পর এজিএমের আসর ফিরছে ইডেন গার্ডেন্সে। আর সেই এজিএমের আসরই আগামীকাল উত্তপ্ত হতে পারে বয়স ভাঁড়ানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে। ইতিমধ্যেই সিএবি-র তরফে ৬৫ জন ক্রিকেটারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। সূত্রের খবর, আগামীকাল বয়স ভাঁড়ানোর অভিযোগকে কেন্দ্র করে সিএবি-র শাসক ও বিরোধী শিবিরে বাদানুবাদ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

সিএবি-র এজিএম আজ

সম্ভাবনা থাকলেও শেষপর্যন্ত কোনও নির্বাচন হচ্ছে না। সঙ্গে সচিব পদ থেকে আগামীকালই বিদায় নিচ্ছেন বাবলু কোলে। যুগ্মসচিবের পদ অনেকদিন ধরেই খালি রয়েছে। সিএবি-র অ্যাপেক্সের সদস্য পদ থেকে আশিস চক্রবর্তী আগেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন। এজিএমে নির্বাচন না থাকার ফলে এই তিন পদই আপাতত ফাঁকা রাখতে হচ্ছে সিএবিকে। বাংলা ক্রিকেট সংস্থার সংবিধান অনুযায়ী আগামী দুই মাসের মধ্যে সচিব ও যুগ্মসচিব পদের শূন্যস্থান পূরণ করতেই হবে। এজিএমের পরবর্তী সময়ে সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সেই পথে হাঁটেন কিনা, সেটাই এখন দেখার।

ইরানি কাপ

অবশিষ্ট ভারতের কোচ লক্ষ্মীরতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : আগামী ১ অক্টোবর থেকে শ্রীনগরে শুরু হতে চলেছে ইরানি কাপ। শেষ মরশুমের রনজি ট্রফি জয়ী জম্মু-কাশ্মীর বনাম অবশিষ্ট ভারতীয় দলের ম্যাচকে কেন্দ্র করে আগ্রহ রয়েছে সর্বভারতীয় স্তরে। বাংলার ক্রিকেট সংসারে আগ্রহ আরও বেড়েছে ইরানি কাপকে নিয়ে।

সৌজন্যে লক্ষ্মীরতন শুক্লা। এই প্রথমবার বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন ইরানি কাপে অবশিষ্ট ভারতীয় দলের কোচ হতে চলেছেন। জানা গিয়েছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই লক্ষ্মীরতন শ্রীনগর উড়ে গিয়ে অবশিষ্ট ভারতীয় দলের দায়িত্ব নেবেন। কোচ লক্ষ্মীরতনের সাপোর্ট স্টাফ হিসেবে বোলিং কোচের ভূমিকায় রয়েছেন ওড়িশার প্রাক্তন ক্রিকেটার দেবাশিস মোহান্তি। রাতের দিকে লক্ষ্মীরতনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এখনই কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। অবশিষ্ট ভারতীয় দলের অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। দলের সহ অধিনায়ক সরফরাজ খান। অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশের স্কোয়াডে কোচ লক্ষ্মীরতন ছাড়াও রয়েছেন বাংলার তিন ক্রিকেটার। মুকেশ কুমার, সুদীপ ঘরামি ও আকাশ দীপ। চোট সারিয়ে দীর্ঘসময় পর ইরানি কাপের মাধ্যমেই ক্রিকেটের মূল স্রোতে ফিরতে চলেছেন আকাশ।

সোনা জয় অভিরূপের

আলিপুরদুয়ার, ২৩ সেপ্টেম্বর : পাটনায় ইস্ট জোন জুনিয়ার অ্যাথলেটিক্সে আলিপুরদুয়ারের অভিরূপ রায় অনূর্ধ্ব-১৬ ছেলেদের ৬০০ মিটারে সোনা জিতেছে। সে ১মিনিট ১১.২১ সেকেন্ডে দৌড় সম্পূর্ণ করেছে।

পাটনায় সোনার পদক গলায় অভিরূপ রায়।

হাত বাড়ালেই
Suvida
গর্ভনিরোধক পিল
ESKAG PHARMA PRIVATE LIMITED
6290 900 900 / 8017 444 555

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন
উত্তর ২৪ পরগনা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগনা - এর একজন বাসিন্দা এসকে নাসিরউদ্দিন -কে 06.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 6 5 K 87736 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে নিজস্ব বাধা থাকে যা আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে অতিক্রম করা সম্ভব। ডিয়ার লটারি সাধারণ মানুষের আর্থিক চাহিদা মেটানোর জন্য মাত্র কটি দশ টাকার একটি চমৎকার প্রকল্প প্রদান করে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চ্যাম্পিয়ন ফালাকাটা, রানার্স শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের দাজু সেন ট্রফি আন্তঃ কলেজ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ফালাকাটা কলেজ। বুধবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে শিলিগুড়ি কলেজকে হারিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠে গোল করেন ফাইনালের সেরা ফারমান আনসারি। প্রথম সেমিফাইনালে শিলিগুড়ি ৪-০ গোলে বিরসা মুন্ডা কলেজের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছিল। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ফালাকাটা ৪-১ গোলে জলপাইগুড়ির আনন্দ চন্দ্র কলেজকে হারিয়েছিল। পুরস্কার তুলে দেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মনোরঞ্জন সিংহ, সচিব সুদীপ বসু, শিলিগুড়ি কলেজের প্রিন্সিপাল সুজিত ঘোষ, ফালাকাটা কলেজের প্রিন্সিপাল সুভাষচন্দ্র দাস প্রমুখ।

উত্তরের খেলা

রানার্সের ট্রফি হাতে শিলিগুড়ি কলেজের ফুটবলাররা।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে ফোটোসেশনে ফালাকাটা কলেজের খেলোয়াড়রা।

জুনিয়ার অ্যাথলেটিক্স মিটে রুপো জিতে শিলিগুড়ির বিষ্ণুকান্ত ঝা।

রুপো বিষ্ণুকান্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ সেপ্টেম্বর : পাটনার পাটলিপুত্র স্পোর্টস কমপ্লেক্সে তিনদিনের পূর্বাঞ্চলীয় জুনিয়ার অ্যাথলেটিক্স মিটে বুধবার শিলিগুড়ির বিষ্ণুকান্ত ঝা রুপো জিতেছে। অনূর্ধ্ব-২০ ছেলেদের ৪০০ মিটারে সে ৪৯.৭৮ সেকেন্ডে দৌড় সম্পূর্ণ করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।